





The Ahmadi

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ৪ রবি: সানি, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ সুলাহ্, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬ ঈসাব্দ



দিয়ানের ১২৪তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত





সম্পাদকীয়

আত্মঘাতি হামলা চালানো কখনই বৈধ নয় ইসলামে তো নয়ই, দেশের কোন আইনও তা বৈধতা দেয় না

গত ২৫ ডিসেম্বর রাজশাহীর বাগমারায় জুমুআর নামাযে সকলে যখন ইবাদতে মগ্ন, এমন অবস্থায় আহমদীয়া মসজিদে আত্মঘাতি বোমা হামলা করা হয়। এতে বেশ কয়েকজন আহমদী সদস্য আহত হন। একের পর এক বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যারা এ ধরণের হামলা করছে তারা কোন ধর্মের অনুসারী হতে পারে না। এরা নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসী। এ ধরণের সন্ত্রাস ইসলামে তো নয়ই বরং কোন ধর্মই সমর্থন করে না। ন্যাক্কারজনক এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই সেই সাথে সত্য উদঘাটন করে দোষীদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানে জোর দাবি জানাই।

সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম ধর্মকে মহান আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে তার প্রিয় নবী, বিশ্ব নবী, সর্ব জাতির নবী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শান্তির অমিয়-বাণী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান করে থাকেন। প্রকৃত-শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান, শান্তিপ্রিয়-অনুসারী মুসলমানগণ কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না।

বল প্রয়োগের শিক্ষা ইসলামে নেই। ইসলাম নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। ইসলামের শিক্ষা হল- স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত আর তিনি তাকে অভিসম্পাত করছেন এবং এক মহা আযাব তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন' (সূরা আন নিসা: ৯৪)। হত্যার ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে, তা হবে রক্তপাত অর্থাৎ হত্যা সম্পর্কিত' (বুখারী)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি-কার্যক্রম করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ, সে-সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে। কোনভাবেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। আর যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা পবিত্র কুরআনে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বর্তমান অস্থির এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ জুমুআর খুতবায় বলেন, "সুপরিচিত একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত নানান কুকীর্তি যে কেবল সাধারণ মানুষেরই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা নয়, উপরম্ভ ভ্রান্ত বিশ্বাসী কিংবা ইসলাম বিরোধী সমালোচকদের ইসলামের শিক্ষার প্রতি কালিমা লেপনের সুযোগ করে দিয়েছে। সম্মানিত হুযুর (আই.) আরো বলেন, ইসলামের নামে কৃত হামলা আর অমুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত হামলাকে গণমাধ্যমগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে প্রচার করে।

যখনই কোন মুসলমান অপকর্ম করে মানুষ সাথে সাথে ইসলামকে

দোষারোপ করে, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের কেউ একই ধরনের অপকর্ম করলেও তাকে 'মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত' আখ্যা দেয়া হয়। আমরা খোলাখুলি স্বীকার করি যে, কিছু মুসলিম গোষ্ঠীর পৈশাচিক অপকীর্তিগুলো বর্বরতার নামান্তর; তবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতি সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দেওয়াটা ভীষণ বড় এক ভুল ও অন্যায়। যারা ইসলাম প্রচারের নামে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে ইসলামী শিক্ষা তাদেরকে কোন ভাবেই যথার্থতা বা কোন লাইসেন্স প্রদান করে না।

ইসলাম কখনোই মানুষকে এই শিক্ষা দেয়নি যে, জোর করে মানুষকে ইসলামের পথে আনো। পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলেন, 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে সমস্ত মানবজাতি একই ধর্ম-বিশ্বাসীতে পরিণত হতো' তবে আল্লাহ বলেছেন. এটি কখনোই হবে না যে, সমস্ত মানবজাতি এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাই এটি স্পষ্ট যে, ইসলাম কোন জোর জবরদস্তির অনুমতি দেয় না। পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছে যে. ইসলাম গ্রহণের জন্য যেন কখনো তলোয়ার ব্যবহার করা না হয়, বরং এর অনুপম শিক্ষা ও নিজেদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির মাধ্যমে মানুষের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আল যুখরুফের ৮৯ ও ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ 'আর তাঁর (রসূলের) এ উক্তির কসম, (যখন সে বলেছিল) 'হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! এরা কখনো ঈমান আনবে না। সুতরাং (আমরা উত্তরে বললাম) তুমি এদের উপেক্ষা কর এবং বল 'সালাম'। অতএব অচিরেই এরা (সত্য) জানতে পারবে।

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের শত অন্যায় অত্যাচার সত্তেও তাঁর উত্তর এটাই হবে যে. 'তোমাদের প্রতি আমার একমাত্র বার্তা হলো শান্তি এবং সমাঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই বার্তাই অব্যাহত থাকবে। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শান্তিপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সব মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো এই বার্তা বহন ও প্রচার করে চলা। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় হুযুর (আই.) আরো বলেন, এটি একজন আহমদী মুসলমানের দায়িত্ব যে, তিনি যেন ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচার করেন এবং সমাজের সর্ব স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন। প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের ইসলামের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচার করাকে নিজ দায়িত্ব মনে করে নেয়া উচিত। এই মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংসের দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এবং এ কারণে প্রতিটি আহমদী মুসলমানের দায়িত্ব হলো পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।"

অতএব, সহজ-সরল জীবন যাপনের পাশাপাশি আমাদের এখন অনেক বেশি দরুদ শরীফ, ইস্তেগফার সম্বলিত দোয়াসমূহ গভীর একাগ্রতার সাথে পাঠে রত থাকা উচিত, যাতে আমরা বিভিষীকাময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারি।

১৫ জানুয়ারি, ২০১৬

কুরআন শরীফ	9
হাদীস শরীফ	8
অমৃত বাণী	•
6-19-9-19	
'বারাহীনে আহমদীয়া' হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ	৬
रवज्ञ विचा स्वामान नार्वन	
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত	৯
হ্যরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর	
৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা	
আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)	١٩
হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ	•
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদন্ত	২০
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭শে নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা	
da in a ii	
জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্বর্ধনায়	೨೦
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের ভাষণ	

কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	•8
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রধানের সতর্কবার্তা	৩৭
উত্তম তারাই যারা ক্রোধ দমন করে মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৯
পবিত্র কুরআন ও দোয়া মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন	8\$
সংবাদ	89
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	89
4.0	
বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক	86

কাদিয়ানের ১২৪ তম জলসা সালানা সফলতার সাথে সমাপ্ত

সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ কাদিয়ানের ১২৪তম বার্ষিক জলসা এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে সরাসরি উপভোগ করেন। এই জলসা অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কাদিয়ানে। এতে যোগদানকারী এবং সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য এই জলসা একটি অনুপ্রেরণামূলক জলসা।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৫, সোমবার অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনটি কাদিয়ান জলসাগাহ ও লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে একযোগে সম্প্রচারিত হয়।

প্রতি বছর এ জলসাকে পূর্ণতা দানের জন্য সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

কাদিয়ান জলসার সমাপনী অধিবেশনে ৪৪টি দেশ থেকে ১৯.০০০ এরও অধিক নিষ্ঠাবান আহমদী যোগদান করেন এবং লন্ডনের তাহের হলে ৫,০০০ এরও বেশী আহমদী একত্রিত হন হুযুর (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ শোনার জন্য।

জলসার কার্যক্রম শেষ হয় হুযুর (আই.)-এর পরিচালনায় নিরব দোয়ার মাধ্যমে। এতে তিনি আহমদীদেরকে বিশ্বশান্তির জন্য এবং সমস্ত সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিনাশের জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান।

সুরা আন্ নাহ্ল-১৬

২৪। তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবশ্যই (তা) জানেন। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

২৫। আর তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের প্রভূ-প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন তারা বলে. '(এতো) পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী (মাত্র)'।

২৬। (এ প্রতারণার পরিণাম এই হবে) যে তারা কিয়ামত দিবসে নিজেদের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় বহন করার পাশাপাশি তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে তারা নিজেদের অজ্ঞতাবশত পথভ্রস্ট করতো। সাবাধান, তারা যা বহন করছে তা অতি নিকষ্ট!

২৭। তাদের পূর্ববর্তীরাও নিশ্চয় ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন আল্লাহ তাদের প্রাসাদগুলোর ভিত উপডে ফেলেছিলেন। এর ফলে তাদের উর্ধ্ব থেকে তাদের ওপর ছাদ ভেঙ্গে পডেছিল^{১৫৪০}। আর তাদের কাছে আযাব এমন পথ দিয়ে এসেছিল যা তারা ভাবতেও পারেনি।

২৮। এছাড়া কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার সেইসব শরীক যাদের খাতিরে তোমরা (নবীদের) বিরোধিতা করতে?' যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে. 'নিশ্চয় কাফিরদের জন্য আজ লাঞ্ছনা ও অনিষ্ট (অবধারিত) রয়েছে।'

لَاجَرَعَ اَنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَالَيْسِرُّ وْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۞ وَإِذَاقِتُلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنْزَ لَرَ ثُكُمُ ۗ قَالُوٓ ا ٱسَاطِئْرُ الْأَوَّ لِينَ فَي

لْمُحْمِلُوا ۚ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يُّوْمَ الْقَلِيمَةِ ۗ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنِ يُضِلُّوْنَهُمُ بِغَيْر عِلْمٍ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُوْنَ۞

فَدُمَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَ اعِدِفَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْ قِهِمْ وَٱتُّنهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وْنَ⊙

ثُمَّ يَوْمَ الْقِلْمَةِ يُخُرِيهِمْ وَيَقَوُّل شَرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ ِ تُشَآقُوٰنَ فِيُهِمْ قَالَ الَّذِيْرِيَ ٱوْتُواالْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمُ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ ٥

৯৫৪০। অতীতের নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর যে আযাব এসেছিল তা কোন সাধারণ ধ্বংসলীলা ছিল না। তারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের নির্মিত প্রাসাদ-সৌধগুলোর সম্পূর্ণ ভিত্তি দেয়াল ও ছাদসহ তাদের ওপর আছড়ে পড়েছিল, বলতে কি, তাদের নেতা বা অনুসারীরা কেউই রক্ষা পায়নি।

হাদীস শরীফ

যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করেন

সত্যকে গ্রহণ করার পর মারা নিজেদের জীবনকে সত্তার ওপর পরিচালিত করে এর কলে তাদের কর্ম তাদেরকে জান্ত্রাক্তর হবদ্যার বহরে দের।

কুরআন :

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফিরিশ্তাগণ নাযেল হয় (এই বলে), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হয়ো না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে। (সূরা হামীম আস্ সাজ্দা)

হাদীস:

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলুন যেন আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি (সা.) বললেন বল : আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর ওপর অবিচল হয়ে যাও (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্র বাণীকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের বড় বড় বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য নিজের জান-মাল আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করতে হয়েছে। সত্যের ওপর অবিচল হয়ে যাওয়া একটি মহান গুণ এ গুণের চরম বিকাশস্থল হলেন আল্লাহ্র নবীগণ। তাঁরা নিজেদের জীবনে ইস্তেকামাত ও ধৈর্য দেখিয়ে তাঁদের অনুসারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনার পর ঈমানের জন্য অবিচল থাকে, পৃথিবীর কোন বিরোধিতার পরওয়া করে না-খোদা তা'লা তাদের হৃদয়কে প্রশান্তি দেন। তাঁদের জন্য জান্নাত রেখেছেন। অর্থাৎ, সত্যকে গ্রহণ করার পর তাঁরা নিজেদের জীবনকে সত্যের ওপর পরিচালিত করে। এর ফলে তাঁদের কর্ম তাঁদেরকে জান্নাতের হকদার করে দেয়।

উপরোক্ত হাদীস হতে এ বিষয়টি জানা যায় যে. আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনার পর এর ওপর নিষ্ঠাবান ও অবিচল থাকলে পৃথিবী কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ্কে এক অদ্বিতীয় মানার পর তাঁর সাথে কোন ধরনের অংশীদার না করা আসল বিষয়। সকল মিথ্যা হতে মুক্ত হয়ে–ওয়াহেদ লা শারীক– অংশবিহীন খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে কোন ধরনের ভয়ের আশঙ্কা থাকবে না। আর এ সব কিছু নির্ভর করে আল্লাহ্র মনোনীত ব্যক্তির আনুগত্যের মধ্যে। তিনিই সেই সত্না যিনি আমাদেরকে অবিহিত করেন যে, কোন বিষয়টি আল্লাহ্র সম্ভুষ্টির কারণ আর কোনটি অসম্ভুষ্টির। তাই হ্যরত রসূল করীম (সা.) বলছেন যে, এক-অদিতীয় খোদার ওপর ঈমান এনে এ বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকলে তোমার কোন ভয় নেই। খোদা স্বয়ং তোমার অভিভাবক হয়ে যাবেন।

আল্লাহর পথে নানা ধরনের পরীক্ষা আসে-যাতে তিনি দেখেন যে, কে তার ওপর আস্থা রাখে। এভাবে যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আমাদের ঈমানে দৃঢ় প্রত্যয় দেখাই এবং খোদার আশিসের ভাগীদার হই, আমীন।

> व्यानशब्द यखनाना जात्नर व्यारमप **भूतकी** भिलभिलार्

অমৃতবাণী

হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন

হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.)

মহানবী (সা.) – এর পরে আর নতুন শরীরত ওরালা কোন রাসূল নেই; এবং তাঁর (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই, মিনি তাঁর উন্মত-বহিপ্তত।

'আমাদের নেতা ও মুনিব মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তা'লার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না. এবং নিজেকে 'উম্মতি' বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামুন নবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের সমস্ত পূর্ণতা, উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে আর নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রাসূল নেই; এবং তাঁর (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই, যিনি তাঁর উম্মত-বহির্ভূত।

বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি খোদা তা'লার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত, তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তত:পক্ষে বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দভায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ! যারা দিশ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভূত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বৰ্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি, তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই।

তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ। এছাড়া, 'মোজেজা' সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছ খোদার নূর এবং খোদার আসমানী-সাহায্য। আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন-শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই কারণে আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছেন।'

(চশমা মারেফাত, প্র ৮-১০)



হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী

G WIE

হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(৯ম কিন্তি)

অতএব প্রত্যেক বিষয়ের বৈধ বা অবৈধ হওয়ার সিদ্ধান্ত এবং সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতার মাপকাঠি যেহেতু আকল বা বিবেক তাই মুক্তি বা পরিত্রানের নীতিগুলোর যথার্থতাও বুদ্ধি বা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। কেননা ধর্মের নীতিমালা যদি যুক্তির মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত না হয় বরং মিথ্যা, অগ্রহণযোগ্য ও অসম্ভব প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা কি করে বুঝব যে, যদুর নীতি সঠিক আর মধুর নীতি ভ্রান্ত বা হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলী ভুল আর ইস্রাঈলীদের গ্রন্থাবলী সঠিক? অধিকন্তু যুক্তিগত দিক থেকে যদি সত্য ও মিখ্যার মাঝে কিছু পার্থক্য না থাকে, এমন পরিস্থিতিতে এক সত্য সন্ধানী সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করে কীভাবে মিথ্যা বর্জন আর সত্য গ্রহণ করতে পারে? আর এমন নীতিসমূহ গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে অপরাধী চিহ্নিত হতে পারে?* আর যেখানে নিজেদের মুক্তির জন্য আমরা সত্যিকার অর্থে এমন বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী যার সত্যতা যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত. সেখানে প্রশ্ন উঠবে যে সে সকল সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা কীভাবে অবগত হবো আর এমন সুনিশ্চিত, উৎকর্ষ ও সহজ মাধ্যম কোনটি যার ভিত্তিতে আমরা এ সকল বিশ্বাসকে সকল যুক্তি-প্রমাণ সহ অতি সহযে আবিস্কার করে নিশ্চিৎ বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হতে

অতএব এর উত্তরে নিবেদন হলো, কুরআন শরীফই সেই সুনিশ্চিত, পরমোৎকর্ষ ও সহজ মাধ্যম যার সুবাদে অনায়াসে. কোন

[*টিকা: এমন অযৌক্তিক নীতিমালা মোটেই সত্য হতে পারে না যার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে বিবেক স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে; কেননা যদি তা সত্য হয় তাহলে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত যৌক্তিক প্রমাণাদির বিশ্বাস উঠে যাবে। অতএব সে সেকল নীতিমালাই যদি সত্য না হয় যার ওপর মুক্তির ভিত্তি বলে মনে করা হয়, তাহলে যারা এর ওপর নির্ভর করে বসে আছে এমন মানুষ আদৌ মুক্তি লাভ করবে না বরং দীর্ঘস্থায়ী আযাব ও শাস্তিতে নিপতিত হবে। এর কারণ হলো, যে সকল বিশ্বাস একান্ত তাদের নিজস্ব, তা-তো মিথ্যা সাব্যস্ত হলোই; অপরদিকে সত্য নীতিমালা যা বিবেক-সম্মত তা তারা গোড়াতেই গ্রহণ করেনি। এ পৃথিবীতেই দেখা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য বিষয় বা মিথ্যাকে নিজের বিশ্বাস বলে মনে করে আর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে বিভিন্নভাবে লজ্জা পেতে হয় আর গবেষক শ্রেণীর মুখে অনেক কথা তাকে শুনতে হয়। বরং তার নিজের বিবেকও তাকে দংশন করে; আর প্রায়শঃ স্বগতোক্তি করতে গিয়ে সে বলে বসে যে. এটি কেমন বাজে বিশ্বাস আমি ধারণ করে রেখেছি? অতএব এটিও একটি আধ্যাত্মিক শাস্তি বা আযাব যা এ পৃথিবীতেই তার ওপর অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। লেখক]

<u> जिंदिमण</u>

কন্ট, বাঁধা-বিপত্তি, সন্দেহ-সংশয় এবং ভুল-ভ্রান্তির উর্দ্ধে থেকে সঠিক নীতিসমূহ এর যৌক্তিক প্রমাণাদিসহ জানা সম্ভব। কুরআন ব্যতীত ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন গ্রন্থ নেই আর কোন উপায়ও নেই যার কল্যাণে আমাদের এই মহান উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।*

সাথীগণ! আমি নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি আর সেও নিশ্চিতভাবে অবগত হবে যে সেসব কথা নিয়ে ভাববে যা সম্পর্কে আমি প্রণিধান করেছি। আর তাহলো, সেই সকল নীতিমালা যার ওপর ঈমান আনয়ন সকল পুণ্য-সন্ধানীর জন্য আবশ্যক আর যাতে

আমাদের সবার মুক্তি নিহিত এবং যার সাথে
মানুষের সকল পারলৌকিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য
জড়িত তা কেবল কুরআন শরীফেই সুরক্ষিত
আছে আর বাকী সকল গ্রন্থের
নীতিগুলো বিকৃতির শিকার হয়েছে। আর
সেগুলো এতটা মিখ্যা ও কৃত্রিম আর সঠিক
ও স্বাভাবিক পথ থেকে এতটা বিচ্যুত যে,
তা লিখতেও ক্লচিতে বাঁধে। আমাদের এই
উক্তি প্রমাণশূন্য বা ফাঁকা কোন বুলি নয়।
আমি সত্যই বলছি এগ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে
ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে আর সকল
ধর্মের গ্রন্থাবলী সত্তা ও নিষ্ঠার সাথে

অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং গভীরভাবে প্রণিধান ও চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদ ও সেসব গ্রন্থের মাঝে পারস্পরিক তুলনাও করা হয়েছে। অধিকাংশ ধর্মের পভিতদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কও হয়েছে। এক কথায় মানবীয় শক্তির যতটুকু সম্পর্ক আছে তাতে সত্য উদঘাটনের সকল চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল গবেষণার ফলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আজ পৃথিবীর বুকে সকল ঐশী গ্রন্থের মাঝে পবিত্র কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ যার ঐশী গ্রন্থ হওয়া সুনিশ্চিত

টিকা: কুরআন শরীফ ব্যতীত সত্য বিশ্বাস নির্ণয়ের নিশ্চিত ও উৎকর্ষ এবং সহজ উপায় আর নেই, এই মর্মে আমাদের দাবির যথার্থতা, যথাস্থানে পূর্ণ প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যারা অন্যান্য গ্রন্থের অনুসারী তাদের নীতিমালা যে ভ্রান্ত ও মিথ্যা এবং অলীক তা চূড়ান্ত গবেষণার ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ব্রাক্ষ সমাজীরা যারা কোন ঐশী গ্রন্থ অনুসরণ করে না আর সত্য নীতির ক্ষেত্রে কেবল নিজেদের বুদ্ধি বা আকলকেই যথেষ্ট মনে করে তারা হয়ত নিজেদের হৃদয়ে এই সন্দেহ লালন করতে পারে যে, একা মানুষের বিবেক বা বুদ্ধি, সত্য-নীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব লাভের জন্য নিশ্চিৎ, উৎকর্ষ ও সহজ মাধ্যম নয় কি? অতএব ইলহাম সংক্রান্ত আলোচনায় তাদের এই সন্দেহের যথোচিত নিরসন হবে যা অচিরেই এ গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লেখ করা হবে। কিন্তু এখানেও উল্লেখিত সন্দেহের নিরসন বা অপনোদন আবশ্যক।

সূতরাং শ্বরণ থাকে, সত্য কথা হলো, বিবেক-বৃদ্ধি একটি প্রদীপের ন্যায় যা খোদা মানুষকে দান করেছেন, যার আলো তাকে সত্য ও সততার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং বেশ কয়েক প্রকার সন্দেহ থেকে রক্ষা করে এবং প্রত্যেক হরেক প্রকার ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা ও অযথা সন্দেহ দূর করে। এটি অতি কল্যাণকর ও অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয় এবং এক বড় আশীর্বাদ। কিন্তু এসব কিছু আর এতসব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এর নেতিবাচক দিক হলো, এটি একা বস্তুর প্রকৃতি-সংক্রান্ত সত্তিকার জ্ঞান ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছাতে পারে না। কেননা উৎকর্ষ বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তাহলো, যেমনটি কিনা বাস্তবে বস্তুর প্রকৃত রূপ বা স্বরূপ হয়ে থাকে মানুষের মাঝে সে ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো— এবং সে বলে, অবশ্যই ঠিক এবং সত্যিকার অর্থে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু নিছক বৃদ্ধি বা যুক্তি মানুষকে এই উচ্চ পর্যায়ের বিশ্বাসে ধন্য করতে পারে না। কেননা, বিবেক বা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ দৌড় হলো, একথা প্রমাণ করা যে, কোন বস্তুর অন্তয়েজন রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ কোন বস্তু সম্পর্কে একথা বলা যে, এর অন্তিত্ব থাকা আবশ্যক বা অমুক বস্তু থাকা উচিৎ; কিন্তু কার্যতঃ সেই বস্তু রয়েছে বলে সে আদৌ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। কোন বস্তু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান থাকা উচিত-এর পর্যায় থেকে উন্নতি করে, 'আছে'-এর পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মত উৎকর্ষ জ্ঞান তখন লাভ হয় যখন অপর এক সাথী বা বন্ধু বিবেকের সঙ্গ দেয়, যে তার অনুমান ভিত্তিক কথাগুলোর সত্যায়ন করে তাকে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পোশাক পরিধান করাবে। অর্থাৎ বিবেক-বৃদ্ধি বা যুক্তি যা সম্পর্কে থাকা উচিত বলে মত ব্যক্ত করে; সেই সাথী অবহিত করে যে, সে বিষয়টি সত্যিই রয়েছে। কেননা, আমরা এখনই বর্ণনা করেছি, বিবেক বা যুক্তি কেবল বস্তু থাকার যৌক্তিকতাই প্রমাণ করে কিন্তু আছে বলে প্রমাণ করতে পারে না। আর স্পষ্ট কথা, কোন বস্তুর প্রয়োজনিয়তা প্রমাণ হওয়া এক কথা আর এর অন্তিত্ব প্রমাণিত হওয়া ভিন্ন কথা।

যাইহোক, বিবেক বা বুদ্ধির জন্য এক মিত্রের বা সাথীর প্রয়োজন, যেন সেই মিত্র 'থাকা উচিত'– মর্মে যুক্তির (আকল) দুর্বল ও অনুমান-নির্ভর কথায় অন্তর্নিহিত দুর্বলতার অবসান করতে পারে, পরীক্ষিত ও উৎকর্ষ কথা 'আছে'–এর মাধ্যমে এবং এভাবে সেই বিষয়ের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবগত ও অবহিত করতে পারে। তাই পরম দয়ালু ও কৃপালু খোদা এ ঘাটতি দূর করেছেন, যিনি মানুষকে নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ে পৌছাতে চান। তিনি বহু সাথী নিযুক্ত করে সুনিশ্চিত-সুদৃঢ় বিশ্বাসের পথ তার জন্য উন্মুক্ত করেছেন যেন মানবাত্মা অভীষ্ট সৌভাগ্য লাভ করা হতে বঞ্চিত না হয় যার পূর্ণ সৌভাগ্য ও মুক্তি নির্ভর করে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর। যেন বিবেক (আকল) বা যুক্তি-বুদ্ধি 'থাকা উচিত'- মর্মে সন্দেহ ও অনুমানের যে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক সেতু নির্মাণ করেছে তা দ্রুত অতিক্রম করে 'আছে'- এর সুমহান প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে যা নিরাপত্তা ও শান্তির নীড়।

বিবেক (আকল) বা যুক্তির সেই মিত্র বা বন্ধু, স্থান-কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আকল বা বুদ্ধির যে সীমা-পরিসীমা রয়েছে তদনুসারে তা তিন এর অধিক হতে পারে না। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি যুক্তি বা বিবেকের সাক্ষ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত হয় অর্থাৎ, যা সবসময় দেখা ও শোনা যায়, ঘ্রাণ নেয়া যায় বা অনুভব করা যায়, তাহলে তখন বিবেকের বা বুদ্ধির সাথী হবে সঠিক পর্যবেক্ষণ যার অপর নাম হলো, অভিজ্ঞতা যা তাকে নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ে পৌছায়। আর যদি বুদ্ধি বা বিবেকের সাক্ষ্য সে সব ঘটনার সাথে সম্পর্ক রাখে যা প্রত্যহ চোখে পড়ে, কানে আসে, ঘ্রাণ নেয়া যায় বা যাচাই করা হয়— তখন তার মিত্র যা তার সিদ্ধান্তকে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত করে তাহলো সত্য ও সঠিক পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতা।

আর যদি যুক্তি বা বিবেকের সাক্ষ্য সে সকল ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে ঘটে আসছে বা ঘটে তখন এর সাথী হয়ে থাকে অন্য একটা বিষয়, যার নাম হলো ঐতিহাসিক গ্রন্থ, সংবাদপত্র, চিঠিপত্র এবং যোগাযোগ। আর তাও অভিজ্ঞতার মতই আকল বা বুদ্ধির ঝাপসা আলোকে এত স্বচ্ছ করে তুলে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা মূলত দুর্ভাগ্য, উদ্মাদনা ও পাগলামিরই নামান্তর। যদি যুক্তি বা বিবেকের সাক্ষ্য অতিন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে যা আমরা চর্ম চোখে দেখি না কানে শুনিনা হাত দ্বারা স্পর্শও করতে পারি না আর এ পৃথিবীর ইতিহাসের আলোকে তা খুঁজেও বের করতে পারি না তখন তার সাথী বা মিত্র হয়ে থাকে এক তৃতীয় বিষয় যার নাম হলো ইলহাম ও ওহী। প্রকৃতির নিয়মও এ দাবিই করে যে, যেভাবে প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে অপরিপক্ক বুদ্ধি (আকল) বা বিবেক, দু-সাথী পেয়েছে একইভাবে তৃতীয় স্থানেও তা পাওয়া আবশ্যক- কেননা প্রকৃতির নিয়মে কোন বিরোধ থাকতে পারে না।

(চলমান টিকা)

Жігни

প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এর মুক্তি-সংক্রান্ত নীতিমালা সত্য-সততা ও মানব প্রকৃতির দাবি সম্মত। এতে বিধৃত বিশ্বাসমালা এত চমৎকার ও সুদৃঢ় যে. সরব ও শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ এর সত্যতার সাক্ষ্য বহণ করে। এর শিক্ষামালা নিরঙ্কুশ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর শিক্ষা সকল প্রকার শির্ক, বিদাত ও সৃষ্টি-পূজার কলুষ হতে পুরোপুরি মুক্ত। এর শিক্ষায় একত্বাদ ও মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র সম্মান এবং সুমহান পরকাষ্ঠা-সমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে পরম উচ্ছাস পরিলক্ষিত হয়, আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপনের গুণে এটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ, এটিই এর সৌন্দর্য। এটি পবিত্র সুমহান স্রস্টার প্রতি কোন প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও অযোগ্যতা আরোপ করে না এবং কোন শিক্ষা বা বিশ্বাস এক-তরফা চাপিয়ে দেয় না বরং প্রথমে যে শিক্ষা দেয় এর সত্যতার কারণ বা যুক্তি উপস্থাপন করে আর প্রত্যেক কথা ও উদ্দেশ্যকে যুক্তি ও প্রমাণের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত করে। সকল নীতির সত্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে স্বীয় অনুসারীদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ তত্তুজ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত করে। মানুষের কথা-কর্ম ও বিশ্বাসে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি অপবিত্রতা ও শূন্যতা এবং বিশৃংখলা বিরাজ করে সেসকল বিপত্তি ও বিশৃংখলাকে প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে দূর করে আর সে সকল রীতিনীতি শিক্ষা দেয় যা মানুষ হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। অধিকম্ভ প্রত্যেক নৈরাজ্য সেভাবে প্রতিহত করে যতটা ব্যাপকতার সাথে তা আজ সর্বত্র বিরাজমান। এর শিক্ষা অত্যন্ত সহজ-সরল, সুপ্রোথিত এবং ক্রটিমুক্ত যেন তা প্রকৃতির নিয়মের প্রতিফলন বা দর্পণ আর মানব প্রকৃতির প্রতিফলিত চিত্র। অন্তরাত্মাকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে তা সূর্য-স্বরূপ আর যুক্তি বা বুদ্ধির অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদাতা এবং এর ঘাটতি বিমোচনকারী। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ যা ইলহামী আখ্যায়িত হয় সেসবের বর্তমান অবস্থা পরিদৃষ্টে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সেসকল গ্রন্থ এ সব উৎকর্ষ গুণাবলী হতে সম্পূর্ণরূপে রিক্তহস্ত। খোদার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে এতে বিভিন্ন প্রকার বাজে ধারণা বিদ্যমান। এসকল গ্রন্থের অন্ধ অনুসারীরা অদ্ভূত সব বিশ্বাস অনুসরণ করে চলেছে। যেখানে এক ফিরকা স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান হিসেবে খোদার অস্বীকার করছে আর অনাদি ও স্বয়ম্ব হওয়ার বৈশিষ্ট্যে তার ভাই ও অংশীদার সেজে বসেছে সেখানে কেউ মূর্তি-প্রতীমা, কেউ দেবী-দেবতাদের তাঁর বিশ্বব্যবস্থায় হস্তক্ষেপকারী এবং তাঁর রাজত্বে তাঁর নায়েব জ্ঞান করছে। যেখানে কেউ তাঁর পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী প্রস্তাব করছে সেখানে অন্যরা বিশ্বাস করে যে. তিনি জন্মান্তরে কুমির এবং কচ্ছপের রূপ ধারণ করেছেন। এক কথায় সেই পরমোৎকর্ষ সত্তা সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তারা এমন হীন ধ্যান-ধারণা পোষণ করছে যে যেন তিনি চরম দুর্ভাগা আর তাঁর সেই পরম পরাকাষ্ঠা লাভ হয় নি যা বিবেক তাঁর জন্য প্রস্তাব করে। (চলবে)

> ভাষান্তর: মওলানা ফিরোজ আলম মুরব্বী সিলসিলাহ

বিশেষ করে যেখানে আল্লাহ তা'লা জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-বিদ্যায় মানুষকে দুর্বল অবস্থানে রাখতে চাননি, অথচ সে ক্ষেত্রে ভূল-দ্রান্তি হলেও তেমন কোন ক্ষতি নেই- সেখানে খোদা সম্পর্কে একথা ভাবা মারাতাক ভূল হবে যে, তিনি সে সকল বিষয়ের পূর্ণ তত্তুজ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে দুর্বল করে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পারলৌকিক মুক্তির পূর্ব শর্ত! এছাড়া সেসকল বিষয়ে তাকে দুর্বল রাখতে চেয়েছেন যা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নাম হবে পরিণতি। আর পরকাল সংক্রান্ত তার জ্ঞানকে এমন সব দুর্বল ধারণার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন যার পুরো ভিত্তি হলো, কেবল অনুমানের ওপর! এমন কোন মাধ্যম তার জন্য নির্ধারণ করেন নি যা ঘটনার সত্যায়ন করে তার হৃদয়কে এই নিশ্চয়তা ও প্রশান্তি দেবে যে. মুক্তির যে সকল নীতি মালার কথা বিবেক বা যুক্তি অনুমান স্বরূপ প্রস্তাব করে তা সত্যিই বিদ্যমান; আর যে প্রয়োজনকে বিবেক বা যুক্তি প্রস্তাব করে তা কাল্পনিক নয় বরং

এখন যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, ধর্মীয় বিষয়ে নিশ্চিৎ বিশ্বাস শুধু ইলহামের মাধ্যমেই লাভ হয় আর মানুষের মুক্তির জন্য নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রয়োজন, যা ব্যতীত সঠিক ঈমানের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া অসম্ভব; তাই বুঝা গেল যে মানুষ ইলহামের মুখাপেক্ষী।

এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, যদিও সকল ইলহাম নিশ্চয়তা বা দৃঢ় বিশ্বাস প্রদানের জন্যই এসেছিল কিন্তু কুরআন শরীফ এমন উন্নত মানের বিশ্বাসের ভিত রচনা করে রেখেছে যার কোন জুড়ি নেই। এই সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা হলো এই যে, ইতোপূর্বে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যত ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো কতক ঘটনার সাক্ষ্য দেয়ার কাজই দিয়েছে আর এর প্রত্যেকটি ছিল কতক ঘটনার ধারা বিবরণীর আদলে- এ কারণেই অবশেষে তা বিকতির শিকার হয়েছে। স্বার্থপর ও আমিত্নের পূজারীরা এর মনগড়া ও অবাস্তব অর্থ করেছে। কিন্তু কুরআন শরীফ যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে স্বীয় শিক্ষার সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে আর মানুষকে সকল প্রকার সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছে।

প্রধানতঃ তা নিজেই সত্য বার্তাবাহক হিসেবে আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে অবহিত করেছে আর নিজেই আপন শিক্ষাকে যুক্তির ভিত্তিতে সত্য প্রমাণ করেছে। কেউ দেখলে বুঝতে পারবে যে, কুরআন শরীফ আদ্যোপান্ত দু'ধরনের সাক্ষ্য প্রদান করে: একটি হলো যুক্তির সাক্ষ্য আর অপরটি ইলহামের। এ দু'টো বিষয় কুরআন শরীফে দু'টো পবিত্র নহর বা শ্রোতশ্বিনীর ন্যায় সমান্তরালে প্রবহমান যা পরস্পরকে সুন্দরভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। বিবেক বা যুক্তির শ্রোতশ্বিনী কোন কিছু হওয়া উচিৎ বা থাকা উচিৎ পর্যন্ত নিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে ইলহামী সাক্ষ্যের নহর অভিজ্ঞ ও সত্য সংবাদদাতার মত নিশ্চয়তা দেয় যে, সত্যিই তা রয়েছে। কুরআনের এরূপ বাগধারা ব্যবহারের ফলে সত্য-সন্ধানীর যে সুবিধা হয় তা সততই স্পষ্ট। কেননা কুরআনের পাঠক কুরআন পড়তেই যৌক্তিক প্রমাণাদি সম্পর্কেও অবগত হয়। সেসকল প্রমাণ এত উন্নত মানের যার তুলনায় সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত প্রমাণাদি কোন দার্শনিকের কাজে বা রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দাবির সত্যতা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। এ ছাড়া (কুরআনের পাঠক) ইলহামের মাধ্যমে ঘটনার সত্যায়ন দেখে বিশ্বাসের সুমহান মানে উপনীত হয় আর অনায়াসে সেসব কিছু লাভ করে যা অন্য ব্যক্তি সারা জীবন চেষ্টা-সাধনা করে বা মাথা খাটিয়েও লাভ করতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হলো যে, কুরআন করীম হলো সত্যনীতি বোধগম্য হওয়ার ও সেসকল বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুনিশ্চিত, সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে উৎকর্ষ উপায় যার ওপর মুক্তি নির্ভরশীল। এটি প্রমাণ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য-লেখকী



হ্যরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের সশ্রদ্ধ প্রেম ও সাহচর্যের ব্যাকুলতা

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لِآلِكُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَكَ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَةً مَّا عَبُكُ لَا وَرُكَ الشَّيْطِي الرَّجِيم، بِسُجِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُم * أَلْحَمْلُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ اِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِعْنُ ﴿ اِهْ لِأَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ ۚ وَصِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهُ هُ وَرُوالضَّالِّينَ ﴿

ফাতিহা পাঠের পর হুয়র আনোয়ার সূচীত করেছেন। তারা নিশ্চয় খুবই (আ.)-এর হাতে বয়আত করে এটি থেকে (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যারা ১৪০০ সরাসরি

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার ধারা পেয়েছেন এবং হ্যরত মসীহু মাওউদ আশিসমন্ডিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- বছর পর পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার নিত্য- সাহাবীগণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে পাঠিয়ে নতুন এবং তাজা ওহী নাযিল হওয়ার যুগ এর চতুষ্পার্শ্বে নিজেদের পেয়ে এই মহা

সৌভাগ্যের জন্য কীভাবে খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করতেন, মানুষ যদি কল্পনার দষ্টিতে এর প্রতি তাকায় তাহলে তার অন্তরাত্মায় এক অদ্ভূত অবস্থা বিরাজ করে। খোদা তা'লা বলেছেন, আমি আখারীনদের মাঝে অর্থাৎ শেষ যুগেও এমন লোক সৃষ্টি করব যারা পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হবে। মহানবী (সা.)-এর দাসের মাধ্যমে ওহী এবং ইলহামের সতেজ এবং নিত্য-নতুন নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতকারীদের ঈমানকে তিনি দৃঢ়তর করেছেন, স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে খোদা কতই না সত্যবাদী। তাদের প্রতিটি প্রভাত হতো এই সন্ধানে যে. আজ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি নতুন কি ওহী এবং ইলহাম হয়েছে।

হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সাহাবীদের এই অবস্থার উল্লেখ এভাবে করেছেন, হ্যরত মসীহু মাওউদ (আ.)-এর ওহী সংক্রান্ত অবস্থা এমন ছিল যে, আহমদীরা সূর্য উদিত হতেই প্রেমিকের মতো এদিক সেদিক এটি জানার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করতেন যে, রাতে হুয়রের প্রতি কি ওহী-ইলহাম হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ঘর থেকে বের হতেই আমাকে জিজেস করতেন বা অন্য কোন বালক বের হলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, আজ নতুন কী ওহী বা ইলহাম হয়েছে তাঁর প্রতি? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার নিজের অবস্থার চিত্র হলো, এদিকে হযরত মসীহু মাওউদ (আ.) নামাযের জন্য যেতেন আর আমি ছুটে গিয়ে খাতা বা রেজিস্টার খুলে দেখতাম, নতুন কি ইলহাম হয়েছে বা নিজেই মসজিদে পৌছে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনতাম।

অতএব সাহাবীদের মাঝে এরূপ উৎসাহউদ্দীপনার কারণ ছিলো নিজেদের
ঈমানকে আরো সতেজ করা, এর কল্যাণ
লাভ আর খোদার কৃতজ্ঞতা এবং
গুণকীর্তন করা, কেননা তিনি আমাদেরকে
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর
ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন। অনেক
সময় কোন সাহাবীর উপস্থিতিতেও
ইলহাম হতো আর সেই সৌভাগ্যাবানও
খোদার ওহীকে একই সাথে শুনতেন।
অনেক সময় এই অবস্থাও হতো যে, সাথে

উপবিষ্ট ব্যক্তিও ইলহাম শুনতেন। যার উপস্থিতিতে ইলহাম হয়েছে এমনই এক পুণ্যবান ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, ডক্টর সৈয়াদ এনায়েতুল্লাহ শাহ্ সাহেব এক প্রবীন আহমদী পরিবারের সদস্য। তার পিতা সৈয়াদ ফযল শাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতি সম্মানিত একজন সাহাবী ছিলেন। সচরাচর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেবা করতেন। তিনি প্রায়শঃ কাদিয়ান যাতায়াত করতেন।

সৈয়্যদ নাসের শাহ সাহেব ওভারসিয়ার যিনি পরে সম্ভবত এসডিও পদেও উন্নীত হয়েছিলেন. তার ভাই ছিলেন এই সৈয়্যদ ফযল শাহ সাহেব। তার মাঝেও বড নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছিল। তিনিও তার আন্তরিকতার কারণে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাছে অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিষ্ঠার কারণে তার ভাইকে বলতেন অৰ্থাৎ সৈয়্যদ ফযল শাহ কোন কাজের সাহেবকে বলতেন, প্রয়োজন নেই, কাদিয়ান গিয়ে বসে থাকো। হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করো, আমাকে কিছু ডাইরি পাঠিয়ে দিও আর দোয়ার অনুরোধ করতে থাকবে। তোমার ব্যয়ভার আমি বহন করবো। তিনি তার ভাইয়ের সাহায্যে শুধু এই জন্য লেগে থাকতেন যে. তিনি কাদিয়ানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ওহী যার শুরুতে রয়েছে 'আরু রাহা', যা প্রায় এক রুকুর সমান হবে। এটি এমন অবস্থায় নাযিল হয়েছে যখন হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) কিডনি (বৃক্ক) রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সৈয়্যদ ফযল শাহ সাহেব তখন তাঁর পা টিপছিলেন অর্থাৎ তার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব হলো, তার পা টিপা অবস্থায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ওহী হয়েছে আর এই ওহীও এমন পর্যায়ের ছিলো যে, অনেক সময় ওহীর শব্দ উচ্চস্বরে তাঁর মুখ থেকে নিঃসূত

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে আমরা ছোট বালক ছিলাম আর অসাবধানতা বশতঃ সেই কক্ষে প্রবেশ করি যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শায়িত ছিলেন। তিনি নিজেকে চাদরে আবৃত করে রেখেছিলেন। সৈয়াদ ফযল শাহ্ সাহেব মরহুম তাঁর পা টিপছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ওহী নাযিল হচ্ছে। বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই লিখেছেন, একই সাথে তিনি ওহী লেখাছিলেনও। হযরত ফযল শাহ্ সাহেব ইঙ্গিতে আমাকে বলেন, এখান থেকে চলে যাও। আমরা বের হয়ে আসা। পরে জানা যায়, একটি দীর্ঘ ওহী তাঁর (আ.) প্রতি নাযিল হয়েছে।

হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যে ইলহামের কথা বলছেন এটি সেই ঘটনা এবং মামলা সংক্রান্ত যখন মির্যা ইমাম দ্বীনরা দেয়াল উঠিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। আদালতে যেসব কাগজ বা দলিলপত্র উপস্থাপিত হয়েছে এর নিরিখে সিদ্ধান্ত বিরোধীদের অনুকুলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল বরং তারা এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, অচিরেই মামলা খারিজ হয়ে যাবে কিন্তু যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) সংবাদ দিয়েছিলেন ঠিক তদ্রুপই হয়েছে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে এমন একটি প্রমাণ দলিলপত্র হতে বেরিয়ে আসে যাতে মির্যা ইমাম দ্বীনের সাথে হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পিতাও দখল সত্ত্বে সেই ভূমির অংশীদার ছিলেন তা সুস্পষ্ট হয়। আদালত তাঁর পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয় এবং দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়। এই ওহীতে অসাধারণ মহিমা অন্তঃর্নিহিত আছে তাই আমি এর অনুবাদ পড়ছি. তাযকেরা এবং হকীকাতুল ওহীতে এর উল্লেখ রয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমার মনে আছে কাশ্মীরের বারোমালায় নিযুক্ত ওভারসিয়ার সৈয়ৢদ নাসের শাহ্ সাহেবের ভাই সৈয়ৢদ ফযল শাহ্ সাহেব লাহোরী তখন আমার পা টিপছিলেন আর সময় ছিল দুপুর বেলা। দেয়ালের মামলা সংক্রান্ত ইলহাম নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। আমি সৈয়ৢদ সাহেবকে বললাম, এগুলো দেয়ালের মামলা সংক্রান্ত ইলহাম। এই ইলহামের ক্রমাগত নাযিলের ধারায় আপনি লিখতে থাকুন।

भिंटिसपी

তিনি কলম. দোয়াত এবং কাগজ নিয়ে আসেন। যা ঘটেছে তাহলো, প্রতিবার তন্দ্রাভাব এসে আল্লাহর ওহীর একটি বাক্য তাঁর রীতি অনুসারে মুখ থেকে নিঃসৃত হতো। একটি বাক্য সম্পূর্ণ হওয়া এবং লিপিবদ্ধ হওয়ার পর আবার তন্দ্রাভাব হতো এবং এরপর আল্লাহর ওহীর দ্বিতীয় বাক্য মুখ থেকে নিঃসূত হতো। এক পর্যায়ে পুরো ওহী নাযিল হয়ে তা সৈয়্যদ ফযল শাহ সাহেবের কলমে লিপিবদ্ধ হয়। আর বোঝা গেছে যে, তা সেই দেয়াল সম্পর্কে যা ইমাম দ্বীন দাঁড় করিয়েছে এবং যার মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল আর উপলব্ধি হয়েছে যে. অবশেষে এই মামলায় বিজয় লাভ হবে। আমি আমার জামা'তের একটি বিশাল শ্রেণীকে আল্লাহ তা'লার এই ওহী শুনিয়েছি। আর এর অর্থ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত করেছি এবং আল হাকাম পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছি। সবাইকে অবহিত করেছি, যদিও মামলা ভয়াবহ ছিল এবং পরিস্থিতি নৈরাশ্যকর মোড় নিচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যারফলে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে। ঐশী ওহীর বিষয়ের সারবস্ক এটিই ছিল।"

এই ওহী আরবীতে হয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ ওহী, এর অনুবাদ পড়ছি। অনুবাদ হলো, "চাক্কি ঘুরবে আর ঐশী তকুদীর নাযিল হবে অর্থাৎ মামলার পরিস্থিতি বদলে যাবে, যেভাবে চাক্কি যখন ঘুরে তখন চাক্কির যে অংশ সামনে থাকে তা ঘুর্ণনের কারণে চোখের আড়ালে চলে যায় আর যে অংশ চোখের আড়ালে থাকে তা সামনে এসে যায়। এটি খোদার কপা যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।" স্বয়ং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই অনুবাদ করেছেন। "যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, কেউ তা রদ করতে পারবে না। তুমি বল, আমার খোদার কসম! এ কথাই সত্য। এতে কোন পরিবর্তন আসবে না আর এ বিষয়টি প্রচ্ছন্নও থাকবে না। আর একটি কথা সামনে আসবে যা তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করবে। এটি সেই খোদা তা'লার ওহী যিনি সুউচ্চ আকাশের প্রভু। আমার প্রভু সেই সিরাতে মুস্তাকিম বা সরল-সোজা পথ পরিত্যাগ করেন না যা তাঁর মনোনীত বান্দাদের বেলায় তাঁর রীতি। তিনি তাঁর সেই বান্দাদের ভূলেন না যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। এই মামলায় তুমি প্রকাশ্য বিজয় লাভ করবে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ততক্ষণ বিলম্বিত হবে যতক্ষণ আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তুমি আমার সাথে রয়েছ আর আমি তোমার সাথে। তুমি বল! সকল বিষয় আমার আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। এরপর এই বিরোধীকে তার ভ্রম্ভতা, অহংকার আর গর্বের মাঝে ছেড়ে দাও। সেই সর্বশক্তিমান খোদা তোমার সাথে আছেন। তিনি গুপ্ত বিষয়াদি জানেন বরং যা অতি প্রচ্ছন্ন, যা মানুষের বোধ-বুদ্ধিরও উধ্বের্, তিনি তাও জানেন। সেই সর্বশক্তিমান খোদাই সত্যিকার উপাস্য. তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। মানুষের কারো ওপর এমনভাবে নির্ভর করা উচিত নয় যেন সে তার খোদা।

একমাত্র খোদা তা'লাই এই বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখেন। তিনি এমন সত্তা যিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, যিনি সবকিছু দেখছেন। আর সেই খোদা তাদের সাথে থাকেন যারা তাকুওয়া অবলম্বন করে আর তাঁকে ভয় করে আর যখন কোন সৎকাজ করে তখন পুণ্যের সকল সৃক্ষাতিসৃক্ষ অনুষঙ্গুলো অনুসরণ কতে, কেবল ভাসা ভাসা সৎকর্ম করে না আর ক্রটিপূর্ণভাবেও নয় বরং এর গভীরতম দিকগুলো অনুসরণ করে এবং খুব সুন্দরভাবে তা সমাধা করে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা তাঁর পছন্দনীয় পথের সেবক. তারা সে পথের পথিক এবং অন্যদেরকেও সেপথে পরিচালিত করে। আমরা আহমদকে, হুযুর (আ.) বলছেন, অর্থাৎ এই অধমকে তার জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি। জাতি তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেছে, তারা বলে, এ মিথ্যাবাদী, জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন অর্থাৎ এমন ধূর্ততার মাধ্যমে জাগতিক আয়-উপার্জন করতে চায়, তারা তাকে গ্রেফতার করানোর জন্য আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিয়েছে আর এক প্রবল বন্যা যা ওপর থেকে নিচের দিকে ধেয়ে আসে সেভাবে তার ওপর আক্রমন করছে কিন্তু তিনি বলেন, আমার প্রিয় আমার অতি নিকটে। সে অবশ্যই আমার নিকটে কিন্তু

বিরোধীদের দৃষ্টির অন্তরালে।"

অতএব বড় মহিমার সাথে এই ওহী পূর্ণ হয়েছে। বেশ কয়েক স্থানে তিনি এটি উল্লেখ করেছেন। হয়তো একাধিক বারও হয়ে থাকবে। অবশেষে গুপু বিষয় প্রকাশ পেয়েছে আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। যখনই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে সব বিরোধীর অলীক বাসনা তাদেরই বিরুদ্ধে বর্তেছে এবং তাদের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বৈঠকের উল্লেখ করতে গিয়ে হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন. আমাদের কানে এখনো সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যা সরাসরি আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি। তিনি (রা.) বলেন, আমি ছোট ছিলাম। মসীহু মাওউদ (আ.)-এর বৈঠক বা মজলিসে বসে থাকা এবং তাঁর কথা শোনাই ছিল আমার রীতি বা অভ্যাস। তিনি বলেন, আমরা এসব বৈঠকে এত মাসলা-মাসায়েল শুনেছি যে. তাঁর রচনাবলী যখন পঠিত হয় তখন এমন মনে হতো যেন সব কথা আমরা পূর্বেই **শুনেছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর** রীতি ছিল, দিনের বেলা যা কিছু লিখতেন সন্ধ্যাবেলা মজলিসে বা বৈঠকে এসে তা শোনাতেন। তাই তাঁর সব কথা আমাদের মুখস্থ আছে আর এর অর্থ আমরা খুব ভালোভাবে বঝি যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা ও তাঁর শিক্ষা-সম্মত।

সত্যিকার ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেন, একজন মাকে সন্তানের সেবার জন্য যদি শুধু যুক্তি প্রমাণ-প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হয় আর বলা হয়. যদি সেবা না কর তাহলে ঘরের ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে যাবে, এই হবে, সেই হবে; এসব যুক্তি-প্রমাণ এক মুহুর্তেও তরেও তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে একজন মা'কে তার সন্তানের সেবায় বাধ্য করা যায় না। তিনি সেবা করলে সেই ভালোবাসার চেতনা এবং অধীনেই করেন যা তার সহজাতভাবে বিরাজমান থাকে। এ কারণেই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলতেন, 'ঈমানুল আজায়েয' অৰ্থাৎ বৃদ্ধা মহিলার যেমন ঈমান হয়ে থাকে সে ধরনের ঈমানই মানুষকে হোঁচট থেকে রক্ষা করে নতুবা যারা বিভিন্ন অজুহাত এবং বাহানা খুঁজে তারা প্রতিটি পদক্ষেপে কাজ বন্ধ করে দেয় এবং বলে, অমুক নির্দেশ কেন দেয়া হলো, অমুক কাজ করতে কেন বলা হলো? এ ধরনের মানুষ প্রায়শঃ হোঁচট খায় এবং তাদের অল্প-স্বল্প ঈমান যা থাকে তাও লোপ পায়। কিন্তু পূর্ণ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি নিজের ঈমানের ভিত্তি রাখে পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ওপর। সে অন্যের যুক্তি প্রমাণ শুনলেও তাদের আপত্তির প্রভাব গ্রহণ করে না কেননা: এমন ব্যক্তি খোদা তা'লাকে স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা রাখে। এরপর তিনি মুন্সি আরোড় খান সাহেবের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, তার একটি চুটকি আমার মনে আছে। হুযুর বলছেন, পূর্বেও দু'একবার আমি হয়তো এটি শুনিয়েছি, পুনরায় বলছি। তিনি বলেন, মুন্সি আরোড়া খান সাহেব বলতেন, কিছু মানুষ আমাকে বলে, তুমি যদি একবার সানাউল্লাহ্ সাহেবের বক্তৃতা শোন তাহলে বুঝতে পারবে, মির্যা সাহেব সত্য কি মিথ্যা। তিনি বলেন, একবার আমি মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবের বক্তৃতা শুনি। এরপর মানুষ আমাকে জিজেস করতে আরম্ভ করে, এত যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও কি মির্যা সাহেবকে সত্য ভাবা যেতে পারে? তিনি বলেন. আমি বলেছি, আমি মির্যা সাহেবের চেহারা দেখেছি। তাঁর চেহারা দেখার পর যদি মৌলভী সানাউল্লাহ্ দু'বছরও আমার সামনে বক্তৃতা করে তবুও তার বক্তৃতা আমার ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না কেননা; আমি বলতে পারি না যে. তা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা। তার আপত্তির কোন উত্তর আমার মাথায় না আসলেও আমি একথাই বলবো যে, হযরত মির্যা সাহেব সত্য। বস্তুতঃ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান থাকা কামেল মু'মিনের জন্য আবশ্যক নয় কেননা তার ঈমান যুক্তির ভিত্তিতে নয় বরং পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে আর এভাবেই তিনি ঈমান

এনে থাকেন।

মুন্সি আরোড় খান সাহেবেরই আরেকটি ঘটনা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি সামনে আনা আবশ্যক যে, আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখার চেষ্টা করা উচিত আর এটি খোদার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার মাধ্যমেই সম্ভব। আর হ্যরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সতায় ঈমানও তখনই প্রকৃত ঈমান হবে যদি আমরা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এযুগে জগদ্বাসীর সংশোধনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছেন আর এটিই যুগের চাহিদা। যুগ দাবি করছিল, যুগ এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। এছাড়া অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা এই বিভ্রান্ত এবং পথহারা যুগ সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতএব আল্লাহ তা'লার সাথে যদি সম্পর্ক বন্ধন থাকে তাহলে কার্যনির্বাহক খোদার ভয়ও থাকে। তখন আর বহু নিদর্শন বা যুক্তি প্রমাণ দেখার প্রয়োজন হয় না বা মু'জিযা দাবি করার প্রয়োজন হয় না। যুগের চাহিদা এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত তাঁর সত্যতার প্রমাণ।

তাই আমাদের সর্বদা এটি সামনে রাখা উচিত আর এর বরাতেই নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন যুগের প্রয়োজনের এই চেতনা যেন অন্যদের মাঝেও জাগ্রত হয় এবং তারাও যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করতে পারে।

মুঙ্গি আরোড়ে খান সাহেবের আন্তরিকতার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের জামা'তে কিছু এমন নাম আছে যা শুনতে অদ্ভুত মনে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক সাহাবীর নাম ছিল আড়োরা খান। এই নামটিও অদ্ভুত মনে হয়। এই নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সে যুগের রীতি ছিল, এমন মানুষ যাদের সন্তান-সন্ততি সচরাচর মারা যেত তারা নিজ সন্তানকে আবর্জনার

স্তুপের ওপর টানাহেঁচড়া করতো এই আশায় যে, হয়তো এভাবে তার প্রাণ রক্ষা পাবে। এটি একটি কু-প্রথা ছিল অথবা মনে করা হতো, এমনটি হবে। এরপর তার নাম রাখা হতো আরোড়া। মুন্সি সাহেবের নামও তার পিতা-মাতা এভাবেই রেখেছেন কিন্তু তিনি খোদার দৃষ্টিতে আরোড়া ছিলেন না বা আবর্জনার স্তুপে থাকার মানুষ ছিলেন না। পিতা-মাতা তার এই নাম এজন্য রেখেছিলেন যে, আবর্জনার স্তুপে থেকে হয়তো এই বাচ্চা জীবিত থাকবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর চরণে এনে তাকে শুধু দৈহিক মৃত্যু থেকেই নয় বরং আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকেও রক্ষা করতে চেয়েছেন। পিতা-মাতা তাকে আবর্জনার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন কিন্তু খোদা তা'লা তার পবিত্র হৃদয় দেখেছেন এবং তাকে গ্রহণ করেছেন এবং তা তাকে ঈমানে ধন্য করেছে এবং তিনি হযরত মসীহু মাওউদ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সাহাবীতে পরিণত হয়েছেন. এরূপ নিষ্ঠাবান যে, খুব কম মানুষই এমন হয়ে

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এমন আন্তরিকতা ছাড়া মুক্তির আশা রাখা দুরাশা মাত্র। তিনি এমন মুখলেস আর নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও তার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার প্রশংসা করছেন। তারা স্বীয় আন্তরিকতার প্রমাণ এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তারা ভালোবাসা এবং প্রেমের এক তাবু-স্বরূপ বা মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, মরহুম মুন্সি সাহেব হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে মামলার শুনানি বিভাগে কাজ করতেন। মাসে একবার তিনি অবশ্যই কাদিয়ান আসতেন। যেহেতু একদিনের ছুটি যথেষ্ট হতো না তাই যতক্ষণ না সপ্তাহের আরো কিছুদিন পেতেন, তাই যেদিন তার কাদিয়ান আসার পালা হতো সেদিন তার উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা অফিসের কর্মচারীদের বলে দিতেন, আজ তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হওয়া উচিত কেননা; মুন্সি সাহেব কাদিয়ান যাবেন। তিনি যদি

কাদিয়ান যেতে না পারেন তাহলে তার হদয় থেকে এমন আহাজারি বা হা-হুতাশ নিৰ্গত হবে যে. আমি ধ্বংস হয়ে যাব। এইভাবে তাকে সবসময় যথাসময়ে কাজ থেকে ছুটি দেয়া হতো। সেই কর্মকর্তা যদিও হিন্দু ছিল কিন্তু মুন্সি সাহেবের পুণ্য, তাকুওয়া এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার তার ওপর এমন প্রভাব ছিল যে, সে নিজেই তাঁর কাদিয়ান যাওয়ার সময় করে দিত এবং বলতো. তিনি কাদিয়ান যেতে না পারলে তার হৃদয় থেকে এমন হা-হুতাশ বা আহাজারি নির্গত হবে যে. আমার জন্য রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই এসব পুণ্যবানের অ-আহমদীদের ওপরও প্রভাব ছিল যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র চেহারা দেখেছেন এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অগ্রগামী ছিলেন। আল্লাহ তা'লার সাথে তাদের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মানুষ খোদার সাথে যেমন ব্যবহার করে আল্লাহ তা'লাও তেমনই ব্যবহার করেন। অতএব মানুষ যেভাবে তাঁর জন্য হৃদয়কে বিগলিত করে আল্লাহ্ তা'লাও সেভাবেই তার সাথে ব্যবহার করেন। পৃথিবীর মানুষ তাদের মারে, গালি দেয়, চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু সে প্রত্যেকবার অবদমিত হওয়ার পর বলের ন্যায় ওপরে लांकिरः । उर्र । । यमन मू'मिनरक नकल প্রতিবন্ধকতা সত্তেও তিনি উন্নতি দিয়ে থাকেন। এটিই প্রকৃত জামা'ত হয়ে থাকে যা উন্নতি করে। তাই নিজেদের মাঝে এমন ঈমান সৃষ্টি করা উচিত। অতএব নিজেদের হৃদয়কে এমনই বানাও আর জামা'তের জন্য হৃদয়ে এমনই ভালোবাসা সৃষ্টি কর, তারপর দেখ! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তোমাদের উন্নতি দেন। যারা খোদার হয়ে যায় তাদের তো চাইতেও হয় না বা হাতও পাততে হয় না। অনেক সময় অভিমান করে বলেন, আমরা চাইব না কিন্তু আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাদের অভাব মোচন করেন বা চাহিদা পূরণ করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছেই আমি এই ঘটনা শুনেছি, একজন পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। একবার তিনি মারাত্মক সমস্যা কবলিত হন। কেউ তাকে বলে, আপনি দোয়া করেন না কেন। তিনি বলেন, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে দিতে না চান তাহলে আমার দোয়া করা তাঁর অবমাননা। তাঁর যেহেতু ইচ্ছা নেই তাই চাইব কেন। এই ছিল তার বিশেষ পদমর্যাদা। এমন পরিস্থিতিতে আমি এটিই চাইবো যে আমি যেন তা না পাই। আর তিনি যদি আমাকে দিতে চান তাহলে আমার হাত পাতা অধৈর্য প্রমান হবে। এর অর্থ এই নয় যে. তারা দোয়া করেন না বরং কোন কোন সময় উৎকর্ষ মু'মিনদের জীবনে এমন অবস্থা এসে থাকে, তারা বলেন. ঠিক আছে. আমরা হাত পাতবো না। দোয়া করার নির্দেশ আল্লাহ তা'লা নিজেই দিয়েছেন, তোমরা চাও, কিন্তু অনেক সময় অনেকেই এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে আল্লাহ্ তা'লার সাথেও অভিমান করে, তারা বলেন, খোদা নিজেই আমাদের চাহিদা পুরণ করবেন কিন্তু এই মর্যাদা এমনি এমনিতেই লাভ হয়ে যায় না। একথা ভেবো না যে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে না. বিগলিত চিত্তে নামায পড়বে না, সদকা-খয়রাত এবং চাঁদা দেওয়ার বেলায় ঔদাসিন্য প্রদর্শন করবে, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিবে তারপরও খোদার বিশেষ কৃপাভাজন হয়ে যাবে, এটি কখনও

হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার শুনিয়েছি, মরহুম কাজী আমীর হোসেন সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি কট্টর ওহাবী ছিলেন আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যিক শ্রদ্ধাবোধ সংক্রান্ত কিছু বিষয় তার অসহ্য ছিল। অনেক ওহাবী কটোর হয়ে থাকে, বাহ্যিক অনেক কথা-বার্তা, বাহ্যিক আচরণের অনেক কিছুই তাদের কাছে অসহ্য লাগে। হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে যখন হুযূর বাইরে আসতেন তখন মানুষ শ্রদ্ধাবশতঃ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন। কাজী সাহেব মরহুম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার ধারণা ছিল. এটি বৈধ নয় বরং এটি শির্ক আর এ সম্পর্কে সব সময় বিতর্কে লিপ্ত থাকতেন, আজকে আমাদের মাঝে যদি এমন বদভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে?

হ্যরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন। যখন আমার খিলাফতকাল আসে তখন একবার বাহিরে আসলে তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান (অর্থাৎ মুসলেহ মাওউদকে দেখতেই তিনি দাঁড়িয়ে যান)। আমি তাকে বললাম, কাজী সাহেব! এটি তো আপানার দষ্টিতে শিরক. তখন তিনি হেসে উঠে বলেন, আমারও একই ধারণা কিন্তু কি করবো, থাকা যায় না, মনের অজান্তেই দাঁড়িয়ে যাই। আমি বললাম, এটিই আপনার সকল আপত্তির উত্তর। কৃত্রিমভাবে যদি কেউ দভায়মান হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সেটি শির্ক কিন্তু আকল হয়ে যদি কেউ দাঁডিয়ে যায় তাহলে তা শিরক নয়।

হ্যরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ কথাই বলতেন, কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যাকে কৃত্রিমতা শির্কে পর্যবসিত করে, তাই একথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত। তিনি বলেন, এক ভাই-এর মৃত্যুতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজের অজান্তেই চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন এবং নিজের মুখে হাত মারেন। কেউ জিজ্ঞাস করে, এটি কি বৈধ? তখন তিনি (রা.) অনিয়ন্ত্রিতভাবে হয়ে গেছে, পরিকল্পিতভাবে এটি করিনি। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, কাজী সাহেবের এই কথা সব সময় আমার মনে থাকে যে, নিজের অজ্ঞাতে, অজান্তে বা অনিয়ন্ত্রণে এটি হয়ে গেছে। এটি নিজস্ব সাহাবীদেরই রীত আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় সবার নিজস্ব মর্যাদা ছিল।

আল্লাহ্র সাথে সুসম্পর্কের ফলে কেমন নিদর্শন প্রকাশ পায় এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, একবার খুব সম্ভব হারুন উর রশীদের যুগে এক পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। খুবসম্ভব তিনি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তার নাম ছিল মুসা রেযা। তার কারণে নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে এই অজুহাতে তাকে বন্দী করা হয়। একবার মাঝা রাতে এক সিপাহী কারাগারে মুক্তির

भिंटिसपी

বার্তা নিয়ে তার কাছে পৌছে। তিনি আশ্চর্য হন, এভাবে হঠাৎ করে আমার মুক্তির নির্দেশ কীভাবে আসতে পারে? তিনি বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজেস করেন, ব্যাপার কী, আমাকে আপনি এভাবে হঠাৎ করে মুক্তি দিলেন? বাদশাহ বলেন, কারণ হলো, আমি ঘুমাচ্ছিলাম, স্বপ্নে দেখি কেউ এসে আমাকে জাগ্ৰত করে। স্বপ্নেই চোখ খুলে যায়, জিজেস করি. আপনি কে? জানা গেল তিনি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। আমি নিবেদন করলাম. আমার জন্য কি নির্দেশ? তিনি (সা.) বলেন, হারুন উর রশীদ! ব্যাপার কী যে, তুমি তুমি আরামে নিদ্রাযাপন করছো আর আমাদের সন্তান কারারুদ্ধ হয়ে আছে। একথা শুনে আমি এমনভাবে প্রতাপান্বিত হই যে, তখনই তোমার মুক্তির নির্দেশ দেই। সেই বুযুর্গ বলেন, সেদিন কারাগারে আমিও ব্যাকুল এবং উৎকণ্ঠিত ছিলাম, পূর্বে কখনও আমার মুক্তির বাসনা জাগেনি; কিন্তু সেদিন মুক্তির ব্যাকুল বাসনা এবং একাগ্ৰতা জন্মে।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) পুনরায় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন অর্থাৎ মুন্সি আরোড়া খান সাহেবের বরাতে বলেন, তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রেমিকদের অন্তর্গত ছিলেন। তার অভ্যাস ছিল প্রত্যেক শুক্রবার বা রবিবার তিনি কাদিয়ান আসার চেষ্টা করতেন। যখনই তিনি ছুটি পেতেন এখানে চলে আসতেন (মাসে একবারের কথাতো পূর্বেই বলা হয়েছে)। তিনি যখনই আসতেন কিছু অর্থ সাশ্ররের উদ্দেশ্যে সফরের একটি অংশ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন, উদ্দেশ্য ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সকাশে তা উপহার হিসেবে পেশ করা। তার বেতন তখন খুব কমই ছিল. খুব সম্ভব ১৫/২০ রুপি আর তা দ্বারা তিনি শুধু জীবিকা নির্বাহই করতেন না বরং সফর খরচ ছাড়াও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চরনে উপহারও পেশ করতেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি সব সময় তাকে একই কোটই পরতে দেখেছি, সারা জীবন দ্বিতীয় কোন কোট তাকে গায়ে দিতে দেখি নি। তিনি লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় থাকতেন আর সাধারণ একটি জামা পরিধান করতেন। তিনি ধীরে ধীরে পয়সা জমা করার প্রবল বাসনা রাখতেন আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দরবারে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ উপহার হিসাবে তা পেশ করার মনমানসিকতা রাখতেন। আন্তরিকতার কারণে ধীরে ধীরে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে উন্নতি করেন আর এক পর্যায়ে তহশীলদার পদে উন্নীত হন।

এরপর তার প্রসিদ্ধ ঘটনা যা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর একদিন তিনি আসেন, আমাকে বাইরে ডাকেন আর অঝোরে ক্রন্দন আরম্ভ করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাপার কী? এরপর তিনি তিনটি বা চারটি স্বর্ণের আশরাফি বের করে দিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এগুলো দিতে চাইতাম কিন্তু তখন সেই সাধ্য ছিল না, এখন সাধ্য আছে কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আর পৃথিবীতে নেই। এরপর পুনরায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন. এই হলো প্রেম, সেই (মুন্সি সাহেবের) ঘটনার বরাতে বলেন, যদি এসব জাগতিক নিয়ামত সত্যিকার অর্থে নিয়ামত হয়ে থাকে আর সত্যিকার অর্থে যদি তা ভোগ করা সম্ভব হয়, তাহলে এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে মু'মিনের হৃদয় অবশ্যই ব্যাথা ভারাক্রান্ত হয় যে, এগুলো যদি সত্যিকার নিয়ামতই হয়ে থাকে তাহলে এই নিয়ামত লাভের সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি ঘটনা রয়েছে, যখন নরম আটার রুটি তাঁর হস্তগত হয় তখন তাঁর চোখে অশ্রু বন্যা বয়ে যায় কেননা মহানবী (সা.)-এর যুগে তা দুষ্পাপ্য ছিল, তখন তাঁরা যাঁতায় পেষা মোটা আটার রুটি খেতেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তার নিজের ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, (পূর্বে বলেছেন) এই সমস্ত নিয়ামত পাওয়ার

যোগ্য ছিলেন একমাত্র মুহাম্মদ রস্লুল্লাহ (সা.) আর তাঁর পর তাঁর প্রতিচ্ছবি এবং প্রতিচ্ছায়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এগুলো লাভের যোগ্য ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ছোট ছিলাম, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে আমার হৃদয়ে শিকারের আগ্রহ জন্যে। আমার কাছে একটি এয়ারগান ছিল, শিকার করে ঘরে নিয়ে আসতাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যেহেতু খাবার কম খেতেন আর তাঁকে মস্তিস্কের কাজ (অর্থাৎ মাথা খাটানোর কাজ) বেশি করতে হতো তাই আমি সব সময় শিকার এনে তাঁর সামনে উপস্থাপন করতাম কেননা; আমি তাঁর কাছে বা অন্য কোন চিকিৎসকের কাছে শুনেছিলাম, যারা মস্তিক্ষের কাজ করে তাদের জন্য শিকারের মাংস উপকারী হয়ে থাকে। সেই যুগে আমি কখনো নিজের জন্য শিকারের মাংস পাকিয়েছি বলে আমার মনে নেই, সব সময় শিকার করে হ্যরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তা দিয়ে দিতাম। কাজেই প্রেমাস্পদের প্রতি যখন মানুষের পূর্ণ ভালোবাসা থাকে, তখন সে হয়তো কোনকিছুতেই আরাম পায় না বা আরাম মনে করলেও মনে করে, এটি উপভোগ করার অধিকার প্রেমাস্পদের।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনী জ্ঞানের বড় বড় তত্তভান্ডার আমার সামনে উন্মোচিত করেছেন। আমার জীবনে বহুবার এমন হয়েছে যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোন গৃঢ় রহস্য আমার সামনে উন্মোচন করা হয়েছে তখন আমার হৃদয়ে প্রবল বাসনা জাগে, যদি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বা খলীফা আউয়াল (রা.)-এর যুগে এই গৃঢ় রহস্য আমার সামনে উন্মোচিত হতো তাহলে আমি তাঁদের সামনে তা উপস্থাপন করতাম এবং তাঁদের সম্ভুষ্টি অর্জন হতো। তিনি বলেন, আসল পদম্যাদা বা সম্মানিত ম্যাদা তো মসীহ মাওউদ (আ.)-এরই। খলীফা আউয়ালের কথা আমার মাথায় এজন্য আসলো, কারণ তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়িয়েছেন আর আমার প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি চাইতেন আমি যেন কুরআনর প্রতি প্রণিধান করি এবং এর অর্থ ও গুঢ় রহস্য শিখি ও প্রকাশ করি। হযরত

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, জাগতিক বিষয়াদি নয় বরং কোনকিছু যদি আমাদের প্রশান্তির কারণ হতে পারে তাহলে তা এই বিষয়গুলোই।

এই ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রেমিকের বা এমন লোকদের ঘটনা যারা কাদিয়ানে যেতেন আর সব সময় সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের বাসনা পোষণ করতেন, যেভাবে হযরত ফযল শাহ সাহেবের ঘটনা গুনিয়েছি। এছাড়া মুন্সি খান সাহেবের ঘটনাও শোনালাম। একদিকে সেসব মানুষ ছিলেন যারা হ্যরত মসীহু মাওউদ (আ.)-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন. কাদিয়ানে পৌছার চেষ্টায় রত থাকতেন। কাদিয়ান যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হতেন আর তাঁর খাতিরে বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করতেন। কিন্তু কোন কোন হতভাগা হয়ে থাকে যাদের জন্য কাদিয়ানের নেক এবং পবিত্র পরিবেশ সমস্যার কারণ হয়ে যেতো। পার্থিভ আনন্দ এবং ভোগ-বিলাসিতা তাদের মাথায় এতটাই ছেয়ে থাকতো যে. এই নেক পরিবেশ থেকে তারা পালানোর চেষ্টা করতো। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা লিখেন।

তিনি বলেন. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে একবার এক ব্যক্তি কাদিয়ান আসে এবং একদিন থাকার পর চলে যায়। যারা তাকে কাদিয়ান পাঠিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সে কাদিয়ান যাবে, সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কথা শুন্বে সেখানকার অবস্তা অবলোকন করবে আর তার ওপর আহমদীয়াতের কিছু প্রভাব পড়বে। কিন্তু একদিন অবস্থান করেই সে যখন ফিরে যায় তখন যারা তাকে পাঠিয়েছিল তারা তাকে জিজেস করে, এত তড়িঘড়ি তুমি ফিরে এলে কেন? সে বললো. তওবা কর. এটি কোন ভদ্রলোকদের অবস্থানের জায়গা নয়। তারা ভেবেছিল. হয়তো কারো আচার-ব্যবহারের ভালো প্রভাব পরেনি যে কারণে সে হোঁচট খেয়েছে। তারা জিজেস করলো, ব্যাপার কি, এত তড়িঘড়ি ফিরে আসলে কেন? মুসলেহু মাওউদ (রা.) বলেন, তখন কাদিয়ান এবং বাটালার মাঝে টমটম গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করত। সে বলে, আমি প্রভাতে কাদিয়ান পোঁছি। অতিথি শালায় আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আমার আতিথেয়তা করা হয়। আমি ভাবলাম সিন্ধু থেকে এসেছি, পথিমধ্যে কোথাও হক্কা পান করার সুযোগ হয়নি। এখন সানন্দে বসে হক্কা পান করবো আর আরাম করবো। এরপর হ্কার অপেক্ষায় ছিলাম, একজন এসে বললো, বড় মৌলভী সাহেব অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এখন হাদীসের দরস দিতে যাচ্ছেন, প্রথমে দরস শুনুন তারপর হ্কা পান করা যাবে।

আমি বললাম. চল. কাদিয়ান এসেছি যখন হাদীসের দরস শুনে আসি। হাদীসের দরস শুনে আসার পর এক ব্যক্তি বলে, খাবার প্রস্তুত, প্রথমে খাবার খান, আমি বললাম, ঠিক আছে খাবার শেষে আরাম করে হুক্কা পান করবো। খাবার খেয়ে মাত্র বসেছি. কেউ বলে, যোহরের আযান হয়ে গেছে. আমি ভাবলাম, কাদিয়ান যখন আসলামই চল নামাযও পড়ে নেই। যোহরের নামায শেষ করলাম, এরপর মির্যা সাহেব মসজিদে বসে পড়েন অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বসে পডেন আর কথা আরম্ভ হয়ে যায়। আমি বললাম, চল মির্যা সাহেবের কথাবার্তাও শুনে নেই যে, তিনি কি বলেন, এরপর গিয়ে হুক্কা পান করবো। হুক্কার কথা তখনও মাথা থেকে বের হয়নি। সেখান থেকে কথা শুনে আসলাম, প্রস্রাব-পায়খানা শেষে আরামের সাথে হুকা জালালাম. এখন সব কাজ শেষ হলো. এখন আরাম করে হুক্কা পান করবো। দু'বার হুক্কায় টান দিতেই কেউ বললো, আসরের আযান হয়ে গেছে, নামায পড়ে আস। তখন হুক্কা সেভাবেই রেখে আসরের নামাযের জন্য চলে গেলাম। আসর নামায পড়ার ভাবলাম, এখন সন্ধ্যা পর্যন্ত হুক্কার জন্য হয়তো অবসর পাবো। কেউ বললো, বড় মৌলভী সাহেব মসজিদে আকুসায় গিয়েছেন, সেখানে কুরআনের দরস হবে। আমি ভেবেছিলাম, সন্ধ্যা র্যন্ত হুক্কা পান করার সুযোগ হবে, যাহোক মনে মনে বললাম. আসলাম যখন তখন কুরুআনের দরসও শুনে নেই। বড মসজিদে গেলাম.

দরস শুনলাম, শুনে ফিরে এলাম।

এরই মাঝে মাগরিবের আযান হয়ে যায়. হুক্কা সেভাবেই পড়ে ছিল। এরপর মাগরিবের নামাযের জন্য চলে যাই। নামায শেষে পুনরায় মির্যা সাহেব বসে যান, আর বাধ্য হয়ে আমরাও বসে প্রভাম, ভাবলাম চল মির্যা সাহেবের কথা শুনে নেই। অবশেষে সেখান থেকে ফিরে এলাম, ভাবলাম, এবার হয়তো হুক্কা পান করার সুযোগ হবে। কিন্তু খাবার এসে যায় আর বলে. খাবার খেয়ে নাও তারপর হুক্কা পান করো। রাতের খাবারও খেলাম। ভাবলাম, এবার আরাম করে হুক্কা নিয়ে বসবো। এরপর এশার আযান হয়ে যায়. মানুষ বলে. ইশার নামায পড়ে নাও। যাহোক ইশার নামাযের জন্য চলে গেলাম. নামায পড়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম. এখন তো আর কোন কাজ বাকী নেই, এখন হুক্কা পান করার পুরো অবসর রয়েছে। কিন্তু হুক্কা জ্বালাতেই জানতে পারলাম, বাহির থেকে আগত অতিথিদের ইশার নামাযের পর বড় মৌলভী সাহেব কিছু ওয়ায নসীহত করে থাকেন। এরপর বড় মৌলভী সাহেব ওয়ায নসীহত আরম্ভ করেন, তিনি ওয়ায-নসীহত করছিলেন কিন্তু সফরের ক্লান্তি ও শ্রান্তির কারণে বসা অবস্থায়ই আমার ঘুম পায়। এরপর আমি জানতেই পারিনি, আমি কোথায় আর আমার হুক্কা কোথায়। সকালে উঠতেই বিছানা উঠিয়ে সেখান থেকে পালালাম যে, কাদিয়ানে ভদ্ৰ মানুষের থাকার যায়গা নয়।

অতএব এই হলো ভদ্র লোকদের অবস্থা আর এ কারণেই, অর্থাৎ যহেতু নেশায় অভ্যন্ত ছিল তাই ধর্মীয় জ্ঞান শেখা থেকে বঞ্চিত থাকে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহচর্য থেকেও বঞ্চিত থাকে। নেশাখোরদের জন্য এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে।

এখন পৃথিবীর বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এর জন্য বন্ধুদের অনেক বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। নাম সর্বস্থ ইসলামী রাজত্ব যা ইরাক এবং সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত, এর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র ফ্রান্সের হৃদয় বিদারক ঘটনার পর যে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার সিন্ধান্ত নিয়েছে আর বিমান হামলার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বরং হামলা আরম্ভ করেছে, যদি এসব সরকারের আক্রমণ করতেই হয় তাদের ওপর করা উচিত, যারা য়ুলুম করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব আক্রমন থেকে নিরীহ লোকদের এবং জনসাধারণকে রক্ষা করুন।

স্থানীয় অধিবাসীরা অর্থাৎ সিরিয়া ইত্যাদি দেশে অধিকাংশ মানুষ চাক্কি বা ঘানিতে পিষ্ট হচ্ছে. কোন দিকে তাদের জন্য রাস্তা খোলা নেই। প্রতিবেশী দেশগুলোও এই নৈরাজ্যের অবসানের ব্যাপারে আন্তরিক নয়। তাদের অর্থাৎ উচিত প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের সাহায্য করে এই নৈরাজ্যের অবসান করা কিন্তু একে বিদ্ধি পেতে দেয়া হয়েছে আর এই নৈরাজ্য এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও বলা হয়, কতিপয় প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্র এই নামসর্বস্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসায় রত, তাদের তেল ইত্যাদি ক্রয় করছে। রাশিয়া তুরস্ককে এর জন্য অভিযুক্ত করছে। যদিও তুরস্ক এটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পাল্টা অভিযোগ আরোপ করছে। যাহোক, কিছু না কিছু তো হচ্ছে, ব্যবসা যে চলছে একথা আমি বেশ কয়েক বছর ধরে বলে আসছি। এসব বিমান হামলায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের সাথে রাশিয়াও যুক্ত রয়েছে। পাশ্চাত্যের সাথে রাশিয়ার মতবিরোধ রয়েছে। রাশিয়া সিরিয়ার সরকারের অর্থাৎ বাশার আল্ আসাদের সরকারের পক্ষ নিচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এর বিরোধী কিন্তু এখন দায়েস বা আইসিস উভয়ের সম্মিলিত টার্গেট বা লক্ষ্য কিন্তু তা সত্ত্ৰেও আমি যেমনটি বলেছি. তাদের মাঝে মতভেদ বা মতবিরোধ রয়েছে। ভয়াবহ অবস্থায় চীন রাশিয়াকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করে। এদিকে সিরিয়ার সরকার বলে, ইউরোপের বিমান হামলা ততক্ষণ ফল বয়ে আনবে না যতক্ষণ আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে তা না করবে। এরপর রাশিয়ার যে জাহাজ তুরস্ক ভূপাতিত করেছে এরফলে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ এবং শক্রতা বৃদ্ধি পাচেছ বা শত্ৰুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একথাও শুনেছি যে. নামসর্বস্ব ইসলামী রাষ্ট্র আর একটি নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যে, যদি ইরাক এবং সিরিয়া ছাড়তে হয় তাহলে লিবিয়াতে আমরা ঘাঁটি স্থাপন করবো. সেখানেই রাজত প্রতিষ্ঠা করবো। এর ফলাফল কি প্রকাশ পাবে? এটি স্পষ্ট যে. এটিকে এরা নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে. এরপর বিমান হামলা হয়তো লিবিয়াতেই আরম্ভ হতে পারে। সেখানেও সাধারণ মানুষ মরবে। পাশ্চাত্য প্রথমে এসব সরকারকে সাহায্য দিয়ে থাকে এরপর তাদের বিরুদ্ধেই দভায়মান হয়। লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি রাষ্ট্রে সরকারের বিরুদ্ধে তারা দন্ডায়মান হয়ে সরকারের পতন ঘটিয়েছে, বা পতন ঘটানোর চেষ্টা করছে আর এসব কিছু দীর্ঘকাল অন্যায়ের কারণে হয়েছে অর্থাৎ এর ফলেই পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়িয়ে

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান দেশের বিভিন্ন সরকার স্ব-স্থ দেশে অন্যায় এবং অবিচার করছে। এক কথায় পরিস্থিতি এমন জটিল রূপ ধারণ করেছে, বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বরং ছোট পরিসরে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভও হয়ে গেছে। এখানকার অনেক বিশ্লেষকই এখন একথা স্বীকার করছেন এবং লিখছেনও, বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এ কথার দিকে গত কয়েক বছর ধরে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যদিও এখন এরা নিজেরাও এমন কথা বলা আরম্ভ করেছে। কিন্তু এখনও এটিই মনে হচ্ছে যে, ন্যায়ের ভিত্তিতে কার্যসাধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে না।

পরাশক্তিও আর মুসলমান রাষ্ট্রগুলোরও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হবে না। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে. নামধারী ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবাই সম্মিলিত ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাই একে যদি নির্মূল করা হয় বা করতে পারে তাহলে শান্তি ফিরে আসবে, কিন্তু কিছু কিছু পরিস্থিতি এদিকেও ইঙ্গিত করছে যে, এই নৈরাজ্যের সমাপ্তি ঘটলেও পরিস্থিতি কিন্তু স্বাভাবিক হবে না বরং এরপর পরাশক্তিগুলোর নিজেদের মাঝে টানাপোড়েন আরম্ভ হবে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াও অসম্ভব নয়। কেননা রাশিয়া এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের মনোমালিন্য বেড়েই চলেছে আর এর ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষই মারা যাবে। বিগত বিশ্বযুদ্ধগুলোতে আমরা এটিই দেখেছি, সাধারণ মানুষ এবং নিরীহ মানুষই মারা যায়. তাই অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। এছাড়া সাবধানতামূলক পদক্ষেপের প্রতি বিগত বছরগুলোতেও আমি জামা'তের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, আপনারাও এদিকে দৃষ্টি দিন। সংক্ষেপে কিছু কথার প্রতি আমি ইন্সিত করেছি, পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করছি, দোয়ার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার এবং জনসাধারণকে সুবুদ্ধি দিন, যাতে তারা পৃথিবীকে ধ্বংসের পানে নিয়েনা যায়।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

> বরাবর, ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১। e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

Mi2HV



হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা



হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী

(১০ম কিন্তি)

হে আমার জাতি! তোমরা চোখ থাকতে কেন অন্ধ সাজ আর জেনে-শুনে কেন অজ্ঞ হওয়ার ভান কর? যারা হাসি ঠাট্টা করত তাদের পরিণাম সম্পর্কে কি তোমরা অবগত নও? তোমরা বোলতার ন্যায় তাঁকে হুল ফোটাও যে স্বীয় আলোর আশীর্বাদে সূর্যের ন্যায় সর্বত্র ছেয়ে গেছে। পূর্ণ চন্দ্র তোমাদের চোখের সামনে, কিন্তু তোমরা একে ঘৃণা কর। পুণ্যবানরা সেই চাঁদের দিকে ভালোবাসার সাথে ছুটে গেল, কিন্তু তোমরা অন্যায় ও অত্যাচারের পথ বেছে নিলে। মানুষ (আগ্রহভরে) আসলো আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেলে। অনেক পরিহাসকারী এমনভাবে আমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছে যেন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ইলহাম করা হয়েছে। তারা এটি বারবার বলে বেড়িয়েছে আর মানুষের মাঝে তা প্রচার করেছে। কিন্তু বিষয় যখন উল্টো প্রমাণিত হলো. আর আল্লাহ তাদের হাসি-ঠাট্টার যথোচিত জবাব দিলেন; (পরিণতিতে) তারা ইলহাম প্রাপ্তির দাবির পর স্বল্প সময়ের ভেতর ধ্বংস হয়ে গেল। তারা তাদের পশুতুল্য অনুসারীদের জন্য অনুশোচনা ও লাঞ্ছনার শুকনো কিছু খড়কুটোই রেখে গেল।

উৎপীড়নকারী যখনই আমাকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তা'লা এর ফলশ্রুতিতে অবশ্যই আমার জন্য কতক নিদর্শন প্রকাশ করেন। আমি তাদের (উৎপীড়নকারী) ঘটনাবলী হাকীকাতুল ওহীতে বর্ণনা করেছি যেন তা সন্ধানী নর-নারীর দৃষ্টিশক্তি লাভের কারণ হয়। সাম্প্রতিক ঘটনা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে, যে যিলকদ মাসে মারা গেছে। তার নাম হলো সাদুল্লাহ্। আমাকে অভিসম্পাত করা ও গালি দেয়া ছিল তার প্রধান কাজ। তার গালি ক্রমশ বেড়েই চলছিল। আর তার গালি ও গালমন্দ যখন চরমে পৌঁছে যায় আর কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে যখন সে ছাড়িয়ে যায়, তখন আমার প্রভু স্বীয় তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার প্রতি তার মৃত্যু, লাঞ্ছনা ও নির্বংশ হওয়ার সংবাদ সম্বলিত ওহী করেন। তিনি বলেন,

إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

(সূরা আল্ কাওসার: 8)। আমার মর্যাদাবান প্রভু আমার প্রতি যে ওহী করেন তা আমি মানুষের মাঝে প্রচার করি। এরপর আল্লাহ্ আমার ইলহামের সত্যায়ন করেন। দয়ালু খোদার বান্দাদের এই শক্র এবং এই নৈরাজ্যবাদীর সাথে আল্লাহ্ কী ব্যবহার করেছেন আমি আমার লেখায় তা তুলে ধরার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমার জামা তের একজন উকিল আমাকে তা করতে বারণ করেন আর তা প্রচারের বিষয়ে আমাকে ভয় দেখান এবং বলেন, যদি আপনি তা করেন তাহলে সরকারের বিরাগভাজন হবেন। আইন আপনাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করবে। পরিত্রাণের কোনো উপায় থাকবে না আর উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে না।

وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যেভাবে সমস্যায় জর্জরিত থাকে ঠিক সেভাবে বিপদাপদ আপনার ওপর জুড়ে বসবে। শত চেষ্টা করলেও এর পরিণতি যে কী হবে তা সবার জানা; সরকার অপরাধীদের ছাডার পাত্র নয়। সাবধান লোকদের ন্যায় এই ওহী গোপন রাখার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আমি বললাম, ইলহামকে সম্মান করা আমি সমীচীন মনে করি; আমার মতে তা গোপন করা পাপ আর এটি ছোটলোকের বৈশিষ্ট্য। স্ৰষ্টা না চাইলে কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারে না আর তিনি থাকতে আমি সরকারের ভয়-ভীতির তোয়াক্কা করি না। আমরা আমাদের প্রভূকে ডাকি, যিনি কৃপারাজির উৎসস্থল। যদি তিনি উত্তর না দেন তাহলে আমরা কষ্টদায়ক জীবন নিয়েই সম্ভুষ্ট থাকব। আর আল্লাহ্র কসম! তিনি এই দুস্কৃতকারীকে আমার ওপর প্রভুত্ন করতে দেবেন না। তিনি তার ওপর বিপদ নিপতিত করবেন আর তাঁর আশ্রয় প্রত্যাশী বান্দাকে পরিত্রাণ দেবেন। আমার এই কথা ধর্মীয় জ্ঞানে હ মাহত্য্যের অধিকারী নিষ্ঠাবানদের এক শিরোমণি শুনেন; অর্থাৎ আমাদের প্রিয় মৌলভী হাকীম নূর উদ্দীনের কথা বলছি। আমার কথা শুনতেই তাঁর মুখ থেকে এই হাদীস-

رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ

নিঃসৃত হয়, [কতক বাহ্যত অগোছালো লোক দেখবে যাদের চেহারাও মলিন (তাযকিরা) অনুবাদক]। আমার ও তাঁর কথায় হৃদয় স্বস্তি পায়। তারা সতর্ককারীকে জ্রান্ত এবং তার ভয়কে অমূলক আখ্যায়িত করেন। এরপর আমি সাদুল্লাহ্র মৃত্যু কামনা করে সর্বজ্ঞানী খোদার কাছে তার বিরুদ্ধে তিন দিন দোয়া করি। তখন আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী করেন,

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّه

অর্থাৎ, কতক বাহ্যত অগোছালো লোক দেখবে যাদের চেহারাও মলিন কিন্তু আল্লাহ্র নামে শপথ করে যখন তারা কিছু বলেন তিনি তা পূর্ণ করেন (তাযকিরা) অনুবাদক] অর্থাৎ, তিনি তোমাকে তার দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লাহ্র কসম! এই দোয়ার পর মাত্র কয়েকটি রাতই হয়তো কেটে থাকবে, আমার কাছে তার মৃত্যুর সংবাদ আসে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, কেননা, তিনি শক্রুকে চাবুক মেরেছেন।

হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের খাওয়ানোর জন্য খাদ্যভর্তি খাপ্তা নিয়ে এসেছি; কেউ তা গ্রহণ করে ধ্বংসাত্মক ক্ষুধা থেকে নিরাপদ থাকতে চায় কি? এই খাদ্য যার সয় না সে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দুর্ভাগা বলা হয়। যে তা খাবে তার জন্য এতে মহা পুরস্কার রয়েছে আর এরপর রয়েছে অশেষ কৃপাবারি। আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে তোমাদের বোঝা লাঘব এবং তোমাদের শিকল ও বেড়ী অপসারণ করতে চান এবং মরু-ভূমি থেকে তোমাদের নিয়ামত ও কল্যাণময় ভূমিতে নিয়ে যেতে চান। তোমাদের সেই সকল অন্ধকাররাশি থেকে মুক্তি দিতে চান যার সাথে বইছে প্রবল ঝঞ্জা বায়ু। তোমাদের আলোকোজ্জল প্রাসাদে পৌছাতে চান. আর তোমাদের পাপ ও মিথ্যা থেকে মুক্তি দিতে চান যেন তোমরা সে ব্যক্তির ন্যায় হতে পার যে গ্রহণীয় হজ্জ করে ঘরে ফিরে । কিন্তু তোমরা নিজেদের দেহকে পাপে কলুষিত করা আর প্রেমাস্পদ থেকে স্থায়ীভাবে দূরে থাকা নিয়েই সম্ভুষ্ট। আমি তোমাদের সামনে জীবন সুধা উপস্থাপন করেছি কিন্তু তোমরা মৃত্যুর পেয়ালাকে প্রাধান্য দিয়েছ। আমি তোমাদের আদি গৃহের (খানা কা'বা) দিকে আহ্বান করেছি কিন্তু তোমরা প্রতিমার প্রতি ধাবিত হয়েছ। তোমরা আমাদের গালি দাও আর আমরা তোমাদের জন্য গভীর কন্ট ও উৎকণ্ঠায় ভুগছি, আর নিদারুণ মর্মযাতনার মাঝে তোমাদের জন্য এমনভাবে দোয়া করছি যেন আমরা অন্ধকারের নামায অর্থাৎ, ইশার নামায পড়ছি। সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে, তিনি যা চান তাই করেন। সবকিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরই হাতে। এই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আর কতদিন? এমন দিন অবশ্যই আসবে যখন এই পাথর গলবে।

হে মানব মন্ডলী! সাধারণের কথার প্রতি কর্ণপাত করো না, কেননা তারা শান্তি ও নিরাপত্তার পথকে অবজ্ঞা করেছে। যদি তোমরা আশ্চর্য হও তাহলে তাদের এই কথার তুলনায় বেশি আশ্চর্যের বিষয় আর কি হবে যে, ঈসা সশরীরে আকাশে জীবিত? অথচ তিনি মৃতদের দলে যোগ দিয়েছেন আর তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তারা বলে, তিনি শেষযুগে মৃতদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন, আর কোনো দেশে অবতরণ করে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। এরপর সেখান থেকে চলে যাবেন আর স্থায়ীভাবে মৃতদের সাথে মিলিত হবেন। এ হলো তাদের বিশ্বাসের সারাংশ আর তাদের উদ্ভট বিশ্বাসের মর্মকথা। সুতরাং আমরা তাদের এমন প্রলাপ শুনে কেবল আশ্চর্যই হই। আমি বুঝি না, কামনা-বাসনা তাদের এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে নাকি তাদের ওপর উম্মাদনা ছেয়ে গেছে। তাদের কি হয়েছে. যে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা এবং কুরুআন পাঠ করা সত্তেও আজ পর্যন্ত তারা সত্য পথের সন্ধান পায় নি?

সুতরাং, আমি জানিনা এটি কেমন উন্মাদনা! অথচ এরপর শত শত বছর কেটে গেছে! আল্লাহ্র কসম! তাদের কুরআন বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসী হঠকারিতা আমাকে বিস্মিত করে। তাদের কাছে সকল প্রকার বি'দাত ও অবিশ্বাসের দৌরাত্য্যের যুগে একজন ন্যায়বিচারক সত্য ও প্রজ্ঞাসহ শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছেন; কিন্তু আমি আশ্চর্য হই, তারা কেন তাকে অস্বীকার করল? যুগ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর তিনি যুগকে ডাকছেন। খোদার কসম! আমিই মসীহ্

মাওউদ। আমার প্রভু আমাকে স্পষ্টত প্রাধান্য দান করেছেন। আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যদি পর্দা অপসারণও করা হয় তাহলেও আমার বিশ্বাসে কিছু যোগ হবে না অর্থাৎ পূর্ব হতেই আমি বিশ্বাসে সমৃদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে অবাধ্য আর যুগকে তমশাচ্ছন্ন রাতের ন্যায় দেখতে পেয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তারা তওবা করতে পারে। (কিন্তু হায়)! আমরা কীভাবে তাদের হিতোপদেশ দিতে পারি? কেননা তারা এমন এক জাতি যারা শুনতে চায় না এবং এরা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত। তারা ঐশী দস্তরখান ও সুস্বাদু রুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে যে কারণে খাদ্যভর্তী পাত্র সেখানেই পড়ে আছে।

তারা দুনিয়ার ভোগবিলাসকে প্রাধান্য দিয়েছে. এর জন্য তাদের জিহ্বায় পানি আসে বরং তারা ঠোঁট চাটে। আমার সত্যতার ন্যুনতম প্রমাণ হলো, আমি শাস্তির যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করি তা পূর্ণতা লাভ করবে। সুতরাং, তাদের কি হয়েছে যে, তারা অপেক্ষা করে না? তারা বলে, ঈসা (আ.) জীবিত; এর কারণ হলো তারা সত্যিকার অর্থে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান রাখে না। হযরত ঈসার মৃত্যুর কথা তারা ঘোরতরভাবে অস্বীকার করে আর তাঁর জীবিত সম্পর্কে থাকা হঠকারিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করে আর এই ধারণা নিয়েই তারা মরবে। যদি কুরুআনে বিশ্বাস কর আর অবিশ্বাসী না হতে চাও তাহলে তুমি এমন কথা থেকে বিরত থাক আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহর কথাকে অবজ্ঞা করেছে এবং ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করে নি। তারা বলে তাঁর জীবিত থাকা সম্পর্কে মুসলমানদের ইজমা (সর্বসম্মত মত) রয়েছে; মোটেই নয়, তারা মিথ্যা বলে। ইজমা (মতৈক্য) কীভাবে হতে পারে? কেননা এদের মধ্যেই ভিন্নমতাবলম্বী মুতাযেলিরাও রয়েছে। যখন তাদের বলা হয়. তোমরা কি তোমাদের প্রভুর উক্তি-

فَلَمَّا تَوَفَّيتَني

সম্পর্কে চিন্তা কর না? বা তোমরা কি এতে ঈমান রাখ না? তারা যে উত্তর দেয় তা খোদার আয়াতে প্রক্ষেপণের নামান্তর। এ ছাড়া তারা বলে যে এইটি অর্থ স্বশরীরে আত্মার রা'ফা বা উর্ধ্বারোহন। দেখ, তারা কীভাবে সত্যপথ ছেড়ে দিছে! তাদের জানা আছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ঈসার উন্মতের ভ্রন্ততা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে, এহলো সেই উক্তি যার ভিত্তিতে তিনি তাঁর সামনে উত্তর দেবেন। এমন কথাই তোমরা কুরআনে পড়ে থাক।

আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের অবস্থা, তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা দেখে যারপরনাই বিস্মিত। তারা কি জানে না, আত্মা কবয হওয়া ও কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া কোনো মানুষের জন্য (স্বশরীরে) পুনরুত্থানদিবসে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়? তাদের কি হয়েছে য়ে, তারা চিন্তা পর্যন্ত করে না? সাহাবারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে (মহানবী) মাটিতে কবরস্থ করেছেন এবং আজও মদিনায় তাঁর কবর বিদ্যমান। অতএব, ঈসা মারা যান নি এমন কথা বলা শিষ্টাচার বহির্ভূত বিষয়, আর এটি অনেক বড় শির্ক যা পুণ্যকে সমূলে বিনাশ করে, অধিকম্ভ এটি কাড্জ্ঞান বিবর্জিত ধারণা।

সত্যকথা হলো তাঁকে তাঁর ভাইদের ন্যায় মৃত্যু দেয়া হয়েছে আর সমসাময়িক লোকদের ন্যায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর জীবিত থাকার বিশ্বাস খ্রিস্টানদের মধ্য হতে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। কেবল এই বিশেষত্বের কারণেই তারা তাঁকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করেছে, আর এরপর খ্রিস্টানরা টাকা খরচ করে একে সকল শহর ও গ্রামবাসীর মাঝে প্রচার করেছে, কেননা তাদের মাঝে কোনো চিন্তাশীল ও চক্ষুত্মান লোক ছিল না। অতীতের মুসলমানদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, এটি ছিল তাদের ভ্রান্তি বা তারা হোঁচট খেয়েছে। তারা খোদার দৃষ্টিতে অপারগ, যারা না জেনে ভুল করেছে, তারা কেবল প্রকৃতিগত সরলতার কারণে ও অভিজ্ঞতার অভাবে এমন ভুল করেছেন।

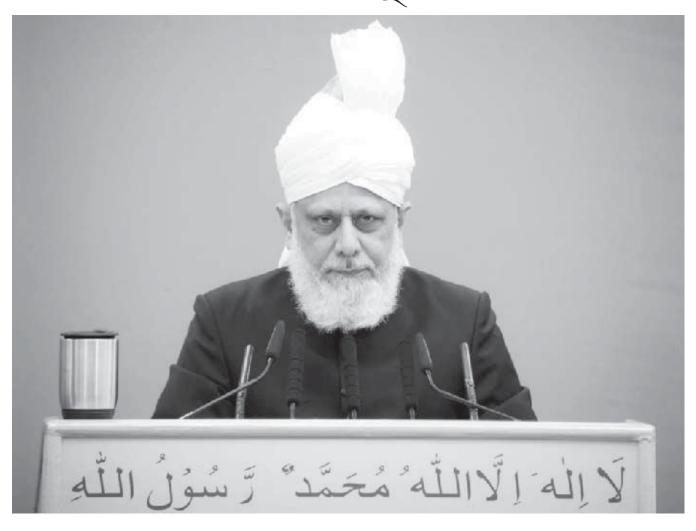
তা'লা প্রত্যেক মুজতাহেদকে (ব্যাখ্যাকারী) মার্জনা করে থাকেন, যে পবিত্র চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা করে, আর অসদুপায় অবলম্বন না করে সাধ্যানুসারে গবেষণার দায়িত্ব পালন করে (তা সত্ত্বেও ভুল হয়ে যায়)। কেবল তারা ব্যাতিরেকে যাদের কাছে ন্যায়বিচারক ইমাম স্পষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন, আর ভ্রষ্টতা হিদায়াতকে পৃথক দেখিয়েছেন এবং অপ্রকাশ্য বিষয়কে প্রকাশ করেছেন কিন্তু তা সত্তেও তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নি; এরাই সত্যের পথ পর্যন্ত পৌছুতে পারে নি। বরং যে সত্যের পথ অবলম্বন করে তাকে তারা বাধা দেয়। তারা তাঁর বিরোধিতা করেছে শত্রুদের ন্যায় শত্রুতা নৈরাজ্যবাদিতার মাঝেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি করেই তারা আনন্দিত আর আগত দিনকে ভুলে গেছে। এরা কি তা ভূলে গেছে. যে সম্পর্কে আল্লাহ সতর্ক করেছেন। তকদীর বা সিদ্ধান্ত যখন প্রকাশ পাবে, তারা তাদের ধরাশায়ী হওয়ার স্থানকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি যা-যা করেছে, তা তিনি দেখেছেন। যে সুস্থ মন নিয়ে আসবে, সে প্রজ্জালিত অগ্নি থেকে মুক্তি পাবে। অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী পাপাচারীর যতটুকু সম্পর্ক আছে, তার অবতরণস্থল হলো অগ্নি, সে সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না। আমাদের সকাল-সন্ধ্যা এ অপেক্ষায় কাটে। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত তকদীর বা সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকি। নিশ্চয় আল্লাহর আযাব বা শাস্তি তোমাদের দ্বারের কড়া নেড়েছে আর তোমাদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে; তবুও কি তোমরা দেখ না?

(চলবে)

ভাষান্তর: মওলানা ফিরোজ আলম মুরববী সিলসিলাহ

जुमुजास युज्या

क्नापमार उ जामीयपूर्व जामान अकर



লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭শে নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُأَنُ لِآلِكُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُأَتَ مُحْمَةً مَّا عَبُدُةُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيم، بِسُواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُم ﴿ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الرَّعْمِنِ الرَّحِيمُ ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ اِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِسُ ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهُمْ فِي غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِّينَ ﴿

সেখানকার প্রথম মসজিদ উদ্বোধনের কাজের সফল সমাপ্তির জন্য আপনাকে কীভাবে পেলেন।

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা জন্য। বাহ্যিক অবস্থার নিরিখে সেখানে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এখনো চিন্তা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার মসজিদ নির্মাণ খুবই কঠিন কাজ ছিল। করলে আমি আশ্চর্য হই, আর আমার (আই.) বলেন, বন্ধুদের জানা আছে যে, আমাদের জাপানী উকিল আমার সাথে ভাবতেও অবাক লাগে যে, এই এলাকায় সম্প্রতি আমি জাপান গিয়েছিলাম সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, মসজিদের মসজিদ নির্মাণের অনুমতি আপনারা

1912 191

তিনি বলেন, আপনাদের জন্য আমি কেইস লড়ছিলাম ঠিকই কিন্তু সফলতার আশা আমার খব একটা ছিল না। সে কারণে একবার আমি জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে বলে দেই, এখন মাথা থেকে এই চিন্তা বের করে দেয়াই সমীচীন হবে। কিন্তু জামা'তের সদস্যদের আস্থাও অদ্ভূত ধরণের, তারা বলেন, তুমি চেষ্টা অব্যাহত রাখ. এই জায়গা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমাদের হস্তগত হবে আর মসজিদও এখানেই নির্মিত হবে। তিনি বলেন, আজ এই মসজিদ আমার জন্য অবশ্যই একটি আশ্চর্যজনক বিষয় আর একটি নিদর্শনও বটে। যাহোক এটি খোদা তা'লার অপার কুপা যা প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি জামা'তের ওপর বর্ষণ করেন এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন। প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহ তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন. সেই সময় যখন আসে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্ৰহে সেই কাজ হয়ে যায়। খোদা তা'লা মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করেছেন তাই সকল প্রতিবন্ধকতা সত্তেও তিনি আমাদের মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন আর এ দেশে ইসলামের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কেবল একটি কেন্দ্র বা মসজিদ সারা দেশে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না কিন্তু একথাও নিশ্চিত যে এরই সাথে জাপানে ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রসারেরও ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আমি কতক মানুষের অভিব্যক্তি তুলে ধরবো যা থেকে বোঝা যায় যে জাপানীরা জামা'তে আহমদীয়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত সঠিক ইসলামী শিক্ষাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। আর এমনটিই হওয়ার ছিল কেননা; মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতেই এমনটি হওয়া অবধারিত ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইসলাম বা ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রচারের জন্য উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছেন আর এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছেন অনুরূপভাবে জাপান সম্পর্কেও বলেছেন, জাপানীদের জন্য একটি পৃস্তিকা লেখা উচিত আর কোন

বাগ্মী জাপানীকে এক হাজার রুপি দিয়ে তা অনুবাদ করিয়ে এর দশ হাজার কপি বা অনুলিপি ছাপিয়ে জাপানে ছড়িয়ে দেয়া উচিত।

তিনি (আ.) এও বলেছেন, জাপানের নেক সভাবের মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, আজ কুরআনের অনুবাদ সহ সহস্র সহস্র সংখ্যায় জামা'তের পক্ষ থেকে জাপানীদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় জামা'তের সাহিত্য বা বই-পুস্তক প্রণীত হচ্ছে। এখন এই মসজিদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য এমন এমন দ্বার উন্মোচন করেছেন যে, কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌছে যাচ্ছে।

যেমনটি আমি বলেছি, কতক মানুষের অভিব্যক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মতামত বদলে গেছে। পূর্বে এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যা এখন সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। তারা বলে এবং সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে, মসজিদের উদ্বোধন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি আর ইসলাম-সংক্রোন্ত আমাদের বিভিন্ন ভুল ধারণা দুরীভৃত হয়েছে।

অতএব হযরত মসীহু মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছিলেন "ইসলামকে যদি পরিচিত করতে হয় তাহলে মসজিদ নির্মাণ কর, এতে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে"। আজ আমরা সর্বত্র এ কথা বড় মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করতে দেখি, আর জাপানেও তাই হয়েছে। মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মানুষের মাঝে কীরূপ পরিবর্তন এসেছে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। জুমুআর দিন জাপানী অতিথিবন্দ মসজিদে এসেছিলেন। যখন ফলক উন্মোচোন করা হচ্ছিল তখনো কিছু অতিথি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এরপর তারা মসজিদের ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করেন আর খুতবাও শুনেন। তারা আমাদের নামায পড়তেও দেখেছেন। প্রায় ৪৯ বা ৫০ এর কাছাকাছি জাপানী অতিথি এ সময় উপস্থিত ছিলেন যাদের মাঝে

সিন্তো ইজমের মান্যকারী, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান নেত্রীবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় সাংসদ, প্রফেসর এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ছিলেন। এই অংশগ্রহণকারীদের মতামত বা অভিব্যক্তি এখন আমি তা তলে ধরছি:

এক ব্যক্তির নাম হলো, ওসামু সাহেব।
তিনি চার্চ অফ জেসাস ক্রাইস্ট এর
ডাইরেক্টর অফ পাবলিক এ্যাফেরার্স। তিনি
বলেন, আমরা আশা করি এই মসজিদ
জাপানী এবং ইসলামের মাঝে এক সেতু
বন্ধনের ভূমিকা পালন করবে।

আর একজন পাদ্রী বা প্রিস্ট যার নাম হলো, তাইজুন সাতু। তিনি বলেন, বৌদ্ধ হিসেবে মসজিদে এসে খুব ভালো লেগেছে। আমাদের ধারণা ছিল, অমুসলমান ও বৌদ্ধ হিসেবে মসজিদে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমাদেরকে শুধু আন্তরিকভাবে স্বাগতই জানানো হয় নি বরং নামায ও খুতবায় অংশগ্রহণ করে আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি আর ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মতামত বদলে গেছে।

এছাড়া স্থানীয় সংসদের একজন সাংসদ বলেন, আমরা আমাদের এলাকায় মসজিদ নির্মাণকে সাধুবাদ জানাই। আমরা আশা করি, জামা'তে আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই মসজিদ মানবপ্রেমী এবং মানব সেবায় বিশ্বাসী মানুষের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে।

এরপর রয়েছেন ইশিনোমাকি শহরের সাংসদ, যিনি এক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এই মসজিদ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই আকর্ষণীয় মসজিদের ওপর দৃষ্টি পড়তেই আমার সফরের পুরো ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, জাপানের ভূমিকস্পের সময় আহমদীয়া জামা'ত মানবসেবা করে যেই সুনাম অর্জন করেছে, আমি আশা করি এই মসজিদ সেই সুনামকে উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি করবে।

আইচি এডুকেশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর যার নাম বেসাকি হিরোকো সাহেব, তিনি বলেন, জাপানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদ নির্মাণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীতে ইসলামের চিত্তাকর্ষক চেহারা প্রদর্শনের জন্য আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা

<u>जिंग्ट्रिस</u>पी

গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, এই মসজিদের কল্যাণে জামা'ত এখানে সমধিক পরিচিত হবে এবং পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি এবং নিরাপত্তার বিস্তার ঘটবে। সেখানে (জাপানে) আমাদের খুব ছোট একটি জামা'ত রয়েছে অর্থাৎ, জাপানের জামা'ত খুবই ছোট একটি জামা'ত। এই অনুষ্ঠানে প্রায় সমসংখ্যক মানুষ বাহির থেকে এসেছিল। খুবই সুন্দর জনসমাগম হয় জমুআর দিন।

প্রায় বারোটি দেশ থেকে মানুষ সেখানে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, আমেরিকা, কানাডা, জার্মানী, ইংল্যান্ড থেকেও কিছু মানুষ সেখানে গিয়েছিলো। সুইজারল্যান্ড, ভারত, ইউএই এবং কঙ্গো কিনশাসা থেকেও অতিথিরা এসেছিলেন। আল্লাহ তা'লার জামা'ত তাদের সবার আতিথেয়তার দায়িতুও পালন করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় মসজিদের প্রেক্ষাপটে মসজিদেরই আঙ্গিনায় একটি অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০৯ জন জাপানী অতিথি এবং আরো ৮জন বিদেশী অ-আহমদী অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

এসব অতিথির মাঝে এএমএ সিটি
ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশনের
প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক সংসদের দু'জন
সাংসদ, তিনজন সিটি পার্লামেন্টের সাংসদ,
ডাইরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল টুরিজম,
সোটো মন্দিরের রেজিডেন্ড প্রিস্ট,
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, প্রেসিডেন্ট আইচি
এডুকেশন ইউনিভার্সিটি, ডাক্ডার, শিক্ষক,
উকিল এবং জীবনের অন্যান্য শ্রেণী ও
পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এই
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

একজন বৌদ্ধ পুরোহিত বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের শুভাগমন খুবই শুভ সময়ে হয়েছে, যখন আমরা প্যারিসের সন্ত্রাসী ঘটনার পর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মাঝে সময় অতিবাহিত করছিলাম। তিনি বলেন, তিনি যত সুন্দর এবং সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন আর ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেছেন এর ফলে আমাদের এই উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি যা ইসলাম সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ

করছিল তা দূর হয়ে গেছে। জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের আগমন এবং মসজিদের নির্মাণ আমাদের উৎকণ্ঠা ও দুঃশ্চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেছে।

একজন উকিল হলেন ইতো হিরোসী সাহেব। তিনি বিভিন্ন সময় আমাদের আইনি সহায়তা দিয়েছেন। তিনি বলেন আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন এটি। এই উকিলের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের প্রতিটি কথা সত্যভিত্তিক। তিনি শান্তি এবং কোমলতার সাথে নসীহত করার পাশাপাশি ন্যায়বিচার আর সুবিচারের প্রসার এবং প্রচারের কথাও বলেছেন যা খুবই উত্তম এবং এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পরিবার বৌদ্ধ পুরোহিতের পরিবার আর মন্দিরই আমার নিবাস। ইসলামে আমার সুগভীর আগ্রহ ছিল কিন্তু কখনো কোন মুসলমানের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় নি। বই-পুস্তকে যা পাওয়া সম্ভব ছিল পড়েছি কিন্তু তা সত্তেও আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং আহমদীয়া জামা'তের ইমামের কথা শুনে ইসলামের সত্যিকার চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আজ একটি নতুন অধ্যায় আমার সামনে উন্যোচিত হয়েছে।

এক মহিলা ইউকি সাঙ্গিসাকি সাহেবা বলেন, এই ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই শহরে এত সুন্দর মসজিদ নির্মিত হওয়া আমাদের জন্য অনেক আনন্দের কারণ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী, বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছি। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর আমার বোধোদয় হয়েছে যে ইসলাম সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান খুবই স্কল্প, যে কারণে আমরা ভুল বোঝাবুঝির শিকার। জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা এ যুগের চাহিদা সম্মত। এ বক্তৃতা থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আমরা জাপানী মানুষ, ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি একটা জানি না বরং ইসলাম সম্পর্কে আমরা ভীত-ত্রস্ত; কিন্তু আজকের বক্তৃতার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, ইসলাম কী? তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে এটিও স্পষ্ট হলো যে. ইসলাম সম্পর্কে শুধু বই-পুন্তক পাঠ করলে বা ইতিহাস পড়েই এর প্রকৃত চেহারা দেখা সম্ভব নয়। এরা অনেক বই পড়ে, কিন্তু সেসব বই পড়ে যা পাশ্চাত্যের ধর্ম যাজকরা লিখেছে। এজন্য এর মতো আরো অনুষ্ঠান আয়োজন করা উচিত। মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর আমি মনে করি এমন সুযোগ আরো আসবে। আজ আহমদীয়া জামা'তের ইমাম এবং তাঁর জামা'তের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। আমি তাদের চেহারায় পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি দেখতে পেয়েছি এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় সুগভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা অনুভব করেছি।

আরেকজন জাপানী বন্ধু রয়েছেন যার নাম হলো, তোয়া সাকুরাই। তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং আহমদীয়া জামা'তের ইমামের কথা শুনে পৃথিবীর শান্তি সম্পর্কে ভাবার সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ দেয়ার জন্য আমি অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞ। আহমদীয়া জামা'তের ইমাম কেবল শান্তি সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন, পৃথিবীকে আশঙ্কা সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। আহমদীয়া জামা'তের খলীফা আমাদের সেসব আশঙ্কাও দূর করেছেন মুসলমানরা গোটা পৃথিবীকে করতলগত করতে চায়। আমি বারবার একথাই বলবো যে. শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে তাদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা উচিত। এখন আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং ইসলামকে বোঝার চেষ্টা

অনুরূপভাবে একজন স্কুল শিক্ষক জাপানী
বন্ধু বলেন, জামা'তের সদস্যরা সবসময়
কঠিন সময়ে আমাদের সাহায্য করেছে।
অনেক বক্তা সেখানে বলেছেন, বিভিন্ন
ভূমিকম্প এবং সুনামির সময় আহমদীয়া
জামা'ত সাহায্য করেছে, তিনি তা শুনেছেন
এবং বলেন, এসব কথা পূর্বে আমার জানা
ছিল না। তিনি বলেন, আমি পার্শ্ববর্তী
একটি স্কুলের শিক্ষক আর এখন অর্থাৎ
আজকের পর আমি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের
একথা বলতে পারবো যে, এদের পক্ষ
থেকে ভয়ের কোন আশদ্ধা নেই, কোন
ভূমিক নেই কেননা আহমদীয়া জামা'তের

<u>जिंदुस</u>्प

ইমাম এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকদের সাথে সাক্ষাতের চমৎকার সুযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের খলীফা খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। তাঁর কথা খুব সহজেই বোধগম্য ছিল।

এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আরেক বন্ধু বলেন, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতা শোনার পর আমি বুঝতে পেরেছি, আমাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার অসাধারণ প্রয়োজন রয়েছে। জাপান একটি দ্বীপ, এখানকার মানুষ বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অনবহিতও। এ কারণেই ইসলাম সম্পর্কে সন্ত্রাসের যে ধারণা আছে সেই বলয়ের বাইরে আসার তারা চেষ্টা করে না। আমি আশা করি, আহমদীয়া জামা'তের ইমামের আগমন এবং এই মসজিদ নির্মাণ এই ধারণা পরিবর্তনে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

আরেকজন জাপানী বন্ধুর নাম হলো, ওনোকেন সাহেব। তিনি বলেন, আমি মসজিদের পাশেই বসবাস করি। মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত। আগামীতেও আমি ইসলাম সম্পর্কে সমধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এ মসজিদে আসতে চাই।

আরেকজন জাপানী বন্ধ বলেন, আমি এমন অনুষ্ঠানে পূর্বে কখনো অংশগ্রহণ করিনি। আজকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং আহমদীয়া জামা'তের খলীফার বক্তা শুনে এই প্রথমবার জানতে পেরেছি. মসজিদের উদ্দেশ্যাবলী की-की। একজন জাপানী অর্থোপেডিক সার্জন রয়েছেন যার সাথে আমারও সাক্ষাত হয়েছে। তিনি বলেন, জাপানের সাথে আহমদীদের সুগভীর সম্পর্ক আছে। গত তিন বছর থেকে মানব সেবামূলক কাজের জন্য হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে তিনি কাজ করছেন। যদিও তিনি আহমদী নন তবুও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম যে ইসলাম উপস্থাপন করেছেন তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন সিন্তোর অনুসারী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা

অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ থাকা উচিত নয়।

আরেকজন জাপানী বন্ধু রয়েছেন যার নাম মিতসুয়ো ইশিকাওয়া সাহেব। তিনি বলেন, ইসলামের অর্থ হলো, শান্তি এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা। আহমদীয়া জামা'তের ইমামের এই কথা আমার হৃদয়ের গভীরে আসন গেঁডেছে।

একজন ছাত্র যিনি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অধীনে ব্রাজিল থেকে জাপানে এসেছেন. তিনি বলেন. এটি খুবই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল। ব্রাজিলে আমি কখনো মুসলমানদের এমন কোন অনুষ্ঠান দেখি নি। আজ খলীফাতুল মসীহর কথা শুনে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতা শুনে আমি একান্ত আবেগাপ্লত হয়ে পিড। তাঁর কথা যে হৃদয়কে পরিবর্তনকারী এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম বলেন, সন্ত্রাসীরা ঘণ্য কাজ করে কিন্তু ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অতীব মহান। এটি থেকে বোঝা যায়. প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে যা বলে তা বাস্তব চিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

একজন জাপানী মহিলা মিসেস সুজুকী সাহেবা বলেন, আমার ধারণা হলো, আজকের এই দিন আমার জীবনের মোড পরিবর্তনকারী দিন ছিল। আহমদীয়া ইমাম জামা'তের ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। আমার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, তিনি অর্থাৎ খলীফা বলেছেন, এটি তরবারীর জিহাদের যুগ নয় বরং প্রেম এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে জিহাদ করার যুগ। তিনি আরো বলেন. আমার ওপর আহমদীয়া জামা'তের খলীফার কথার সুগভীর প্রভাব পড়েছে। বরং আমি বলবো, সবার এখানে এসে এই মসজিদ দেখা উচিত। আর আহমদীদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে শেখা উচিত।

একজন জাপানী ভদ্রমহিলা হাইয়াশী সাহেবা বলেন, পূর্বেও আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে জাপানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলাম কিন্তু তখনকার সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পরও আমার মাথায় কিছু প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়। কিন্তু আজ জামা'তের খলীফা তাঁর বক্তব্যে আমার এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। এখন আমার হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রকার আশন্ধা বা ভীতি অবশিষ্ট নেই। আজ আমি এটিও বুঝেছি, ইসলাম পৃথিবীর জন্য আশন্ধা নয় বরং তা আমাদের স্বাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

আরেকজন জাপানী ভদুমহিলা যিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার বক্তৃতা শোনার পূর্বে অফিসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তিনি তার অনেক ছাত্রী-ছাত্র নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ১৫/১৬ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এবং ৪/৫ জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ সাক্ষাতে এবং পরে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে আমার সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। আমি এখানে আমার কয়েকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে নিয়ে এসেছি। তারা পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-ত্রস্ত ছিল কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতা শুনে এবং তাঁর সাথে কথা বলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। বরং এই বক্তৃতা শুনে তারা যারপরনাই আশ্চর্য হয় আর মসজিদে তারা নিজেদের নিরাপদ জ্ঞান করে, অথচ পূর্বে তাদের আশঙ্কা ছিল। তিনি বলেন, আমি চাই জাপানী এবং আহমদীদের মাঝে এই সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হোক। তার সাথে এক জাপানী ছাত্রও এসেছিলো। সে বলে, এই বক্তৃতা একটি শান্তির বার্তা ছিল। আমি মনে করি. এই মসজিদের মাধ্যমে মুসলমান এবং অন্যান্য লোকদের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তা ঘুচে যাবে এবং জাপানে ইসলামের প্রসার লাভ করা আরম্ভ হবে।

আল্লাহ্র তা'লার কৃপায় প্রচার মাধ্যমের সুবাদে মসজিদের উদ্বোধন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং ব্যাপক পরিসরে ইসলামের বাণী জাপানীদের কাছে পৌছে। প্রচার মাধ্যম আমার চারটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। এগুলোর মাঝে তিনটি মসজিদে আরেকটি টোকিওতে হয়েছে।

মধ্য জাপানের প্রসিদ্ধ একটি টিভি চ্যানেল হলো, চোকিয়ো টিভি যার দর্শক সংখ্যা এক কোটির অধিক। এই সাক্ষাৎকার, মসজিদ উদ্বোধন এবং নামাযে জুমুআর ধারণকৃত দৃশ্যাবলী সহ জুমুআর দিন ২০শে নভেম্বর তারা খবর পরিবেশন করেছে।

এরপর সানা নিউজ এজেন্সি সাংবাদিক সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এরা বিদেশী প্রচার মাধ্যমকেও সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। তারাও বলেছে যে পরেও এটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে।

পত্রিকার একটি অনুরূপভাবে চুকাইনিপ্পো। প্রতিনিধিও তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। একজন খ্রিষ্টান পাদ্রীর সাথে সম্মিলিতভাবে এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এটি জাপানের একমাত্র ধর্মীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইন্টারনেট সংস্করণসহ এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা তিন লক্ষাধিক। এই সাক্ষাৎকার এই সপ্তাহে ছাপার কথা ছিল, হয়তো হয়েও থাকবে। অনুরূপভাবে টোকিওতে একজন সাংবাদিক একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তিনিও বলেছেন, আমি এই সপ্তাহে তা ছাপবো। এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বা পাঠক সংখ্যাও আশি লক্ষাধিক।

এই মসজিদ উদ্বোধনের সময় পাঁচটি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা এসেছিলেন।

চোকিয়ো টিভি যার কথা এখনই আমি বললাম. তারা যে শিরোনাম ছেপেছে তাহলো. আজ জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। আর জুমুআর দিন ৬/৭ মিনিট পর্যন্ত এ সংক্রান্ত সংবাদ তারা প্রচার করেছে। তাদের দর্শক সংখ্যা এক কোটি বিশ লক্ষাধিক। তারা সংবাদে একথাও বলে যে. লভন থেকে আগত আহমদীয়া জামা'তের ইমাম বলেন সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর ইসলামের সাথে সম্পর্ক নেই । অধিকন্তু তাদের কর্ম-কান্ডকে অ-ইসলামী আখ্যা দিয়ে বলেন মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান হলেও সেটি সবার জন্য শান্তির নীড়। আহমদীয়া জামা'তের ইমাম প্যারিসে সন্ত্রাসী-হামলার তীব নিন্দা জানান। এছাডা এই চ্যানেল আমার সাক্ষাৎকারও নিয়েছিল এবং এই সাক্ষাৎকারের কিছু নির্বাচিত

অংশও তারা প্রচার করেছে।

আরেকটি টেলিভিশন চ্যানেলের নাম হলো, তোকাই টিভি। এর পাঠক সংখ্যা এক কোটি বরং সোয়া কোটির অধিক। এই চ্যানেল একদিনে পাঁচবার এই সংবাদ প্রচার করেছে যে, শুশিমা শহরে জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। প্যারিসের সন্ত্রাসী হামলার পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম তাদের কেন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে এখানে অনুষ্ঠানের জন্য আসেন। উদ্বোধনের সময় আমি যে খুতবা দিচ্ছিলাম তাও তারা দেখিয়েছে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ধারণকৃত বিভিন্ন দশ্যও প্রচার করেছে।

অনুরূপভাবে আরেকটি টিভি চ্যানেল হলো, টিবিএস। এটিও সেখানে খুবই প্রসিদ্ধ। এর দর্শক-শ্রোতার সংখ্যাও এক কোটির উর্ধের্ব। এটি যে সংবাদ প্রচার করে তাহলো, প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে আর আজ জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই মসজিদ একটি জামা'ত নির্মাণ করেছে আর তাদের খলীফা প্যারিসে ঘটে যাওয়া হামলাকে অ-ইসলামিক অমানবিক আখ্যা এবং দিয়েছেন। সংবাদে মসজিদের ধারণকৃত দৃশ্য এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবিও দেখানো হয়েছে। এই সংবাদও দিনে তিনবার প্রচারিত হয়েছে।

টিভি আইচি'র দর্শক সংখ্যাও এক কোটির উর্ধের্ব। এটি এই সংবাদ প্রচার করেছে যে, প্যারিসের হামলার পর যখন ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা আবার বন্ধমূল হতে আরম্ভ করে. তখনই শুশিমাতে একটি মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। এই মসজিদ আহমদীয়া জামা'ত নির্মাণ করেছে। এটি জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। আর আহমদীয়া জামা'তের ইমাম প্যারিসের হামলাকে অ-ইসলামিক আখ্যা দিয়ে এই মসজিদ এমন সব আক্রমনকারীকে ধিক্কার জানায়, এই মসজিদ শান্তি এবং নিরাপত্তার কারণ হবে। যার ইচ্ছা মসজিদে আসতে পারে। এই সংবাদ চলাকালে মসজিদের বিভিন্ন ধারণকৃত দৃশ্য, অন্যান্য বন্ধুর অভিব্যক্তি এবং খুতবা জুমুআর দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। দুপুর এবং সন্ধ্যার সংবাদেও এই খবর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এরপর রয়েছে নাগোয়া টিভি যাদের দর্শক সংখ্যাও কোটির উর্দ্ধের্ব বরং সোয়া কোটির উর্দ্ধের্ব হবে। তাদের প্রচারিত সংবাদ হলো, শুশিমায় জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ উদ্বোধন হয়েছে। সেখানে উপস্থিত লোকদের কথা হলো, যেখানে তারা এ কারণে আনন্দিত যে, এখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে সেখানে প্যারিসে অনর্থক রক্ত ঝরানো বেদনায় তারা দুঃখভারাক্রান্তও। এ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর শান্তির জন্য দোয়া করা হয়েছে। এই খবর প্রচারকালে মসজিদের ধারণকৃত দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। এই টিভি চ্যানেলে এই মসজিদ দ'বার দেখানো হয়েছে।

পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লার কপায় ব্যাপকভাবে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। একটি পত্রিকার নাম হলো, দৈনিক ইয়োমারি। এর প্রচার সংখ্যা হলো, এক কোটি বারো লক্ষ। পৃথিবীতে যেসব পত্রিকা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় এটি সেগুলোর অন্যতম। এই পত্রিকা যেভাবে শিরোনাম দিয়েছে তাহলো, "ইসলামের প্রকৃত চেহারা নবনির্মিত মসজিদে"। আবার লিখেছে. সেখানে প্যারিসের ঘটনায় নিহত লোকদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। আরো লিখেছে, জাপানে দুই শতাধিক সদস্য-বিশিষ্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ২০শে নভেম্বর জুমুআর দিন জাপানের শুশিমা শহরে নিজেদের নব নির্মিত মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুমুআর নামাযে প্যারিসে নিহতদের জন্য দোয়া করেছে। এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষ উপস্থিত ছিল যাদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক হবে। জুমুআর খুতবায় আহমদীয়া জামা'তের বিশ্ব-ইমাম প্যারিসের ঘটনাকে মানবতার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য অপরাধ আখ্যায়িত করে কট্টর-পন্থী সংগঠনগুলোকে চরম ধিক্কার জানান। জামা'তের সদস্যদের নসীহত করতে গিয়ে তিনি এই বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, জাপানী মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার দায়িত্ব যেন তারা পালন করে। এই সংবাদ ইন্টারনেটেও অন্য পাঁচটি ওয়েব সাইট দিয়েছে। ইয়াহু জাপান, বিগ গ্লোব জাপান,

এমএসএন জাপান এবং গো নিউজ, এর অন্তর্ভুক্ত। এসব ওয়েবে সাইটের দর্শক সংখ্যা দেড কোটির অধিক।

একটি পত্রিকার নাম হলো, দৈনিক এর প্রচার সংখ্যা আশি লক্ষাধিক। তারা এই সংবাদ ছেপেছে যে. আমাদের বিশ্বাস হলো, পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতি। এটি আরো লিখেছে, আহমদীয়া জামা'ত জাপানের মসজিদ তথা তালীম ও তরবীয়ত কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুশিমা শহরে সমাপ্ত হয়েছে। এই মসজিদ চারটি মিনার এবং একটি গম্বজে সজ্জিত। এটি জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এতে পাঁচশত মুসল্লী একসাথে নামায পড়তে পারে। দিতীয় তলায় বিভিন্ন অফিস এবং অতিথিশালা রয়েছে। এই মসজিদ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য দরজা খোলা রাখবে। এটি আরো লিখেছে, এটি সেই ধর্মীয় জামা'ত যাদের মৌলিক শিক্ষা, পূর্ণ শান্তি এবং নিরাপত্তা-ভিত্তিক। তারা আরো লিখেছে, এই জামা'ত স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজে অগ্রগামী। কুবে, নিগাতা এবং উত্তর-পূর্ব জাপানের ভূমিকম্পের সময়. এছাড়া এ বছর যে বন্যা হয়েছে সেই বন্যার সময়ও এই জামা'ত সর্বপ্রথম নিজেদের সার্ভিস বা সেবার হাত বাডিয়ে দিয়েছে। এই সংবাদ বিভিন্ন ওয়েবসাইট নিয়েছে যার দর্শক সংখ্যা পঁচাত্তর লক্ষাধিক

অনুরূপভাবে জিজি প্রেস নিউজ এজেন্সি রয়েছে যারা জাপানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেল ও সাময়ীকিকে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এর মোট সংখ্যা হলো ৭৫। প্রায় পয়ষট্টি লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে সংবাদ পৌছে। এটি যে শিরোনাম ছেপেছে তাহলো "জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। স্থানীয় আহমদীদের দোয়া হলো. তারা শান্তি চায়"। এরা আরো লিখে. ক্রমোনুয়নশীল ইসলামিক সংগঠন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্র ও মসজিদ উদ্বোধনের কাজ শুশিমা শহরে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জামা'তের ভ্যাষ্য অনুসারে এই মসজিদে পাঁচশত মুসল্লী নামায আদায় করতে পারে। এদিক থেকে এটি জাপানের সবচেয়ে বড

মসজিদ। ইংল্যান্ড থেকে আগত নিখিলবিশ্ব জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম প্যারিসে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "এটি চরম অন্যায় এবং অমানবিক একটি কাজ যা খোদার অসম্ভুষ্টির কারণ"। তিনি আরো বলেন, "ইসলামের উন্নতির জন্য তরবারী নয় বরং আমাদের অভ্যন্তরীণ পাপ-পদ্ধিলতা দূরীভূত করা প্রয়োজন"। জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম কঠোরভাবে ধর্মীয় উগ্রতার সমালোচনা করেন। এটি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে আর তাদের পাঠক সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ।

অনুরূপভাবে মাইনিচি শিনবান নামে একটি পত্রিকা আছে, তারা লিখে, জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। মুসলমানদের একটি সংগঠন বিশ্ব জামা'তে আহমদীয়ার নেতা মির্যা মসরুর আহমদ ২০শে নভেম্বর এখানে আইচি প্রদেশের শুশিমা শহরে জাপানের সবচেয়ে বড় মসজিদ উদ্বোধন করেন। এটি আরো লিখে, তিনি সন্ত্রাস এবং ধর্মীয় উগ্রতার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, শক্তিবলে বা বাহুবলে ইসলাম প্রচারের দৃষ্টিভঙ্গী একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি বলেন, মানুষের প্রাণহানী এবং তাদেরকে যে কট্ট দেয়া হচ্ছে তা-ই খোদা তা'লার অসম্বন্ধীর কারণ।

যাহোক এসব টিভি চ্যানেল এবং পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে এই মসজিদ উদ্বোধনের সময় যে সংবাদ ছেপেছে তার মাধ্যমে মোটের ওপর ৫ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌছেছে। অতএব এহলো খোদা তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনের দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত যা মসজিদের মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকার বাণী প্রচারের কল্যাণে আমাদের সামনে এসেছে। অপর দিকে মোল্লারাও নিজেদের রাগ এবং ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করছে।

এ সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তাদের তো রাগ এবং ক্রোধ প্রকাশ করারই কথা। বিশেষ করে জাপানের প্রেক্ষাপটেও তিনি এ কথা বলেছেন। তাই মোল্লাদের রাগ এবং ক্রোধ প্রকাশ পাওয়ারই কথা ছিল। যেমন একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)

বলেন, আমার এতটা বিশ্বাস আছে, "যদি ইসলাম সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কোন পুস্তিকা জাপানে প্রচারিত হয় তাহলে এরা অর্থাৎ মোল্লারা আমার বিরোধিতার জন্য জাপানেও পৌঁছে যাবে। কিন্তু তাই হয় যা আল্লাহ তা'লা চান"।

২০১৩ সনে যখন আমি জাপান সফর করি. তখনও পাকিস্তানের এক মৌলভী জাপান পৌছে এবং বলে, আমার পিতার মিশন বা উদ্দেশ্য ছিল আহমদীরা যেখানেই যাক. সাগরপারে গিয়েও কাদিয়ানীরা তবলীগ করে আমরা গিয়ে তাদের তবলীগকে বাধাগ্রস্ত করবো। ২০১৩ সনে এ মৌলভী জাপানে গিয়ে বলেছিল বা বক্তৃতা করেছিল যে. এরা অর্থাৎ আহমদীরা নিজেদের বিশ্বাস এবং প্রচারে এতটা আন্তরিক যে. তারা এর জন্য নিজেদের প্রাণ-সম্পদ, সময় সবকিছু উৎসর্গ করে। আবার আমার সম্পর্কে বলে, তার (৭ অক্টোবরের) সফর এবং জামাতি কার্যক্রমের জন্য আমি প্রত্যেক বছর জাপানে আসবো আর আমার পিতার খতমে নবুওয়তের মিশনকে পরিপূর্ণতা দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। এ হলো এদের অপচেষ্টা। আল্লাহ তা'লা তাদের দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুড়ে মারুন। আজকাল ওয়েবসাইটে যে খবর প্রচারিত হচ্ছে তা এ বছরের জং পত্রিকার নয় বরং ২০১৩ সনের সফরের পর বলেছিল। সে বলে. আমরা জাপান সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করবো, আহমদীয়া জামা'ত যেহেতু মুসলমান সংগঠন নয় তাই এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা উচিত। এ হলো তাদের কাণ্ডজ্ঞান!

এই ছিল নাগোয়াতে মসজিদ উদ্বোধনের বৃত্তান্ত। টোকিওতেও একটি অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে একটি অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে ৬৩জন জাপানী অতিথি অংশগ্রহণ করেন। এতে বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি নীহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও বটে। প্রসিদ্ধ কবি, বিজনেস এ্যাডভাইজার, মিস্টার মার্টিনও ছিলেন। জাপানের দ্বিতীয় বড় পত্রিকা আসাই-এর প্রধান রিপোর্টারও ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদের এক কন্যা যিনি নিজেও রাজনীতিবিদ, গাড়ী প্রস্তুতকারী একটি

<u> जिंदिस</u>ण

কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এবং জীবনের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে।

নীহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, মি. ওড়ানো তাতসুনো সাহেব বলেন, আমি ভাবছিলাম, ইনি আমাদের আর কিই-বা বলবেন, কিন্তু ২০ মিনিটের মধ্যে তিনি অতীত ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী অতি উত্তমরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি সত্য এবং উদ্ধৃতিমূলে কথা বলেছেন, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন আর ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সম্পর্কে সাবধান থাকার বিষয়েও সতর্ক করেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ইসলামী শিক্ষাও উপস্থাপন করেছেন। তিনি আমার এ বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, এ বক্তৃতা যাতে সবকিছু বর্ণিত হয়েছে, ইংরেজী এবং জাপানী ভাষায় পুরো জাপানে প্রচার করা উচিত।

এরপর আসাহী পত্রিকার প্রধান রিপোর্টার বলেন, যদি জামা'তে আহমদীয়া জাপান, স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে আমাদের সামনে না আসতো, তাহলে আমরা ইসলামের এই আকর্ষণীয় চেহারা দেখা হতে বঞ্চিত থেকে যেতাম।

এরপর এক বন্ধু ইয়োকু সাহেব বলেন, আহমদীয়া জামা'তের খলীফার বক্তৃতা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমাদেরকে সেসব কথা জানিয়েছে যা সম্পর্কে আমরা কখনো ভাবিও নি। আমরা এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সেই সব আশঙ্কার কথা ভাবতেও পারতাম না যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধ কীরূপ ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে আনে আর পারমানবিক আক্রমণ কত বিভীষিকাময় হয়ে থাকে তা আমরা আজ

একজন বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমায় পারমানবিক বোমাহাম্লার পর জামা'তের ইমামের পক্ষ নিন্দা জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য একটি অসাধারণ বিষয়। এর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামা'তের প্রচেষ্টার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যার কিছু অংশ আমি সেখানে উদ্ধৃত করেছিলাম। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেছিলেন,

কোন সরকার আমাদের এই ঘোষণা পছন্দ করুক বা না করুক, পৃথিবীর সামনে এই ঘোষণা করা আমাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক দায়িত্ব যে, জাপানে যেভাবে পারমানবিক বোমা হাম্লা করা হয়েছে আমরা এ ধরণের রক্তপাতকে বৈধ মনে করি না । এটি সেই সময় খলীফা সানী (রা.)-এর ঘোষণা ছিল ।

আরেকটি বৌদ্ধ ফির্কার প্রধান পুরোহিত বলেন, আমি একজন বৌদ্ধ কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের ইমামের কথা শুনে আমাদের চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। তিনি সাক্ষাতের পর নামাযও পডেন আর সেখানে হলে বসেছিলেন। এই পুরো সময় তিনি অশ্রুসক্তি ছিলেন। ২০১৩ সনেও তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা যেন আপনার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন. আমি তো খোদাতেই বিশ্বাস করি না. দোয়া কি করবো? কিন্তু আজ একই বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর সেখানে আমাদের সাথে রীতিমত নামাযও পড়েন আর অশ্রুসক্ত নয়নে সেখানে বসেও থাকেন।

এক জাপানী বন্ধু বলেন, আজকে আমি এটি শিখলাম, যারা ইসলামকে আইএসের সাথে সম্পৃক্ত করে তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। আজ জামা'তের খলীফা আমাদেরকে শান্তির বার্তা দিয়েছেন। আজকের যুগে পৃথিবী শান্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে আর আমি জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের কথার সাথে একমত যে আমাদের মাঝে পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যে আজ বোমা বর্ষণ ও বিমান হামলার কথা বলছি এগুলো সব ভিত্তিহীন এবং নিরীহ মানুষদের হত্যার কারণ হচ্ছে।

আরেকজন জাপানী মহিলা হারা সাহেবা বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল, ইসলাম অত্যন্ত ভয়ানক একটি ধর্ম, কিন্তু আজ জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলাম সবচেয়ে বেশি শান্তিপ্রিয় ধর্ম আর এটি আমার জন্য সত্যিই আশ্চর্যজনক একটি বিষয়। জামা'তের খলীফা যখন জাপানে পারমানবিক হামলার সত্তর বছর পূর্তির কথা বললেন, তা থেকে বুঝা যাচ্ছিল, তিনি বৈশ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আর মানুষের জন্য খলীফার সহানুভূতি এবং ভালোবাসা সত্যিই প্রশংসনীয়

আরেকজন জাপানী বন্ধু বলেন, আজকের অনুষ্ঠান থেকে এটিই প্রমাণ হয়ে গেল, ইসলাম আহমদীয়াত অসাধারণ শান্তিপ্রিয় এক ধর্ম। অধিকাংশ জাপানী মানুষ মনে করে, ইসলাম একটি ঘৃণ্য ধর্ম কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনাদের খলীফা শান্তির এক মূর্ত প্রতীক। খলীফা বলেন, "আজ থেকে সন্তর বছর পূর্বে যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছিল সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়"। তিনি যাই বলেছেন সত্য বলেছেন এবং বাস্তব কথা বলেছেন।

আরেকজন জাপানী বন্ধু নিজের আবেগঅনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেছেন, আজ
জামা'তের খলীফার বক্তৃতা শুনে আমি
বুঝতে পেরেছি, আইসিস এবং প্রকৃত
মুসলমানদের মাঝে কতটা পার্থক্য
বিদ্যমান। আমার হৃদয়ে যে আশঙ্কা এবং
দুঃশিন্তা ছিল সব দূর হয়ে গেছে, তিনি যা
বলেছেন, ষোলআনা সত্য কথা বলেছেন,
আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর
হচ্ছি। খলীফা আমাদের দায়িত্বের প্রতিও
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে,
এই যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের
সর্বাতাক চেষ্টা করা উচিত।

আরেকজন মহিলা বলেন, অনেকেই ইসলামকে অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে কিন্তু আজ আমি জানতে পেরেছি, ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেন, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা শান্তির প্রবক্তা। তিনি বলেন, আমার বয়স খুব বেশি নয়, সে কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে খুব একটা জানি না, কিন্তু জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম আমাদের জাতির প্রতি যে সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন এজন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই।

আরেকজন জাপানী বন্ধু বলেন, আজ জামা'তের খলীফার বক্তৃতাতে আমাদের সবার জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাণী ছিল আর তাহলো, এ যুগে যেসব অস্ত্র-শস্ত্র এবং বোমা রয়েছে, তা অতীতের যুগের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ ও ধ্বংসাতাক।

<u>जिंदुस</u>्प

খলীফা বলেন. এই সময় পরস্পরকে উত্তেজিত করা নয় বরং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সময়। এটি ঐক্য সৃষ্টির সময়। খলীফা বিশেষ করে আমাদের অর্থাৎ জাপানীদের দৃষ্টি আমাদের দায়িত্বের প্রতি আকর্ষণ করেছেন, কেননা আমরা জানি, যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ কাকে বলে। খলীফা বলেন, জাপানীদের উচিত নিজেদের ইতিহাস সামনে রেখে সর্বপ্রকার নৈরাজ্যের অবসানের জন্য সোচ্চার হওয়া। অনুরূপভাবে আরেক বন্ধু তার আবেগ অনুভূতি এবং ভাবাবেগ এইভাবে প্রকাশ করেছেন যে তিনি (খলীফা) জাপানীদের শান্তির শিক্ষা এবং ইসলামের সত্যতার প্রতি আহ্বান করার জন্য এসেছেন। সচরাচর মুসলমানদের সাথে সাক্ষাতের আমাদের ততটা সুযোগ হয় না কিন্তু আমি এই কারণে গর্ববোধ করছি যে, আজ মুসলমানদের এক নেতার সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। তিনি বলেন, আমরা জানি না, যুদ্ধ কখন হবে। আমি মনে করতাম. যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই যুদ্ধ আমরা প্রতিহত করতে পারি কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে খলীফার কথা মেনে চলতে হবে। তিনি আরো বলেন, এটি বলতে আদৌ কোন দ্বিধা নেই যে. ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা খলীফা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা আমাদের দেশের জন্য কল্যাণকর।

একজন সাংবাদিক বলেন, এই বাণী সত্যিকার অর্থে একটি শান্তির বাণী। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ধ্বংস এড়ানোর জন্য জাপানকে নিজ ভূমিকা পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি একশতভাগ খাঁটি কথা বলছেন। এটিই সময়ের চাহিদা। আমি তাঁর এ কথাকে খুবই গুরুত্ব দেই কেননা; তিনি আমাদের ব্যাথা-বেদনা বুঝেন যা পারমানবিক হামলার পর আমাদেরকে সইতে হয়েছে। এভাবে অনেকেই এমন আছেন যারা নিজেদের আবেগ, অনুভূতি এবং ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন।

একজন জাপানী মুসলমান বন্ধুর নাম হলো, ইসমাঈল হিরানো সাহেব। তিনি বলেন, আমি মুসলমান কিন্তু কোন মুসলমান আলেমের মুখে এমন কথা কখনো শুনি নি। ইতিহাস হোক বা যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞই হোক না কেন তিনি সব কিছু বর্ণনা করেছেন। আমি কুরআন পড়ি কিন্তু তা সত্তেও আমি সেসব কথা জানি না যা তিনি অর্থাৎ খলীফা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি যারপরনাই আনন্দিত, খলীফা পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিমূলে কথা বলেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলো কেবল কথার কথা ছিল না। কেউ বলতে পারবে না যে. খলীফা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছেন না বরং আহমদীয়া জামা'তের খলীফা যা-ই বলেছেন কুর্মানের মায়াতের বরাতে বলেছেন, এটিই প্রকত ইসলাম। তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে পূর্বে কখনও ইসলামের এত আকর্ষণীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবগত হতে পারি নি। তিনি বলেন ইতিপূর্বে কখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভাবি নি। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সত্যিই বিশ্বের জন্য অনেক বড় এক হুমকি। মুসলমান হিসেবে আমি খলীফাতুল মসীহুর প্রতি

একটি গাড়ি নির্মাতা বড় কম্পানীর প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, তাঁর সব কথা সারা বিশ্বের জন্য এক পথনির্দেশনা।

আরেক বন্ধু যিনি একজন বিজনেস এ্যাডভাইজার এবং কবিও। তিনি শান্তি এবং ভালোবাসা সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন এবং আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি আপনি তাতে আজ সীল মোহর মেরে দিয়েছেন বা মোহরাঙ্কিত করেছেন।

একদিকে যারা আমাদের প্রচার বা তবলীগ শুনে তারা বলে, ইসলাম সত্যিকার অর্থে শান্তির ধর্ম অপর দিকে আমাদের পাশ্চাত্যের কতিপয় রাজনীতিবিদ এই কথা বলছেন যে, ইসলামী শিক্ষায় অবশ্যই ধর্মীয় উগ্রতার কোন না কোন দিক প্রচ্ছর থাকবেই যে কারণে মুসলমানরা আজ এত উগ্র। তারা একথা চিন্তা করে না যে, শতকরা কতভাগ মুসলমান এমন আছে যারা এসব উগ্রপন্থীদের সঙ্গ দিচেছ বা তাদের সমর্থন করছে? ইসলামী শিক্ষায় ধর্মীয় উগ্রতা বিরাজমান, রাজনীতিবিদরা. যুক্তরাজ্যের অধিবাসী হোক বা যে স্থানেরই হোক ; এমন কথা বলে অর্থাৎ শান্তিপ্রিয় মসলমানদের নিজেদের বিরোধী সারিতে দাঁড় করাবে এবং এরপর নৈরাজ্য দেখা দিবে। তাই পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদ যাদের ইসলাম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী হলো, এতে কঠোরতা রয়েছে. এতে ধর্মীয় উগ্রতা রয়েছে তাদের ভাবা উচিত, চিন্তা করা উচিত; চিন্তাভাবনা না করে কোন বিবতি দেয়া উচিত নয়। যেসব আহমদীর সাথে তাদের সুসম্পর্ক আছে তাদের উচিত এদেরকে বুঝানো। এখন পৃথিবীর জন্য, পথিবীর শান্তির জন্য প্রজ্ঞা বিচক্ষণতার সাথে কথা বলা আবশ্যক। তাই এমন কোন বিবৃতি দিবেন না যারফলে পথিবীতে নৈরাজ্য বিস্তার লাভ করতে পারে। খোদা করুন এদের যেন বোধোদয়

যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় মসজিদ উদ্বোধন এবং সফরের খুবই ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। মসজিদের সুবাদে ব্যাপকভাবে আমরা যে পরিচিতি লাভ করেছি, আল্লাহ্ তা'লা জাপান জামা'তকে তৌফিক দিন তারা যেন একে আরো ব্যপকতা দিতে পারে। আহমদীয়া জামা'তের কাছে জাপানীদের যে প্রত্যশা আছে সেই প্রত্যাশা প্রণে তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা এবং বাসনা অনুসারে সেখানে আহমদীয়াতের বাণী খুব দ্রুত বা স্বল্পতম সময়ে প্রচার এবং প্রসারের চেষ্টা করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, মৌলভীদের হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে ঘটেই থাকে। জামা'তের উন্নতি দেখে তারা হিংসার অনলে জ্বলতেই থাকে। আমি এখানে একথাও বলতে চাই, সম্প্রতি একটি অমানবিক এবং পাষবিক আচরণ এসব মৌলভী এবং কট্টরপন্থীদের পক্ষথেকে পাকিস্তানের জেহলামেও প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে আহমদী মালিকানাধীন একটি চিপবোর্ড ফ্যাক্টরীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আহমদী কর্মচারী এবং মালিকদের ফ্যাক্টরীর ভেতরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাই ছিল এদের হীন এবং ঘৃণ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন, তারা তাদের এই দুরভিসদ্ধি চরিতার্থ করার

ক্ষেত্রে সফল হয়নি। কিন্তু আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। এদের ধারণা হলো. এভাবে তারা আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে. আহমদীদের যে ঈমানী চেতনা ও প্রেরণা রয়েছে তা তাদের কাছ থেকে তারা ছিনিয়ে নিতে পারবে এবং আহমদীয়াত থেকে তাদেরকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে। এসব অগ্নিসংযোগকারীর সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি এরা তওবা না করে তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি এবং আগুনের আযাব অবধারিত আছে। আহমদীদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে এই কঠিন অবস্থায়, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল তারা আরো উন্নতি করে।

১৯৭৪ সনেও এরা আগুন লাগিয়েছে এবং আহমদীদের পরীক্ষায় ফেলার চেষ্টা করেছে কিন্তু এসব অগ্নিসংযোগকারী এবং যারা আহমদীদেরকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছে তাদের কোন বাসনা বা ইচ্ছাই চরিতার্থ হয়নি। আমরা দেখেছি, তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তাদের আক্ষেপে পরিণত হয়েছে। আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি যারা ধরিয়ে দিতে চেয়েছে তাদেরকেই আমরা ভিক্ষা করতে দেখেছি. এহলো জামা'তের প্রতি আল্লাহ তা'লার ব্যবহার। অতএব এই পরীক্ষা আমাদের ঈমানকে দোদুল্যমান করতে পারে না বরং আমাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে। অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি যদি হয়ে থাকে তা আল্লাহ তা'লা পুরণ করেন, এটি তেমন কোন বিষয় নয়। বহু আহমদী আছে যারা এসব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং খোদা তা'লা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি তাদের দিয়েছেন। এখানে মালিকদের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিও ইনশাআল্লাহ্ পুষিয়ে যাবে। এই চিপবোর্ড ফ্যাক্টরীটি ছিল হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র হযরত সাহেবযাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেবের। তাঁর ইন্তেকালের পর তার সন্তানরা হলো এর সত্তাধিকারী। আমি এজন্য আনন্দিত যে, এমন ক্ষয়-ক্ষতির সময় একজন মু'মিনের যেমন প্রতিক্রিয়া বা অভিব্যক্তি হওয়া উচিত তারা তাই প্রকাশ করেছে। তাদের মুখ থেকে ক্তজ্ঞতামূলক কথাই বেরিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের আহমদী কর্মচারীদের প্রাণ এবং সম্পদের হিফাযত করেছেন বা রক্ষা করেছেন আর মহিলা এবং শিশুদেরও প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাদের সন্মান-সম্ভ্রমের হিফাযত করেছেন। মির্যা নাসীর আহমদ তারেক যিনি মির্যা মুনির আহমদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং এই কারখানার প্রধান পরিচালক। তিনি কারখানার ভেতরেই থাকেন।

অনুরূপভাবে তার পুত্রও এই কারখানাতেই কাজ করেন. তার বাসস্থানও কারখানার ভেতরেই ছিল। তার পুত্র আক্রমণকারীদের আসার একঘন্টা পূর্বে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য লাহোরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু মির্যা নাসীর আহমদ সাহেব এবং তার স্ত্রী ঘরেই ছিলেন। মৌলভীরা বা অগ্নিসংযোগকারীরা ঘেরাও এবং জালাও-পোড়াও আরম্ভ করে. তাদের ঘরে হামলা করে, ঘরের দরজা-জানালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং চতুষ্পার্শ্বে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রক্ষাকর্তা। ততক্ষণে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা যায়। আক্রমণকারীদের বাধা না দিলেও কোন না কোনভাবে পিছনের দরজা দিয়ে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয় আর তারা চার দেয়াল থেকে বের হয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে থাকেন। এক জায়গায় পৌছার পর তারা বাহন পান আর সেখান থেকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছেন। একইভাবে আরো অনেক আহমদী কর্মচারী ছিলেন। তারাও জঙ্গলে এদিক সেদিক আত্মগোপন করেন। তাদেরকেও কোনভাবে সন্ধান করে খোদ্দামরা পরে নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দেন। তাদের গেইটের এক নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন, তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি কারাগারে আছেন তার বিরুদ্ধে বড় কঠিন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে. আল্লাহ তা'লা তার আশু মুক্তির ব্যবস্থা করুন, তার নাম হলো, কমর আহমদ সাহেব। আল্লাহ তা'লা বিচারকদের সুবিচার করার তৌফিক

অনুরূপভাবে মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবকেও পুলিশ এক অর্থে গৃহবন্দী করে রেখেছিল অথাৎ, কোথাও যাব না, পুলিশ ডাকলে ফিরে আসবো মর্মে তার কাছ থেকে মুচলেকা নেয়ার পরই পুলিশ পাহারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এক কথায় আক্রমণকারীদেরকে লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে তারা সবাই অপরাধী। মির্যা নাসীর আহমদ সাহেব জেহলামের আমীরও। তারা যেভাবে আক্রমণ করেছে তা থেকে বুঝা যায়, এটি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। আমীর হিসেবে কিছু এমন এক্সপোজার হয়, এমনভাবে সামনে আসতে হয় বা কিছু কাজ এমন করাতে হয় যা তিনি করিয়েছেন। এরা ভেবেছিল আমীরকে যদি আমরা ধৃত করি তাহলে অন্য আহমদীরা হয়ত এমনিতেই পালিয়ে যাবে।

যাহোক এই ছিল তাদের পূর্ব পরিকল্পনা। কারখানার ভেতরে কেউ জানতে পারেনি যে, কি হচ্ছিল, সেখান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বের হওয়াও তাদের জন্য কঠিন ছিল আর আক্রমণকারীরা বুলডোজারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। শত শত মানুষ একত্রিত করে বরং হাজার হাজার, অগ্নিসংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও নিয়ে আসে, দীর্ঘক্ষণ তারা সেখানে সমবেত হতে থাকে কিন্তু পুলিশ আসেনি। এরপর পুলিশও আসে বা আইন প্রয়োগকারী অন্যান্য সংস্থাও আসে। তারা অনেক দেরিতে আসে যখন আগুন লেগে গিয়েছিল। যাহোক এটিও তাদের দয়া অর্থাৎ পুলিশ-মালিকসহ দু'একজনকে বের করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় এবং হামলাকারীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের পুত্রবধু অর্থাৎ, কমর সাহেবের স্ত্রী যিনি নিজেও কারখানার ভেতরেই থাকতেন আমাকে পত্র লিখেছেন যে যার বিরুদ্ধে করা হয়েছে এবং অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে. আমি যখন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই, দেখে আশ্চর্য হই যে. কমর সাহেবের স্ত্রী এমনভাবে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করছেন যেন কিছুই হয়নি। অথচ তার স্বামীর বিরুদ্ধে বড কঠিন অভিযোগ বা দফা আনা হয়েছে। যাহোক খোদা তা'লা তার ধৈর্য এবং মনোবল বৃদ্ধি করুন আর শত্রুদেরকেও শিক্ষণীয় শাস্তি দিন। মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী এবং পুত্রবধু এবং সন্তান-সন্ততিরা যে ধৈর্য এবং অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন তাও প্রশংসার দাবী রাখে।

जिंग्2सपी

আমার আশঙ্কা ছিল, এমন সময় তাদের মুখ থেকে অকৃতজ্ঞতামূলক কোন কথা আবার না বেরিয়ে যায়! কিন্তু তার পুত্রবধু এবং পুত্রের পত্র থেকে এবং মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের সাথে আমি নিজেও কথা একইভাবে তাদের বিভিন্ন নিকটাত্মীয়ের পত্রাদিও হস্তগত হয়েছে; তাথেকে এটিই স্পষ্ট হয় যে, তারা খোদা তা'লার দরবারে এবং তাঁর সন্নিধানে পূণ সমর্পনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। খোদা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। এই ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে তার লাজ রেখেছেন বরং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সম্পদ আসা-যাওয়ার জিনিস। যেমনটি আমি বলেছি, যে খোদা পূর্বে দিয়েছিলেন তিনি এখনও দিবেন। আরো বেশি দিতে পারেন বরং দিবেন। এই মিথ্যা মামলা থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নির্দোষ খালাস করুন, বিশেষ করে কমর সাহেবকে যিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে কুরআন অবমাননার বড় কঠিন দফায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অথচ পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বেশি সম্মানের চেতনা যদি কারো থেকে থাকে তাহলে তা আহমদীদের রয়েছে।

যাহোক একদিক থেকে এটি একটি শুভ লক্ষণও বটে, পাকিস্তানে এই প্রথমবার এরূপ পরিবর্তন দেখা গেছে যে কতক অ-আহমদী, কতিপয় গয়ের আহমদী বন্ধু এই যুলুম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছেন। একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান হয়। তাতে সেখানকার ডিপি এবং রাজনীতিবিদরা বলেন, তারা ন্যায়বিচার করবেন এবং অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকও এই যুলুম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। একইভাবে কারখানায় অগ্নিসংযোগের পর আমাদের দু'টি ছোট জামা'ত, কালাগোজরা এবং মাহমুদায়েও হামলা করে। একটি মসজিদ সীল করে দেয়া হয়। প্রথমে মৌলভীরা মসজিদে হামলা করে এরপর মসজিদের জায়নামায এবং বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর তা ধুয়েমুছে সেখানে গিয়ে নামায পড়ে। যাহোক পরে পুলিশ বা এলিট ফোর্স তাদেরকে সেখান থেকে বের করে মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। আপাতত তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। যাহোক এই দু'টো জামা'ত হুমকির মুখে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সেই অঞ্চলের আহমদীদের নিরাপদে রাখুন। খোদা করুন, পাকিস্তানে যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেসব শ্রমিক যারা সেখানে কাজ করতো অর্থাৎ কারখানায় যারা কাজ করতো তিনি তাদের উত্তম জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করুন, যাদের আয় উপার্জনের পথ এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেক্ষ, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

যুগ খলীফার খুতবা শুনুন



নিজেকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন

প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ তায়ালাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ খলীফার আওয়াজ পৌছে যায়। এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। অতএব এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিন। যদি আমরা এটিই না জানি যে, কি বলা হচ্ছে, তাহলে আনুগত্য কি করে হবে?

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের তরবীয়তের জন্য যেসব সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টি করেছেন এর থেকে যেন আমরা পরিপূর্ণরূপে লাভবান হই। আর শুধুমাত্র তরবীয়তই নয় বরং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও এটি (MTA) অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদি কোন কারণে লাইভ বা সরাসরি খুতবা শোনা না হয় তাহলে রেকর্ডিং গুনতে পারেন। ইণ্টারনেটেও খুতবাগুলো রয়েছে। অতএব আপনাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই এই বিষয়টি প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ এম টি এ-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে আপনারা এই ঐক্যের এবং একতার অংশে পরিণত হতে পারেন।

৯ই অক্টোবর ২০১৫, জুমুআর থুতবা।



visit ▶ mtabangla.tv





जिंटिसपी



জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্বর্ধনায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের ভাষণ

২৩ নভেম্বর, ২০১৫ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় ইমাম, হযরত মির্যা মসরর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) টোকিওর ওদাইবাস্থ হিল্টন হোটেলে, তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন। এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ৬০ জনের অধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত হযুর ৭০ বছর পূর্বে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে সংঘটিত নিউক্লিয়ার বোমা হামলার প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেন। এই সান্ধ্য অধিবেশনে তাঁর পূর্বে দু'জন অতিথি বক্তা শ্রোভূমগুলীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা হলেন তোকিবো গ্রুপ অফ ইন্ডার্ম্ট্রজ-এর চেয়ারম্যান ড. মাইক সাতা ইয়াসুহিকো এবং ২০১১ সালের ভূমিকম্প ও সুনামিতে সবচেয়ে গুরুত্বভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তোহোকু অঞ্চল থেকে আগত মি. এন্দো শিনিচি।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ্র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার ওপর আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

এ সুযোগে সর্বপ্রথম আমি অতিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত নাজুক ও বিপদসংকুল সময় অতিবাহিত করছি যখন চলমান বিশ্বপরিস্থিতি আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ। সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা

পৃথিবীকে গ্রাস করছে আর বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আজ হুমকির মুখে ঠেলে দিচেছ।

আজ যদি আমরা মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকাই, তবে দেখবো, অনেক দেশের সরকারই তাদের নিজ জনগণের বিরুদ্ধে নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। রক্তপাত ও অর্থহীন সহিংসতা সেই দেশগুলোর ভিতে কুঠারাঘাত করছে, আর এর ফলে সৃষ্ট নেতৃত্ব-শূন্যতাগুলোর সুযোগ নিচেছ চরমপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠী, যারা কোন কোন এলাকার নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিণত করে নিজেদের তথাকথিত সরকার ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছে। তারা চরম ঘৃণ্য আচরণ করছে,

আর সবচেয়ে বর্বরতম নৃশংসতা চালাচ্ছে। কেবল নিজ দেশেই নয় বরং এখন তারা ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর এ সহিংসতার সর্বশেষ উদাহরণ হলো প্যারিস-হামলা।

পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া ও ইউক্রেনের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে ঘিরে সংঘাত ও শত্রুতার অগ্নি স্কুলিঙ্গ বারবার জ্বলে উঠছে। তদুপরি, সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ চীন-সাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের অনুপ্রবেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি আপনারা সম্যক অবহিত আছেন, চীন ও জাপানের মধ্যে কয়েকটি বিতর্কিত দ্বীপ নিয়ে দীর্ঘদিন আঞ্চলিক বিরোধ চলে আসছে।

অনুরূপভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ অনেকটা স্থায়ী রূপ নিয়েছে যা প্রশামনের কোন লক্ষণ নেই। একইভাবে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যেকার উত্তেজনা উক্ত অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করেছে।

আফ্রিকাতে সন্ত্রাসীণোষ্ঠী কতক এলাকায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে আর ব্যাপক সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব যেসব সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে

Miz Hy

আমি তার মধ্য হতে মাত্র কয়েকটির এখানে উল্লেখ করলাম কিন্তু নিশ্চিতভাবে সংঘর্ষ ও অস্থিরতার এমনি আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

অতএব, একমাত্র সিদ্ধান্ত যাতে পৌঁছানো সম্ভব তাহলো, বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা বিশ্বকে গ্রাস করছে। বর্তমান সময়ের যুদ্ধের ক্ষেত্র পূর্ববর্তী যুগসমূহের সাথে তুলনার নিরিখে অনেক বিস্তৃত এবং ব্যাপক। বিশ্বের এক প্রান্তে সংঘাত দেখা দিলে আজ তা আর সেখানে বা সে অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর প্রভাব ও জের বহু দূর গড়ায়।

গণমাধ্যম ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা পৃথিবীকে একটি বিশ্বপল্পীতে পরিণত করেছে। কোন যুদ্ধ কেবল সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে– এটি শুধু পূর্বে সম্ভব ছিল; কিন্তু, এখন প্রতিটি যুদ্ধ বা সংঘাতের প্রভাব আক্ষরিকভাবেই বিশ্বজনীন। বিশ্ববাসীর অনুধাবন করা উচিত, এক অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হলে তা বিশ্বের অন্যান্য অংশের শান্তি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করতে পারে এবং করবে– বস্তুতঃপক্ষে, আমি অনেক দিন ধরেই এ বিষয়ে সতর্ক করে আসছি।

যদি আমরা পিছন ফিরে ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, বিংশ শতান্দীতে অনুষ্ঠিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান ছিল তার আজকের আধুনিক ও ধ্বংসাত্মক সমরাস্ত্রের এবং হাতিয়ারের সাথে কোন তুলনাই চলে না। তথাপি, বলা হয়, কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই প্রায় ৭ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল আর নিহতদের সংখ্যাগরিষ্ঠইছিল নিরীহ বেসামরিক মানুষ। তাই আজ সম্ভাব্য বিপর্যয় ও ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যে পারমাণবিক মারণাস্ত্র ছিল সেগুলো যদিও অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ছিল, কিন্তু ভয়াবহতার দিক থেকে আধুনিক যুগের পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ধারে কাছেও সেগুলো ছিল না। তদুপরি এখন যে কেবল পরাশক্তিগুলোর হাতেই পারমাণবিক বোমা রয়েছে তাই নয়, বরং কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশও আজ এর অধিকারী।

যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে বৃহৎ শক্তিগুলো প্রতিরোধক হিসেবে এমন মারণাস্ত্র রেখে থাকে কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, ছোট দেশগুলো সেই সংযম প্রদর্শন করবে। তারা কখনো নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করবে না তা হলফ করে বলা যায় না। তাই একথা স্পষ্ট যে, বিশ্ব আজ বিপর্যয়ের দ্বারপ্রোম্ভে দাঁড়িয়ে আছে।

দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে, আপনাদের জাতিকে ভয়াবহতম ধ্বংসযজ্ঞ ও অকল্পনীয় শোকের সম্মুখীন হতে হয়েছে যখন মানবজাতির জন্য কলংকজনক এক নিউক্লিয়ার হামলায় আপনাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিককে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল আর আপনাদের দু'টো শহরকে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

এ মর্মান্তিক বিপর্যয়ের সাক্ষী ও ভুক্তভোগী হওয়ার পর জাপানের মানুষ কখনো চাইবেনা যে, জাপানে বা বিশ্বের অন্য কোন প্রান্তে এরূপ হামলার পুনরাবৃত্তি হোক। আপনারাই একমাত্র জাতি যারা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি রাখেন।

আপনারা সেই জাতি যারা জানেন যে, এমন অস্ত্র ব্যবহারের ফলাফল ও জের কেবল এক প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাঝে তা চলতে থাকে। আপনারা সেই জাতি যারা নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের অভূতপূর্ব কুফল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারেন। অতএব শান্তি ও নিরাপত্তার মূল্য জাপানী জাতির চেয়ে বেশি কে আর বুঝবে?

আনন্দের বিষয় হল, জাপান সে অবস্থার উত্তরণে সফল হয়েছে আর আজ একটি অত্যন্ত উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে, তাই আপনাদের অতীত ইতিহাসকে দৃষ্টিপটে রেখে জাপানকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে হবে।

পরিতাপের বিষয় হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ আরোপ করা হয়েছে যাতে জাপানের পক্ষে বৃহত্তর পরিসরে বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় কোন ভূমিকা রাখা দুস্কর হয়ে পড়ে।

তথাপি বৈশ্বিক বিষয়াদি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আপনাদের দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ "जामाएस धर्मीस खेलिक तिकिक भिक्कास जामाएम सिएम जामाएम सिएमुस स्वा भूएसा थिएमुस आमल असे (यामवा कसा ति जामसा (कान जिस्मा काक्रमाण्डे अ विकेशिककामसे जाक्रमव अस्त्रकाम अस्ति ना। जामि मा सन्ति जा त्वान असकास मिन भूषम ना कासन अल्ड जामास किसू जाएस मास ना।"

দ্বিতীয় খলীকা আরো থলন, "অদুর শুবিশাতে এই মুদ্ধ-বিপ্রাহের অথসান হথে থলে আদি মনে করি না; থরা তাঁর দূরদুফি অনুসারে ক্রমথর্ধমান সহিংসতা ও সংঘাতের অশুভ হারা আমাদের মাথার ওপর শুলুছে।"

ভূমিকা পালন করে থাকে তাই আপনাদের উচিত হবে আপনাদের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মাঝে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হওয়া।

ইতিহাসের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর এটি হলো ৭০তম বর্ষপূর্তি, যখন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা হামলা করে আপনাদের জাতিকে ভয়াবহ ধ্বংস, বিপর্যয় ও ভোগান্তির সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

আপনাদের জাদুঘর নির্মাণের সুবাদে যা সেই বিভীষিকা ও রক্তপাতের সঠিক চিত্র তুলে ধরে অধিকন্তু পারমাণবিক বোমার কিছু জের আজও বিদ্যমান থাকার কারণে জাপানীরা আজও উপলব্ধি করে, যুদ্ধ ও সংঘাত কত ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

যেমনটি একটু আগেই বলেছি, যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি আপনারা হয়েছিলেন তা যুদ্ধোত্তর জাপানের ওপর নিষ্ঠুর ও একেবারেই অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞাসমূহ আরোপের কারণে কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দশকের পর দশক পার হলেও নিষেধাজ্ঞাগুলো যুদ্ধের ভয়ানক পরিণতির কথাই বারবার স্মরণ করাতে থাকবে।

যখন জাপানের বিরুদ্ধে পারমানবিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, তখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৎকালীন প্রধান, জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা, তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, "আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার আমাদের কাছে দাবী হলো পুরো বিশ্বের সামনে এই ঘোষণা করা যে "আমরা কোন অবস্থাতেই এ বিভীষিকাময় আক্রমণ ও রক্তপাতকে ন্যায়সঙ্গত মনে করি না । আমি যা বলছি তা কোন সরকার যদি পছন্দ না করেন এতে আমার কিছু আসে যায় না।"

দিতীয় খলীফা আরো বলেন, "অদ্র ভবিষ্যতে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হবে বলে আমি মনে করি না; বরং তাঁর দূরদৃষ্টি অনুসারে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও সংঘাতের অশুভ ছায়া আমাদের মাথার ওপর ঝুলছে।" আজ তাঁর সতর্কবাণী পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যদিও একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় নি, কিন্তু বাস্তবে বিশ্ব যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। বিশ্ব জুড়ে নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা, অত্যাচার ও মার্মান্তিক নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে।

আমাদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত সর্বদা সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সরব, তা বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই সংঘটিত হোক না কেন। কেননা ইসলামী শিক্ষার দাবি হলো, আমরা যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই এবং তাদের পাশে দাঁড়াই যাদের সাহায্যের প্রয়োজন অথবা যারা নির্যাতিত। আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম কীভাবে জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করে আওয়াজ উঠিয়েছেন।

এছাড়া একজন বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত আহমদী
মুসলমান, বিশ্ব-দরবারে যার একটি বিশেষ
মর্যাদা ও প্রভাব ছিল, জাপান ও এর
জনগণের পক্ষে কথা বলাকে নিজ দায়িত্ব
বলে গণ্য করেছেন। আমি স্যার চৌধুরী
মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান-এর কথা বলছি
যিনি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব
পালন ছাড়াও পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘ সাধারণ
পরিষদের সভাপতির পদও অলংকৃত
করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপনান্তে তিনি
কতিপয় শক্তির জাপানের ওপর অন্যায্য
অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করেন
এবং এর নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

১৯৫১ সালের সান ফ্রাঁনসিসকো শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে ভাষণ দানকালে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান বলেন, "জাপানের সাথে শান্তির ভিত রচিত হওয়া উচিত সুবিচার ও সমঝোতার ওপর, প্রতিশোধ ও নিপীড়নের ওপর নয়। জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সংস্কারের যে ধারা স্চিত হয়েছে এর ফলশ্রুতিস্বরূপ ভবিষ্যতে জাপান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, আর এর মাঝে উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত আছে যা জাপানকে বন্ধুভাবাপন্ন শান্তিকামী দেশসমূহের মাঝে সমমর্যাদার আসনে বসার সম্মান দেবে।"

তাঁর ভাষণের ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন ও ইসলামের মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে তিনি বলেন, কোন যুদ্ধের বিজয়ী পক্ষের অন্যায়ের আশ্রয় নেয়া উচিত নয় আর পরাজিত পক্ষের ওপর অপ্রয়োজনীয় অবরোধ আরোপ করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথকে রুদ্ধ করাও উচিত নয়।

চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের জাপানের পক্ষ নিয়ে এ ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রদানের কারণ হলো, একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে তিনি কেবল পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বই করছিলেন না, বরং সর্বাগ্রে তিনি ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

আর তাই যেমনটি আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, আপনারা সেই জাতি যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নৃশংসতার পরিণাম সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভাল উপলব্ধি রাখেন। তাই, সব স্তরে সম্ভাব্য সকল উপায়ে জাপান সরকারের উচিত সর্বপ্রকার অমানবিকতা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও এর প্রতিকার করা। তাদের চেষ্টা করা উচিত, যে বিভৎস হামলার তারা শিকার হয়েছিলেন, বিশ্বের কোথাও ভবিষ্যতে কোনদিন যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

যেখানেই যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হচ্ছে, জাপানের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের উচিত হবে উত্তেজনা প্রশমনে ও শান্তি স্থাপনে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করা। ইসলামের যতদূর সম্পর্ক রয়েছে, কিছু মানুষ একে একটি বর্বর ও সহিংস ধর্ম বলে মনে করে। মুসলিম বিশ্বের সন্ত্রাস ও যুদ্ধ-বিগ্রহকে তারা তাদের দাবির সপক্ষে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে।

কিন্তু, তাদের বিশ্বাস একেবারেই প্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের শান্তির শিক্ষার কোন তুলনা নেই। এ জন্যই আমাদের জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান আপনাদের জাতির বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি উত্থাপন করেছেন। সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা কী, অতি সংক্ষেপে আমি এখন তার ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করবো।

একটি মৌলিক নীতি হিসেবে, ইসলাম বলে,

Miz Hy

কোন যুদ্ধ যা ভূ-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয় বা প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য পরিচালিত হয় তাকে কখনো বৈধতা দেয়া যায় না। পুনরায় পবিত্র কুরআনের সূরা আল্-নহলের ১২৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যুদ্ধাবস্থায় কোন শাস্তি, সংঘটিত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত এবং এতে কখনো সীমালজ্ঞান করা উচিত নয়। যুদ্ধ সমাপনান্তে, কুরআনের শিক্ষা হলো, ক্ষমা করে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

অনুরূপভাবে আল-আনফালের ৬২ নাম্বার আয়াতে পবিত্র কুর'আন বলে, যখন দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে পড়ে এমনকি যুদ্ধের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে যায়, তখনও যদি বিরোধীপক্ষ সমঝোতায় আগ্রহ দেখায়, তবে অপরপক্ষের দায়িত্ব হলো, এ ডাকে সাড়া দেয়া ও আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা। কুরআন বলে, অপরপক্ষে উদ্দেশ্যে বা আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়, বরং সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। কুরআনের এ শিক্ষা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার চাবিকাঠি।

সূরা আল-মায়েদার ৯ নামার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন, কোন দেশ বা জাতির প্রতি শক্রতা যেন ন্যায় ও সমতার নীতিকে জলাঞ্জলী দিতে তোমাকে প্ররোচিত না করে।

বরং ইসলামী শিক্ষা হলো, সকল পরিস্থিতিতে, তা যত কঠিনই হোক না কেন, আপনাকে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। নিশ্চিতভাবে একমাত্র ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই সম্পর্কল্লোয়ন, অস্থিরতা দূরীকরণ ও যুদ্ধের কারণগুলো নির্মূল করা সম্ভব। সূরা আল-নূরের ৩৪ নাম্বার আয়াতে কুর'আন বলে, যদি কোন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য তুমি কোন মুক্তিপণ নির্ধারণ কর, তবে তোমার শর্তসমূহ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে যেন তারা সহজেই তা পরিশোধ করতে পারে, আর যদি তাদেরকে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দাও, তবে তা হবে শ্রেয়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার এক স্বর্ণালী নীতি পবিত্র

কুরআনের সূরা আল-হুজুরাতের ১০ নাম্বার আয়াতে প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, যদি দু'টো দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের উদ্ভব হয় তবে তৃতীয় পক্ষসমূহের উচিত মধ্যস্থতার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করা।

চুক্তির পর যদি কোন এক পক্ষ অন্যায়ভাবে নির্ধারিত চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে অন্য দেশগুলোর উচিত হবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা। তবে, একবার যদি আগ্রাসী পক্ষ বিরত হয়, তাহলে তাদের ওপর অযথা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাও উচিত নয়; বরং স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন সমাজ হিসেবে তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।

বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলো ও জাতিসংঘের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আজকের বিশ্বে এ নীতির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, আর যদি তারা এ মূল্যবোধসমূহের নিরিখে কাজ করে তবে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ফলে অনাবশ্যক অস্থিরতার স্বাভাবিকভাবেই অবসান ঘটবে।

অনুরূপভাবে, আরো অনেক কুরআনী শিক্ষা রয়েছে যা হতে স্পষ্ট হয় যে, কীভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব আর কীভাবে সকল যুদ্ধ-বিপ্রহের অবসান ঘটানো যেতে পারে। আমাদের পরম করুণাময় ও দয়ালু খোদা আমাদের হাতে শান্তির চাবি এ জন্য দিয়েছেন যে, তিনি চান তাঁর সৃষ্টি পারস্পরিক সৌহাদ্য ও সম্প্রীতির মাঝে বসবাস করুক এবং তাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ ও বিবাদ যেন না থাকে।

অতএব এ কথাগুলোর সাথে, আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো, পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিজেদের প্রভাবকে কাজে লাগান। বিশ্বের যেখানেই বিশৃঙ্খলা বা সংঘাত দেখা দিক না কেন, আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হবে ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া এবং শান্তির প্রয়াসী হওয়া, যেন আমরা ৭০ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই বিভীষিকাময় যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারি, যার ভয়াবহ কুফলসমূহ দশকের পর দশক প্রকাশ পাওয়া অব্যহত থাকে আর

হয়তো আজো হচ্ছে।

একদিকে যেখানে ক্ষুদ্র পরিসরে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে সেখানে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠে সারা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করার পূর্বেই এবং ঐসব রোমহর্ষক ও ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করবে, পুনরায় ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং শান্তির লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

তাই, আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি আর ঐক্যবদ্ধ হই। একে অপরের বিরোধী শিবিরে অবস্থান না নিয়ে, আমাদের সবার উচিত একতাবদ্ধ হওয়া আর পারম্পরিক সহযোগিতা করা। আমাদের আর কোন কার্যকর পথ বাকি নেই, কেননা যদি একটি পূর্ণাঙ্গ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে এর পরিণামে যে বিপর্যয় ও ধ্বংস্যজ্ঞ নেমে আসবে তা অকল্পনীয়।

সন্দেহ নেই যে, তখন পেছন ফিরে তাকিয়ে অতীতের যুদ্ধগুলোকে আমাদের কাছে খুবই ক্ষুদ্র বলে মনে হবে।

আমার এই দোয়াই থাকবে যে সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বিশ্ববাসী পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করবে, মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লার সামনে নত হবে আর তাঁর অধিকারও প্রদান করবে আর পরষ্পারের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করবে।

আল্লাহ্ তাদেরকে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দান করুন যারা ধর্মের নামে সংঘাত সৃষ্টি করছে বা ভূ-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করছে। তাদের উদ্দেশ্য যে কতটা বিবেক-বুদ্ধিহীন ও ধ্বংসাত্মক সে সম্পর্কে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের সকল সকল প্রান্তে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতি তৈরি করে দিন - আমীন।

এ কথাগুলোর সাথে আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমি আপনাদেরকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

অনুবাদ - আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক

कलत्यत्र जिश्राम

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'

- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"

- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-88)

৩। দশ সহস্র পবিত্রের মধ্যে ভাববাদী— 'মোহাম্মদীয়াম' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীঃ

"আর ঈশ্বরের লোক মোশি মৃত্যুর পূর্বের ইস্রায়েল—সন্তানগণকে যে আশীর্বাদে আশীর্বাদ করিলেন, তাহা এইঃ তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন। পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, অযুত অমুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন; তাহাদের জন্য তাহার দক্ষিন হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।" [দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ ঃ ১–২]

সীনয় এবং সেয়ীর হইতে যাহারা আসিলেন তাঁহারা হইলেন মোশি এবং যীশু। আর পারণ হইতে যিনি প্রকাশিত হইলেন তিনি ইশ্যায়েল বংশীয় ভাববাদী মোহাম্মাদ (সা.)। ইশ্মায়েল বা ইসমাইল (আ.) পারণ প্রান্তরেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। [দেখুন আদি, ২১ঃ২০]। পূর্বে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে মক্কা সহ সমগ্ৰ হেজাজ এলাকাকে পারণ বা আরবীতে 'ফারাণ' বলা হয়। তাঁহার হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা বলিতে ইসলামী শরিয়তকে বুঝান হইয়াছে। কেননা এই ব্যবস্থায় আক্রমণকারী বিরুদ্ধবাদীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছেঃ "বধ কর ইহাদিগকে. যাহাতে আল্লাহ শাস্তি দেন ইহাদিগকে তোমার হস্তে।" [তৌবা, ১৪ আয়াতী।

শলোমন এই ভাববাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,"আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ ; তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য।.....তাহার মুখ বা কথা অতীব মধুর ; হাঁ, তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর।" [পরমগীত. ৫ঃ১০,১৬]।

এইখানে শলোমনের প্রিয়তমের যেরূপ বর্ণ বলা হইয়াছে ঠিক সেইরূপ বর্ণ মহানবীর ছিল বলিয়া হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বাইবেলে আগমনকারীকে 'Altogether Lovely' বলা হয়েছে)। তাহা ছাড়া হিব্ৰু বাইবেলে 'সৰ্ব্বতোভাবে মনোহর' স্থলে 'মোহাম্মাদীয়াম' লিখা রহিয়াছে। মক্কা বিজয়ের সময় হজরতের (সা.)-এর সঙ্গে দশ সহস্র পবিত্র সাহাবী ছিলেন [দেখুন, বোখারী]। তাহা ছাড়া Emile Dermenghem তাহার 'Life of Mahomet' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মক্কা বিজয়ের সময় হজরত মোহাম্মদের (সা.) সঙ্গে দশ হাজার পবিত্র সাহাবী ছিলেন। অতএব, আলোচ্য ভবিষ্যদ্বানীতেও আরবী নবী মোহাম্মাদের (সা.) কথাই বলা হইয়াছে।

৪। বদর যুদ্ধ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীঃ

যিশাইয় ২১%১৩-১৭ পদে আছে, "আরব বিষয়ক ভাববানী। হে দদানীয় পথিকদল সমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন, হে টেমা দেশবাসীরা তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়গের সম্মুখ হইতে, নিস্কোষিত খড়গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন,

বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসর কাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে; আর কেদর বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু, এই কথা বলিয়াছেন।"

খ্রিষ্টপূর্ব ৭১৪ বৎসর পূর্বে যিশাইয় ভাববাদী এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইশ্যায়েলের এক পুত্রের নাম কেদার। (আদি, ২৫ % ১৩)। এইখানে কেদার বংশীয় বীরগণ বলিতে আরবের শক্তিশালী কোরেশকে বুঝাইয়াছে। এই কোরেশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মহানবী এবং নব–মুসলীমেরা মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন বা হিজরত করিয়া চলিয়া আসেন। হিজরতের এক বৎসর পর কোরেশগণ মদিনা আক্রমন করিতে অগ্রসর হয়। ফলে বদর নামক প্রান্তরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং কেদার বংশীয় কোরেশগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে আবু জহল সহ বহু কোরেশ বীর প্রাণ হারায়। 'এক বৎসর কালের মধ্যে কেদারের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে"–এই বাক্যে হিজরতের পর বদর যুদ্ধে কোরেশদের শোচনীয় পরাজয়ের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। [Rev. C. Fostsy হেজাজের সংগে কেদারের সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন তাঁর রচিত পুস্তকেঃ The Historical Geography Arabia, P-244-265]

৫। 'প্রসংশিত' মহানবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৬ বৎসর পুর্বের একটি ভবিষ্যদ্বাণী হবককুক পুস্তকে লিখিত

রহিয়াছে। যথা, "ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেণ। আকাশ-মগুল তাঁহার প্রভায় পৃথিবী তাঁহার প্রসংশায় সমাচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ।" [হবকুকুক ৩ঃ৩]। ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে ইশায়েল এবং তাঁহার বংশধরদের বসতি–স্থান পারণ, আরব দেশের অন্তর্গত। এই এলাকা হইতে যে পবিত্র মানবের আবর্ভাব হইয়াছে তাঁহার পুণ্য নাম মোহাম্মদ [দ.]। সদাপ্রভু, দুতগণ এবং বিশ্ববাসী বিশ্বাসীগণ তাঁহার নামে 'দরুদ' পাঠ করেন। আকাশ ও ভূমন্ডল তাঁহার প্রসংশায় পরিপূর্ণ, এই জন্য তাঁহার নাম 'মোহাম্মদ' বা 'প্রশংসিত'। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

ইহার পর আছে, "আমি দেখিলাম, কুশনের তানু সকল ক্লিষ্ট।" [হববকুক, ৩ঃ৭]। বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীগণ লিখিয়াছেন যে কুশন আরব দেশকে বলা হইয়াছে। সেকালে অনেক আরববাসীগণ সাধারণত তান্বুতে বাস করতো এবং এই জন্য তাহাদিগকে Semits বলা হয়। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীও যে আরব দেশ সম্বন্ধীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যিশাইয়, ৪২ ঃ ১–১৭ পদেও এই প্রশংশিত পুরুষের কথা লিখিত আছে।

৬। যীশুর পর আগমনকারী ভাববাদী ঃ

যিহুদিগণ যোহনকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, "আপনি কে ? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না। তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রিষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ? আপনি কি এলিয় ? তিনি বলিলেন আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী ? তিনি উওর করিলেন, না।" (যোহন, ১ ঃ ১৯-২১)। ইহার পর তাহারা যোহনকে বলিল, "আপনি যদি সেই খ্রিষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্ডাইজ করিতেছেন কেন ?"

যোহনের এই বর্ণনা পাঠ করিলে দেখা যায় যে যিহুদিগণ তিনজন ভাববাদীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। Rev. Sadler তাঁহার পুস্তক The St. John's Gospel with Notes এ লিখিয়াছেন "That prophet seems to refer to the one foretold by God in Deut, 18:18" (এই বিষয়ে উপরে বর্ণিত ২ (ক) দুষ্টব্য।)

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিবরণের মোশি–সদৃশ ভাববাদীই যে হজরত মোহাম্মদ [দ:] তাহা আলাচনা করিয়া আসিয়াছি। যীশুর আগমনে খ্রিষ্ট এবং যোহনের আগমনে এলিয়ের আগমনের ভাববানীও পূর্ণ হইয়াছে, কেননা যীশু যোহনকে এলিয় বলিয়াছেন। মিথি, ১১: ১৫]। অত:পর ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরে "সেই ভাববাদী" জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পার্শী ভাষায় 'আঁশদের অর্থ 'সেই' এবং এই জন্য মুসলমানগণ মোহাম্মদকে (দ.) 'আঁ–হজরত' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

৭। সত্যের আত্মা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাঃ

যীশু শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরস্ত তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না. কিন্তু যাহা শুনেন. তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।" [যোহন ১৬ ঃ ১২, ১৩]। খ্রিষ্টানগণ সত্যের আত্যা বলিতে পবিত্ৰ–আত্মা বুঝিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নহে। কেননা পবিত্র আত্মার নতুন করিয়া আসার কোন প্রশ্নই উঠিত পারেনা যেহেত পবিত্র আত্মা পূর্ব হইতেই পৃথিবীতে ছিল। যথা, পবিত্র আত্মা যীশুর ওপর অবতীর্ণ হইয়াছিল মার্ক ১ ঃ ৮-১০। যিরূশালেমের শিমিয়োন নামক এক ব্যক্তির উপরেও পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হইয়াছিল। [লুক . ২ : ২৫]। অথচ এই ভাববানীতে বলা হইয়াছে যে সেই আত্মা যীশুর পরে আগমন করিবেন। অতএব কোন রকমেই সত্যের আত্মা বলিতে পবিত্র আত্মাকে বঝায় না। এই ভবিষ্য-দ্বানীতেও হজরত মোহাম্মদের [দঃ] আগমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা দুরীভূত হইয়াছে" [বনি ইছরাইল, ৮২ আয়াত]। ভাববানীতে বলা হইয়াছে যে তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন। হজরত মোহাম্মদ (দ.) সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাহার নিকট অবতীর্ণ প্রত্যাদেশবানী ব্যতীত তিনি নিজের কথা কিছুই বলেন না।" [নজম, ৪–৫ আয়াত]।

৮। প্রকাশিত বাক্যে মহানবীঃ

"যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্য–ময় সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি আদি।" [প্রকাশিত বাক্য ৩ ঃ ১৪]।

এইখানেও হজরত মোহাম্মদের [দঃ] কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে মক্কাবাসীগণ 'আল আমিন বা বিশ্বাসী এবং সাদেক বা সত্যবাদী আখ্যা দান করিয়াছিল। তাহা ছাড়া হাদিসে আছে যে তিনিই আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির আদি। জাফর সাদিক ইমাম বাকের হইতে, ইমামবাকের জয়নাল আবেদীন ইইতে, জয়নাল আবেদীন ইমাম হোসেন হইতে এবং ইমাম হোসেন হজরত আলী [রা.] হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সর্বপ্রথম সৃষ্টি হইল নূরে মোহাম্মদী। (বোখারী)।

অতঃপর পাঠ করুন, "পরে আমি দেখিলাম স্বৰ্গ খুলিয়া গেল আর দেখ শ্বেতবর্ণ একটি অশ্ব। যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন, তিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় নামে আখ্যাত এবং তিনি ধর্মশীলতায় বিচার ও যুদ্ধ করেন। ...তাঁহার নাম "রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু। " প্রিঃ বাঃ ১৯ ঃ ১১,১৬]। এইখানেও নবী–সম্রাট হজরত মোহাম্মদের [দ.] বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। কেননা একমাত্র তিনিই আলআমিন বা বিশ্বাসী এবং সাদিক বা সত্যবাদী নামে আখ্যাত ছিলেন। ধর্মের জন্য তিনি আক্রান্ত অবস্থায় যুদ্ধও করিয়াছেন। তিনি খাতামান নবীঈন ও ইমামুল মুরছালীন এবং এইজন্য তাঁহাকে রাজাদের রাজা ও প্রভূদের প্রভূ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অনন্তর সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রভু আল্লাহরই জন্য।[৩৫]

৯। 'ফারকুলিত' –এর আগমনের ভবিষ্যদাণীঃ

"আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক 'ফারকুলিত' (পক্ষ-সমর্থনকারী শান্তি-দাতা) তোমাদিগকে দিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সংগে থাকেন। তিনি সত্যের আত্মা। জগৎ তাঁহাকে গ্রহন করিতে পারে না-কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না। তোমরা তাঁহাকে জানো-কারন তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।" (যোহন ১৪

ঃ ১৬ দ্রষ্টব্য)।

যোহন (১৬ ঃ ৭-৮) ঃ

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি , আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল। কারন আমি না গেলে সেই ফারকুলিত ' তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই , তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগতকে দোষী করিবেন।"

উল্লেখ্য যে যীশুখৃষ্ট আগমনকারী মহাপুরুষকে 'ফারকুলিত' (গ্রীক বাইবেলে 'পারাক্লীটস') অর্থাৎ সত্যের পক্ষ-সমর্থনকারী এবং জগতের শান্তি—দাতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা 'রহমাতুল্লাল আলামীন' (বিশ্বের কল্যান) এবং সমকালীন আরববাসীগন তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধি–প্রদান করেছে।

শেষ-যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ-সদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষয়োণী

(ক) খ্রিষ্টপূর্ব তের শতাব্দীতে ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসা (আ.) আবির্ভূত হন। হ্যরত ঈসা (আ.) তথা যীশুর আগমন সম্মন্ধে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ Old Testament বা তৌরাতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেগুলি পূর্ণ করে যথাসময়ে হযরত ঈসা (আ.)−এর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: তদানীন্তন ইহুদীগণ সমাগত যীশু, তথা হযরত ঈসা (আ.)–কে স্বীকার করে নাই, বরং তাঁর ওপর অত্যাচার করে তাঁকে কুশবিদ্ধ করেছিল এবং তাঁর অনুসারীদের ওপরও অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল। এই সকল কারণে ইহুদীগণের ওপর যুগে যুগে ঐশী–শাস্তি নেমে এসেছে। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তৌরাতের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'তালমুদ' হতে শেষ-যুগের 'মসীহ-সদৃশ' প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সম্পর্কে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা হলোঃ-

- * "মসীহের আগমনে গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা হবে"। (Every man's Talmud 34)।
- * "তিনি শীলোহ বা রাসুল হবেন, ...তখন মানুষ তৌরাতের শিক্ষা ভুলে যাবে। মসীহের রাজত্বকাল হাজার বছর স্থায়ী হবে।" (ঐ পৃঃ ৩৪৭–৩৫৬ দ্রষ্টব্য)।

- * "বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ মারা যাবেন এবং তাঁর (আধ্যাত্মিক) রাজত্ব তাহার পুত্র এবং পৌত্রের উপর বর্তাইবে।" (তালমুদ)।
- (খ) খ্রিষ্টানদের 'নুতন নিয়ম' (New Testament)–এর আলোকে প্রতিশ্রুত শেষ-যুগ এবং 'প্রতিশ্রত মসীহ'-এর আগমন সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ প্রনিধান–যোগ্যঃ–

"বিদ্যুৎ যেমন পুর্ব দিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্য-পুত্রের আগমন হবে।" (মথিঃ ২৪ঃ২৭)।

"যে দন্ডে তোমরা মনে করবে না, সেই দন্ডে মনুষ্য–পুত্র আসবেন।" (লুক ১২ঃ৪০, মথি ২৪ঃ৪৪)।

"সেই সময়ে তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে, জাতির বিপক্ষে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য দন্ডায়মান হবে। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হবে, যেরূপ জগত সৃষ্টি অবধি কখনও হয় নাই, কখনও হবেও না।" (মথি ২৪%৬%-৮,১৯,২১)।

"আর নৃহের সময়ে যেরূপ হয়েছিল, মনুষ্য-পুত্রের সময়ও তদ্রুপ হবে। ...সেইরূপ লুতের সময়ে যেরূপ হয়েছিল...মনুষ্য-পুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন, সেদিনও তদ্রুপ হবে।" (লুক ১৭ঃ২৬, ২৮,৩০)।

"আর তিনি (অর্থাৎ মনুষ্য-পুত্র) মহাতুরী-ধ্বনীসহ আপন দুতগণকে প্রেরণ করবেন, তাঁরা আকাশের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত, চারি বায়ু হতে তাঁর মনোনীতদেরকে একত্রিত করবেন।" (মথি ২৪%৩১)।

"মানুষের গায়ে ব্যথাজনক দুষ্টক্ষভের সৃষ্টি হলো.... সমুদ্রের জীবগণ মরলো... প্রচন্ড ভূমিকম্প হলো... আকাশ হতে মানুষের উপর বড়ো বড়ো শিলা বর্ষিত হলো।" (প্রকাশিত বাক্য, ১৬ঃ২,ও ১৮,২১)।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের প্রত্যেকটি বর্তমান যুগের অবস্থা এবং আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)—এর দাবীর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। কেননা, ইহুদী ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীব্যাপী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছে, আগমনকারী হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রগণ নির্বাচিত খলিফা হিসেবে এই মহান আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছেন এবং এবং অদুর ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের মাধ্যমে কাংখিত বিশ্ব–শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

দিতীয়তঃ খ্রিষ্টীয় ধর্মের ভবিষ্যদাণী অনুযায়ী প্রাচ্যের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল ভারতবর্ষের কাদিয়ান হতে প্রতিশ্রুত মনুষ্যপুত্র অর্থাৎ ঈসা-সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হিসেবে হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর জামা'তের প্রচার–তৎপরতা পাশ্চাত্যের কোনে কোনে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে এবং আহমদী প্রচারকগণ দিকে দিকে বজ্রনিনাদে ঘোষণা প্রদান করে চলেছেন তাঁর শুভাগমনের বার্তা।

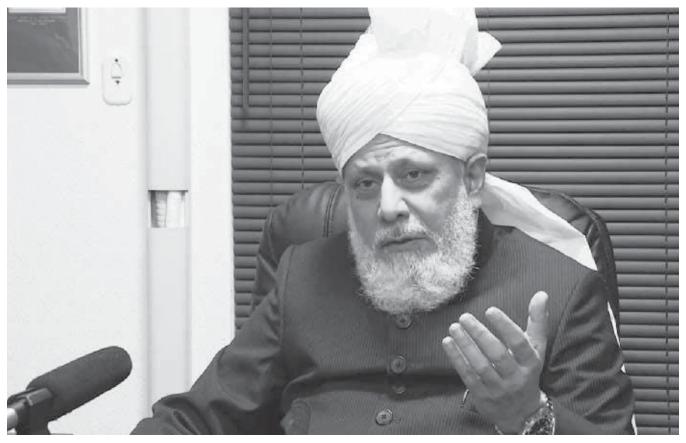
তৃতীয়ত ঃ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের তাভবলীলা, মহামারী প্লেগ, ইনফুয়েঞ্জা, ক্যানসার, এইডস্ ইত্যাদি রোগের ভয়াবহতা এবং পৃথিবীব্যাপী লুতের যুগের ন্যায় নৈতিক অধঃপতনের ব্যাপকতা, নুহের যুগের ন্যায় প্লাবন, জলোচছাস, সুনামী ইত্যাদি মহাপ্রলয়ংকরী ঘটনাবলী খ্রিষ্টীয় উনবিংশ এবং বিংশ শতান্দীকে প্রতিশ্রুত যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

চতুর্থতঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে উল্লেখিত প্রতিশ্রুণত যুগের চিহ্নাবলীর সংগে বর্তমান যুগের ঘটনাবলী হবহু মিলে যাওয়ায় এবং দাবীকারকের সমর্থনে প্রকাশিত নিদর্শনাবলী এবং তাঁর যুক্তি—জ্ঞান ও শান্তিপূর্ণ প্রচার—মূলক কার্যাবলীর দ্বারা একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাইবেল (New Testament) অনুযায়ী এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুণত মসীহের আগমনের যুগ এবং তিনি অবশ্যই আবির্ভূত হয়েছেন।

পঞ্চমতঃ উল্লেখ্য যে, বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত আরো তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনটির প্রতি ইহুদী-খ্রিষ্টানসহ সকল সত্যাম্বেষী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (চলবে)



সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ৮ ডিসেম্বর ২০১৫



তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রধানের সতর্কবার্তা

বিমান হামলায় বেসামরিক হতাহতের হুমকির কথাও বললেন হ্যরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বজনীন ইমাম, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মাসরর আহমদ (আই.) বিশ্ব নেতৃবর্গ ও সরকারসমূহে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করে বলেছেন যে, বিদ্যমান সংঘাতসমূহ ঘনীভূত হয়ে একটি পূর্ণ মাত্রার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। সম্মানিত হুয়র দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবায় এই মন্তব্য করেন।

সম্মানিত হুযূর আলোকপাত করেন কিভাবে

বিশ্বের সমস্যাসমূহের গোড়া মুসলিম দেশসমূহ ও অন্যান্য বিশ্বশক্তিগুলোর দ্বারা সংঘটিত সুগভীর অন্যায়-অবিচারের মধ্যে নিহিত রয়েছে। হুযূর পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী শান্তির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী আহমদী মুসলমানদের দোয়ার আহ্বান জানান।

হ্যরত মির্যা মাসরের (আই.) বলেন ঃ "বিশ্ব আজ এক মহা বিপদের মধ্যে রয়েছে এবং একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে আর তাই আমাদের জামা'তের সদস্যগণের পক্ষ হতে বিশেষ আভরিক

দোয়ার আহ্বান প্রয়োজন।"

অনাগত সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে হযরত মির্যা মসরর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "পরিস্থিতির তীব্রতা এমন যে, যে কোন মুহূর্তে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে বরং বাস্তবে ইতিমধ্যে ছোট পরিসরে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ এ বিষয়ে সতর্কবার্তা প্রদান করে আসছি কিন্তু এতদিনে কেবল বিশ্লেষকগণ এবং বিশ্ব ব্যক্তিত্বগণ একমত হতে শুরু করেছে।"

Mi2HVI

"अशिक्रिक्श जोडाका असन (स, (स (कान सूष्ट्राक् केश विस्प्रसूक्ष काश्रम्ह काल्य वेश शिक्राक्षा (क्राहे अशि अशि (क्राहे अशि अशि (क्राहे अशि अशि (क्राहे (अर्थ)।

আমি বেশ
ব্যামি বেশ
ব্যামি প্র
মাবং প্র বিমারে
সাত্রব্যার্তা প্রাদান
ব্যার আসমি
বিদ্যু প্রতাদিনে
বিশ্ব ব্যক্তিপ্রদান
প্রক্রমত সতে শুরু
ব্যামিক শ্রমার
বিশ্ব ব্যক্তিপ্রদান
প্রক্রমত সতে শুরু
ব্যামিক শ্রমার
বিশ্ব ব্যক্তিপ্রদান
প্রক্রমত সতে শুরু
ব্যামিক শ্রমার
বিশ্ব ব্যক্তিপ্রদান
প্রক্রমাত সতে শুরু
ব্যামিক শ্রমার
বিশ্ব ব্যক্তিপ্রদান
প্রক্রমাত সতে শুরু
ব্যামিক শ্রমার
বিশ্ব ব্যক্তিপ্রদান
প্রক্রমার
বিশ্ব ব্যক্তিপ্রদান
বিশ্ব ব্যক্

ইরাক এবং সিরিয়ায় সন্ত্রাসী দল দায়েশ এর বিরুদ্ধে বিমান হামলা প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) "সরকারসমূহ যদি বিমান হামলা চালাতে তবে অবশ্যই সরাসরি তা নৃশংসতাসমূহের হোতাদের লক্ষ্য করে উচিত, নিৰ্দোষ পরিচালনা করা জনসাধারণের ওপর নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নির্দোষদের এবং সাধারণ জনগণকে রক্ষা করুন।"

হযরত মির্যা মসরর (আই.) আরও বলেনঃ
"সিরিয়ার জনগণ মুক্তির কোন উপায় ছাড়াই
আটকা পড়েছে। এ সংঘাতের অবসান
ঘটাতে প্রতিবেশী দেশগুলোর অনেক আগেই
স্থানীয় সরকারগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া
উচিত ছিল। এর পরিবর্তে বিশৃঙ্খলাকে
বাড়তে দেয়া হয়েছে এবং আরও দূর-দূরান্তে
ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে, আর
এখন তা বিশ্বের অনেকাংশেই প্রভাব
ফেলেছে। নিশ্চিতভাবে প্রতিবেশী মুসলিম
দেশগুলো সংঘাত এবং বিশৃঙ্খলা নিরসনে
তাদের দায়িতু পালনে ব্যর্থ হয়েছে।"

ক্রমাগত বেড়ে উঠা ঔদ্ধত্য এবং সংঘাত সম্পর্কে হ্যরত মির্যা মসরর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "এটা বলা হচ্ছে যে, কিছু সরকার দায়েসের সাথে লেনদেন করছে এবং তারা তাদের তেল কিনছে। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছে। তুরস্ক এটা অস্বীকার করেছে এবং এই একই অভিযোগ রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরোপ করেছে। সত্য যাই হোক এটা সুনিশ্চিত যে, কোন ধরনের লেনদেন ঘটছে। অধিকম্ভ, যখন থেকে তুরস্ক একটি রাশিয়ান বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে তখন থেকে শক্রতার বহিঃপ্রকাশ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।"

হযরত মির্যা মসরের (আই.) বলেন ঃ
"আরও বলা হচ্ছে যে, দায়েশ পরিকল্পনা
করছে যে, যদি একে ইরাক অথবা সিরিয়া
ছাড়তে বাধ্য করা হয় তবে এটি লিবিয়ায়
ঘাঁটি স্থাপন করবে। এটা সুস্পষ্ট যে, তখন
বিমান হামলা লিবিয়াতেও শুরু হবে এবং
পুনরায় সাধারণ জনগণ মারা যাবে। পশ্চিমা
জাতিগুলো এসব জাতিগুলোকে তাদের
বিরুদ্ধে যাবার আগে বারবার সাহায্য
করছে। লিবিয়া, সিরিয়া অথবা ইরাকে হয়
তারা তাদের সরকারের পতন ঘটিয়েছে
অথবা এটা করার চেষ্টা চালাবে।
দুর্ভাগ্যবশত, তাদের দেশের সরকারগুলোও

নিষ্ঠুর এবং অন্যায়কারী। বিশ্বে বিদ্যমান এই বিশৃঙ্খলা অবিচারের চিরায়াত চক্রের ফলাফল।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন ঃ "বিশ্ব এই সঙ্গীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এটা আদৌ মনে হচ্ছেনা প্রধান শক্তিসমূহ এবং সরকারগণ ন্যায়বিচারের সুউচ্চ দাবির কোন দৃষ্টি দিচ্ছে। যদিওবা বর্বর সন্ত্রাসী দল দায়েশ পরাজিত হয়, তার অর্থ এ নয় য়ে, অবিলম্বে শান্তি অর্জিত হবে। বরং কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা ইন্সিত দেয় য়ে, বিভেদ ও য়ুদ্ধ-বিগ্রহ পরেও চলতে পারে, য়েহেতু রাশিয়া এবং পশ্চিমাদের মধ্যে টানা পোড়েন বেড়েই চলেছে। আবারও নির্দোষ সাধারণ জনগণই সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি ও প্রাণহানির শিকার হবে।"

পরিশেষে হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "এভাবে পৃথিবী মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন আর তাই আমাদের প্রার্থনায় নতজানু হওয়া উচিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই বিশ্বকে সকল প্রকার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন এবং সজ্ঞান ও সুবিচারের সাথে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং সরকারগুলোকে কাজ করার তৌফিক দান করুন।"

ঐশী সাহায্য লাভের দোয়া

"রাব্বি ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির"

অর্থ : হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অসহায়, তুমি (আমার শক্র হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (তাযকেরা, পৃ. ৭১৪)

উত্তম তারাই যারা ক্রোধ দমন করে

মাহমুদ আহমদ সুমন

🗲 বিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'পুণ্যবান ব্যক্তি তারা যারা ক্রোধ দমন করার স্থানে তাদের ক্রোধ দমন করে এবং ক্ষমার উপযোগী ক্ষেত্রে ক্ষমা করে, আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৫)। আসলে তারাই পুণ্যবান ব্যক্তি যারা নিজেদের ক্রোধকে দমন করতে পারে। যাদের মাঝে ক্ষমার বৈশিষ্ট্য আছে তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে আল্লাহপাকের কাছে। আল্লাহ্তাআলা বলেন, 'এবং এদের প্রতি যখন অন্যায় করা হয় তখন তারা প্রতিশোধ তো নেয়, তবে তারা মনে রাখে অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকুই যতটুকু সেই অন্যায়টি হয়ে থাকে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শুধরানোর লক্ষ্যে যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না' (সূরা আশ শুরা : ৩৯-৪০)।

আমরা জানি, ক্ষমা এবং উদারতার সর্বোত্তম আদর্শ হলেন আমাদের প্রিয় নবী, শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হৃদয় ছিল ক্ষমার মহাসাগর। পরস্পরের মাঝে ঝগড়া বিবাদ আর হিংসা-বিদ্বেষ ভূলে গিয়ে ভাই ভাই হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা একে অপরকে হিংসা করবে না. নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কর না, পরস্পরে বিদ্বেষ রেখ না, একে অপরের সাথে শক্রতা পোষণ কর না, মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর চড়া দাম দিয়ে অন্যের সওদা ক্রয় কর না, হে আল্লাহর বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, সে তার ভাই-এর ওপর যুলুম করে না, তাকে নিগৃহীত করে না এবং তাকে হীন জ্ঞান করে না। মহানবী (সা.) নিজ বক্ষপানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিন বার বলেন, "আততাকওয়া হা হুনা" অর্থাৎ তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তি দূরভিসন্ধি আঁটবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইদেরকে হীন জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ আর মান সম্মান অপর মুসলমানের জন্য হারাম' (সহি মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ)।

আল্লাহ্পাকের প্রকৃত বান্দাদের জন্য সর্বদা এই নির্দেশই রয়েছে যে, তাদের যে উত্তম জীবনাদর্শের ওপর আমল করতে হবে তা মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ-অনুকরণ করে জীবন পরিচালনা করি তাহলেই আমরা আল্লাহপাকের সম্ভুষ্টি অর্জন করতে পারবো। তাই আমাদেরকে নিজেদের অন্তরে অন্বেষণ করতে হবে আমরা কি ঐ জীবনাদর্শের ওপর আমল করে নিজেদেরকে সার্বিকভাবে তাকওয়া দ্বারা সুসজ্জিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি? আমাদের অন্তর-আত্মাও কি আল্লাহ তা'লার ভয়ে আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দয়ার্দ্র আর মঙ্গল সাধনে তৎপর রয়েছি? আমরা যদি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই সবার জন্য মঙ্গল কামনা করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও আমাদেরকে ভালবাসবেন এবং আমাদের সব চাহিদা পুরণ করবেন আর পরিবার ও দেশ হবে জান্নাত সদৃশ।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহাবিরা তাকে (সা.) কতই না ভালবাসতেন এবং তার প্রতিটি কথার ওপর আমল করতেন। যারা পশুতুল্য ছিল, তাদেরকে তিনি (সা.) ফেরেশতাতুল্য করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর সেই সব অন্ধকার যুগের মানুষরা

নিজেদের অভ্যন্তরে কত অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করেছেন, এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উপস্থাপন করছি: হজরত আবু যার গিফরী (রা.) বর্ণনা করেন, 'তার একটি চৌবাচ্চা থেকে লোকদেরকে খাবার পানি সরবরাহ করা হতো। একবার কোন এক পরিবারের কতিপয় লোক আসল, তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, কে আছে যে আবু যারের কাছে যাবে আর তার মাথার চুল মুঠিবদ্ধ করে কৈফিয়ত তলব করবে, তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, সে এটা করবে। সেই অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি চৌবাচ্চার কাছে তার নিকট গেল আর আবু যারকে বিরক্তিকর প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে শুরু করলো। আবু যার দাঁডানো অবস্থা থেকে বসে গেলেন এরপর শুয়ে পড়লেন অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, দাঁড়ানো অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে বসে যাবে, যদি রাগ প্রশমিত হয়ে যায় তো ভাল, নয় তো শুয়ে পড়বে' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পুঃ ১৫৩, বৈরুত থেকে মুদ্রিত)।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন, 'আমরা একবার উরুরা বিন মুহাম্মদের কাছে বসা ছিলাম, তার কাছে এক ব্যক্তি আসলো আর তার সাথে এমন সব কথা-বার্তা বললো যে, সে রাগান্বিত হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অত্যন্ত রাগন্বিত হওয়ায় সে উঠে দাঁড়িয়ে গেল আর ওয়ু করে আমাদের কাছে ফেরৎ আসলো এরপর সে বললো যে, আমার বাবা, আমার দাদা আতিয়া, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে বলেন, রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রাগ-ক্ষোভ শয়তান থেকে আসে, আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে আর আগুন নিভানো হয় পানি দিয়ে। অতএব তোমাদের মধ্যে

কারো রাগ হলে তার ওজু করে নেয়া উচিত' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৬, বৈরুতে মুদ্রিত)। এই ছিল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মহানবী (সা.) সব সময় এই দোয়া যাচনা করতেন, 'হে আমার আল্লাহ্! আমি অনৈতিক কর্ম, মন্দ কার্যকলাপ আর দুষ্ট আকাঙ্খা থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করি' (তিরমিযি, আব আবওয়াদুদ দাওয়াত, বাব জামিউদ দাওয়াত)।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিজ জামা'তে সদস্যদের কাছে কি প্রত্যাশা রাখেন তা তুলে ধরছি–

তিনি (আ.) বলেন, "আমার জামা'তের সকল সদস্যরা যারা এখানে উপস্থিত আছে কিংবা নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে বসবাস করছেন তারা মনোযোগের সাথে শুনে রাখুন যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা আমার জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন বা আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি প্রত্যাশা এই যে, তারা সৎকর্মে ও আচার ব্যবহারে সদাচারী হোন আর তাক্ওয়ার উচ্চ মর্যাদায় আসীন হোন যাতে কোন দুষ্টামি ও ঝগড়া ফ্যাসাদ এবং কদাচার তাদের কাছে ভিড়তে না পারে। তারা পাঁচ ওয়াক্তের নামায বা-জামা'ত আদায়ে নিষ্ঠাবান হোন, তারা মিথ্যা বলবেন না, তারা কাউকে কথায় আঘাত দিবেন না, তারা কোন মন্দ কর্মে জড়াবেন না, আর কোন ষড়যন্ত্রে, জুলুম অত্যাচারে, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের কোন চিন্তা-ভাবনাও অন্তরে ঠাই দিবেন না অর্থাৎ প্রত্যেক এ প্রকারের অন্যায়-অপরাধ অনাকাঙ্খিত কার্যকলাপ অধৈর্য্য এবং অশোভন আচরণ থেকে বিরত থাকুন। পবিত্র অন্তকরণের অধিকারী হোন আর নিরপরাধ ও আল্লাহ্র বিনয়ী বান্দায় পরিণত হোন। এর মাঝে লৌকিকতার লেশমাত্র যেন না থাকে....।

সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা যেন তার জীবনের মূল নীতি হয় আর খোদা তা'লার ভয়ে ভীত থাকুন। নিজ কথায়, আর নিজের হাত দ্বারা এবং নিজ মন ও চিন্তা-চেতনাকে সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও গর্হিত পদ্ধতি ও অন্যের সম্পদ আত্মস্যাত করা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলবে। আর পাঁচ বেলার নামায একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠতার সাথে প্রতিষ্ঠিত রেখো। বয়আতকারীরা সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি, সীমালজ্ঞন, অবিশ্বস্ততা ও বিনা-অনুমতিতে কারো গৃহে ঢুকে পড়া, অহেতুক নাক গলানো বা পক্ষপাতিত্ব করা থেকে আতারক্ষা করে চলবে। কুসঙ্গ পরিত্যাগ করবে যাতে পরবর্তীতে সাব্যস্ত হতে পারে যে, এই এক ব্যক্তি যে তার সাথে গভীরভাবে মেলা-মেশা করতো, সে খোদা তা'লার আজ্ঞাবহ নয়,..... কিংবা হুকুকুল ইবাদের কোনই ধার ধারে না, খুবই মন্দ স্বভাবের দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন কদাচারী। বয়আত করে শুদ্ধতা লাভ করার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তুমি অকারণে অনধিকারে বড় গলায় মিথ্যারোপ করে অপবাদ দেওয়ার অভ্যাস ধরে রেখেছ। খোদা তা'লার বান্দাদেরকে ধোকা দিতে চাও? তবে তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক হবে যে, এই সকল মন্দ নিজ মাঝ থেকে দূর করে দাও, আর এমন লোকদের সঙ্গ পরিহার করে চলো যারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।

তোমাদের উচিত কোন ধর্ম, কোন জাতি. কোন গোত্র বা গোষ্ঠি কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি করার ইচ্ছাও পোষণ করো না। প্রত্যেকের জন্য সত্যিকারের মঙ্গলাকাঙ্কী হও এবং তোমাদের উচিত, তোমাদের সমাবেশে দুষ্টপ্রকৃতির লোকদের, কদাচারী ব্যক্তিদের, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আর দূর্ব্যবহারকারীদের ঠাঁই যেন অবশ্যই না হয় আর না তোমাদের বাসগৃহে তারা অবস্থান করতে পারে যাতে কোন সময়ে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হও। তিনি আরও বলেন,..... এসব সেই সমস্ত শর্ত ও বিষয় যা আমি শুরু থেকেই বলে আসছি। আমার জামা'তভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের জন্যই বাধ্যতামূলক যে, তারা আমার যাবতীয় উপদেশ প্রতিপালনকারী হবে আর এটা উচিত যে, তোমাদের মজলিসগুলো অপবিত্র কথা-বার্তা আর হাসি ও ঠাট্টা তামাশায় মশগুল থাকবে না বরং পবিত্র অন্তরে পবিত্র চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে পদচারণা কর আর স্মরণ রেখ প্রত্যেক ষড়যন্ত্র ও মন্দকর্ম প্রতিরোধযোগ্য নয় এজন্য আবশ্যকীয় যে. অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদারতা ও ক্ষমার অভ্যাস অবলম্বন করা। ধৈর্য ও দয়ার দ্বারা কাজ নাও, কারো ওপরে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করো না, উত্তেজনাকর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। ধর্ম বিষয়ক আলাপ চারিতায় কেউ তর্ক-বিতর্ক শুরু করলে কোমল স্বরে নরম কথায় ধর্মীয় নীতি অবলম্বন করে জবাব দাও।

এরপরও কেউ নির্বোধ অন্যায়-আচরণ করলে সালাম দিয়ে এমন মজলিস থেকে দ্রুত উঠে পর। যদি তোমাকে ত্যক্ত-বিরক্ত করা হয় মন্দ গালীও দেয়া হয় আর তোমাকে সম্বোধন করে কটু বাক্য বলা হয় তবে সাবধান থেক যে, মন্দকে মন্দ দিয়েই যেন তোমাদের মোকাবেলা না হয়। তা না হলে তোমরাও সে রকমই বিবেচিত হবে যেমনটি তারা। খোদা তা'লা চান যে, তোমাদের দিয়ে এমন এক জামা'ত বানাবেন যাতে তোমরা সমগ্র দুনিয়ার জন্য সদাচারী ও কল্যাণ সাধনকারী এক আদর্শ নমুনায় পরিণত হও।

অতএব, নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে শীঘ্রই বের করে দাও, যে মন্দ আর দুষ্টামিতে আর নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলায় কুপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের জামা তের যে ব্যক্তি বিনয় ও সৎকর্মে আর ধর্মপরায়ণতায় ও অনুকম্পা প্রদর্শনে কোমল কথা-বার্তায় বিনম্র স্থভাবে পুণ্যবান চাল-চলনের সাথে অভ্যন্ত হতে পারে না, সে শীঘ্রই আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাক। কেননা, আমাদের খোদা চান না যে এমন লোক আমাদের মধ্যে থাকুক। নিশ্চিত যে হতাশার মধ্যে সেমৃত্যুবরণ করবে, কেননা সে সৎ পথ অবলম্বন করে নাই।

অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও। সিত্যকারভাবে পবিত্র অন্তরের অধিকারী আর বিনয়ী হও আর সঠিক পথের অনুসারী হয়ে যাও। তোমরা পাঁচ বেলার নামায আর নৈতিকতার মানে পরিচিতি লাভ করবে। তাই যার মাঝে মন্দের বীজ রয়েছে সে এই নিদের্শনাপূর্ণ উপদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।" (ইশতিহার ২৯ মে ১৮৯৮, তবলীগে রিসালত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৩)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মানুষের উচিত আত্মন্তরি না হওয়া, নির্লজ্ঞ্জ না হওয়া। মানুষের সাথে মন্দ ব্যবহার কর না, ভালোবাসা ও মঙ্গল সাধনকারী হও। ব্যক্তিগত আক্রোশে কাউকে ঘৃণা করো না কারো প্রতি বিদ্বেষ রেখ না, অবস্থা অনুযায়ী সঠিক ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও কোমলতা অবলম্বন কর।" (মলফুয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৯, নব সংস্করণ)

আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে হ্যরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপদেশাবলীর ওপর আমল করার এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com



আই তা'লা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যগে যগে নসী সমূল পেকে জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। সেই সাথে অনেক নবী-রসূল এর ওপর ঐশী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সর্বশেষ যে কিতাবটি নাযিল করেছেন তার নাম আল কুরআন। আমাদের প্রাণ প্রিয় মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর শেষ বিধান বা শরীয়ত হিসেবে অর্পিত কিতাবের নাম হলো আল্-কুরআন। এই কিতাব সম্পর্কে বিধর্মীদের অনেক আপত্তি থাকা সত্তেও এটাই প্রমাণিত যে আল্-কুরআন আল্লাহ্র কালাম। এটা মুহাম্মদ (সা.)এর বানানো বা রচিত নয়। সূরা হিজরের দশ নম্বর আয়াত হতে জানা যায় যে, "নিশ্চয় আমরাই এই উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী।

এই আয়াতে কুরআন করীমকে অলিকরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি আছে তা এখন সুস্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে যে অন্য কোন প্রমাণ যদি নাও থাকতো তবু এই সত্যই এর (কুরআনের) এলাহী উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো। এই সূরা মক্কাতে অবতীৰ্ণ হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণের (রা.) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং শত্ৰুপক্ষ নতুন ধৰ্মমতকে সহজেই নিম্পেষণ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো এইরূপ এক অবস্থার মধ্যে কাফিরদেরকে তাদের চরম প্রচেষ্টা দ্বারা একে ধ্বংস করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং এই সাথে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়া হয়েছিল যে তাদের সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ্ তা'লা ব্যর্থ করে দিবেন। কারণ তিনি স্বয়ং এর হেফাযতকারী এই দাবী ছিল দ্ব্যৰ্থহীন ও খোলাখুলি এবং শত্রু পক্ষ ছিল শক্তিশালী ও নির্মম। তথাপি কুরআন যাবতীয় বিচ্যুতি প্রক্ষেপ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপদ থেকে অব্যাহত ভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করে চলছে। [আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)কে কুরআন শরীফ সুরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এ এক স্থায়ী প্রতিশ্রুতি। যখনই কুরআন করীমের ভূল ব্যাখ্যা করা হয় বা ভূল অর্থ আরোপ করা হয় তখনই আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুথ্যহে কোন না কোন আধ্যাত্মিক পুরুষকে সংশোধনের জন্য প্রেরণ করে থাকেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দুষ্টব্য]

একথা সত্য যে, কুরআন করীম হেফাজতের জন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির প্রয়োজন নেই। এমনকি হেফাজতে ইসলাম নামে কোন দলের ও এটি দায়িত্ব নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আপত্তিকারীদের আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন করীমে উল্লেখ করেছেন যে, আর আমরা তাকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তাকে সাজেও না। এতো কেবল উপদেশ এবং এক কুরআন যা (স্বকিছু) সহজ বোধ্য করে (তুলে ধরে) (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কবি হওয়া নবীর জন্য মর্যাদার নয়। বরং নবীর মর্যাদার সাথে কবির সঙ্গতি কম। কারণ কবিরা সাধারণত অলস-স্বপ্ন ও কল্পনায় বিভোর থাকেন, আর শূন্যে প্রাসাদ রচনা করেন। আল্লাহ্র নবীদের সামনে থাকে উচ্চও সুমহান আদর্শ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের বিরাট কর্মসূচী। তবে এই আয়াতটিতে এই কথা বলা হয়নি যে সব কবিতাই মন্দ অথবা সব কবিরাই বাস্তবতা বিবর্জিত স্বাপ্নিক। বরং এখানে এই কথাই বুঝানো হয়েছে, নবীর পদমর্যাদা এত উচ্চও মাহাত্ম্যপূর্ণ যে কবির মর্যাদা তার ধারে কাছেও পৌছে না।

পবিত্র কুরআন মজীদকে আল্ কুরআনে যিক্র বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন মজীদকে বেশি বেশি পাঠ বা তেলাওয়াত করার মাধ্যমে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। যত বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা হবে ততো বেশি ঐশী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে। একজন মু'মিনের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য কুরআন পাঠের কোন বিকল্প নেই। এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজে কুরআন (পাঠ) শিখবে এবং অন্যকে শিখাবে। এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হ্যরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.) বলেছেন যে, সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে এরূপ প্রণয়ত অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন করো যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কারও সঙ্গে কর নাই। কারণ খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে। এই কথাই সত্য। তিনি (আ.) আরো বলেন, যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন বিঘ্লু না থাকে, তবে কুরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করতে পারে। যদি তোমরা স্বয়ং কুরআন শরীফ হতে বিমুখ না হও তবে তা তোমাদেরকে নবী সদৃশ করতে পারে। (কিশতিয়ে নৃহ্ পুস্তক থেকে সংকলিত আমাদের শিক্ষা পূ- ২৪ ও ২৫)।

সূধী পাঠক! নিম্নের উদ্ধৃতিটি বর্ণনার পর মূল আলোচনাতে ফিরে যাবো। সুরা আত্ তালাকের এগার ও বার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব হে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি এক মহান উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন- এক রসূলরূপে। সে কাছে আল্লাহ্র তোমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনায় যা আলোকিত করে দেয়, যেন সে মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারে। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি (এরূপ) জান্নাত সমূহে তাকে প্রবেশ করাবে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (যে সৎকাজ করে) তার জন্য আল্লাহ্ নিশ্চয় অতি উত্তম রিযুক প্রস্তুত করে রেখেছেন।

বর্ণনাতীত আয়াতদ্বয়ের আলোকে বুঝা যায় যে, কুরআনকে কেবল এক মহান উপদেশ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আর এই আল বদৌলতে মু'মিন কুরআনের সংকর্মশীলদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসে। ঈমান আনয়নকারী ও সৎকাজ অর্জনকারীদের জানাতের শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হবে। মু'মিনরা তাদের কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিভিন্ন নজির রেখে যান পরবর্তীদের জন্য উপদেশস্বরূপ, একথা সত্য যে, মৃত্যুকে সবারই একদিন আলিঙ্গন করতে হবে। এটাই কঠিন বাস্তবতা। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়ম। পৃথিবীর সর্বোচ্চ অর্থবিত্তের মালিক থেকে শুরু করে পথের ভিখারী, কেউই প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মের বাইরে নয়। তবে মৃত্যুর পরও মানুষ বেঁচে থাকে, অমর হয়ে থাকে তার কর্মের মধ্যে। ইগজগতের কর্ম যদি ভালো হয়, সুন্দর হয় ও অন্যের জন্য উপকারী তবেই তা অমর হয়ে দেখা দেয় পরস্পরের মাঝে। মু'মিনদের এমন কাজই করা উচিত যাতে মরে গিয়েও সে বেঁচে থাকে যুগ যুগ ধরে। তার কর্মগুলো যেন অন্যের জন্য পাথেয় হয়। আজ কলেমা পাঠকারী নামধারী মুসলমানদের কার্যকলাপ দেখলে বা শুনলে খুব কষ্ট হয়। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। অহরহ চলছে খুন-খারাপী ও হত্যাযজ্ঞ। এই অনৈতিক কাজ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। একমাত্র আমাদের দোয়াই পারে এই আক্রান্ত পৃথিবীকে শান্ত করতে। তাই দোয়ায় ভরা আল কুরআন প্রসঙ্গে কিছু দোয়া পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো। যাতে আমরা সবাই সেগুলো প্রতিনিয়ত পাঠ করি এবং মহান আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। হে খোদা তুমি আমাদের দোয়া কবুল

হ্যরত ইউসুফ (আ.) এর দোয়া

رُبِّ قَدُاتَيْنَنِي مِنَ الْمُلُثِ وَعَلَّمُتَنِي مِنْ تَأْوِيُلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّطُوتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنْتَ وَلِي فِالدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ ۚ تَوَفَّيْنُ مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ۞

"অর্থাৎ হে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা! ইহকালে ও পরকালে তুমিই আমার অভিভাবক! তুমি আমাকে আত্মসমর্পনকারীরূপে মৃত্যু দিও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত করে নিও। (সূরা ইউসুফ: ১০২) হযরত ইউসুফ (আ.) এর এই মিনতী আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেছেন। পবিত্র কুরআন মজীদে বিভিন্ন সূরাতে এর বর্ণনা হয়েছে। আবেগ তরীতে বান্দার দোয়া কিভাবে কবুল হয় হযরত ইউসুফ (আ.) তার দৃষ্টান্ত।

ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَثَّةِ وَنَجِّفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّفِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُّنَ۞ُ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও, ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর এবং যালেম জাতি থেকে আমাকে উদ্ধার কর।' (সুরা আত্তাহরীম : ১২) পবিত্র কুরআন মজীদে কাফিরদের আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে, মু'মিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রী আর ইমরানের কন্যা মরিয়মের দৃষ্টান্তও বর্ণনা করেছেন। ফেরাউনের স্ত্রী ঐ সকল মু'মিনের প্রতীক যারা পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একান্ত বাসনা পোষণ করে ও আকুতি জানায়, এমনকি তিরস্কারকারী আত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হয়েও সময় সময় পদশ্বলিত হয়ে পড়ে। হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মরিয়ম আল্লাহ তা'লার ঐ সকল পুণ্যাত্মা বান্দাগণের প্রতীক যারা নিজেদের ওপরে পাপের সকল দরজা বন্ধ করে আল্লাহ্র সাথে শান্তি-সন্ধি স্থাপন করেও আল্লাহ্ থেকে ঐশী প্রেরণা লাভ করে থাকে।

(চলবে)

শুভ বিবাহের সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞপ্তি

সুধী আহমদী সদস্যবৃন্দ! আপনারা সকলেই অবগত আহমদীয়া মুসলিম আছেন, জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র "আহমদী" পত্রিকায় মুখপত্ৰ দীর্ঘকাল ধরে আহমদী ছেলে-মেয়েদের শুভ বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে।

আপনারাও এখানে অতি আগ্রহ
নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জন্য
আমাদের কাছে আবেদনও
জানাচ্ছেন। আপনাদের জন্য
একটি সুসংবাদ হলো বিয়ের
সংবাদের পাশে পাত্রের ছবিও
কেউ দিতে চাইলে তা ছাপানো
হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের
কুরবানীকে গ্রহণ করুন।
(আমীন)

মাহবুব হোসেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সং বা দ

কুকুয়া জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/১১/২০১৫ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কুকুয়া, আমতলী, বরগুনার উদ্যোগে বাদ মাগরীব সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী খলীফা, সাবেক প্রেসিডেন্ট, কুকুয়া। জলসার কার্যক্রম শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াত ও ন্যম পাঠের মাধ্যমে। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, ন্যম পাঠ করেন

জনাব মোহাম্মদ মিজবাহুর রহমান (বাপ্পি)। বজৃতা পর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বজব্য রাখেন মৌ. আল-আমীন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন চরিত্র সম্পর্কে বজব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী খলীফা। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ১ জন মেহমানসহ ২৫ উপস্থিত ছিলেন।

আল-আমীন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শৈলমারির উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) অনুষ্ঠিত

গত ১১/১২/২০১৫ তারিখ বাদ মাগরীব, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শৈলমারির উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত জলসাতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. রিফকুল ইসলাম, নযম পাঠ করেন জনাব তারেক আহমদ। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমদ। উক্ত জলসায় মহানবী (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা খালীদ হোসেন সবুজ এবং মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ। এছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস ও ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতা নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব হয়। জলসাতে মোট উপস্থিতি সংখ্যা ছিলো ৫০ জন। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সালাহ্ উদ্দিন আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নুসরতাবাদ-চরদুখিয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) অনুষ্ঠিত

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ বাদ জুমুআ মুসলিম জামা'ত, নুরতাবাদ-চরদুখিয়ার উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব রিয়াজ আহমদ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নাসের আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব মেহেদী হাসান জয়। বক্তৃতা পর্বে রসুল করীম (সা.) এর বাল্যকাল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আক্তার হোসেন। এরপর ইসলাম প্রচারে রসূল করীম (সা.) এর আদর্শ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব রফি আহমদ পাটোয়ারী। তারপর বিনয় ও

ন্দ্রতার মূর্ত প্রতীক রসূল করীম (সা.)

এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা
নাবিদ আহমদ লিমন। এ পর্যায়ে
বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মূর্তজ
আহমদ তানভীর। এরপর হযরত
মুহাম্মদ (সা.) এর পরমত সহিষ্ণুতা
বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা তারেক
আহমদ।

সবশেষে সভাপতি দৈনন্দিন জীবনে রস্ল করীম (সা.) এর আদর্শ তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। জলসায় ১৮জন মেহমানসহ ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রিয়াজ আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১০/১০/২০১৫ তারিখ রোজ শনিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় জনাব সালাউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে নার্গিস আক্তার, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে নার্গিস আক্তার, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার সভানেত্রীত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, রৌশন আরা বেগম। নযম পাঠ করেন হাফিয়া বেগম। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর রসূল প্রেম সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন শেফালী বেগম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন রুবিয়া বেগম। আহমদীয়াতের পরিচিতি পড়ে শুনান সানজিদা সুলতানা নিশি। মানুষের কর্মের ওপর অভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ্র ওপর সমর্পিত এ বিষয়ে আলোচনা করেন শামসুন্নাহার কল্পনা। মানাজাত সম্পর্কে আলোচনা করেন শামসুন্নাহার কল্পনা। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নার্গিস আক্তার

ইসলামগঞ্জ, সুনামগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ-এর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিতৃ করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক আহমদ আলমগীর। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস জাহানারা বেগম। নযম পাঠ করেন লিনা বেগম। তারপর ইসলামে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মিসেস রানু বেগম চৌধুরী। ইসলামে মালী কুরবানী ও আমাদের করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা সৈয়দ মুজাফ্ফর আহমদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ ও শূরার বিষয়ে আলোচনা করেন মৌঃ মুহাম্মদ আমীর হোসেন। সবশেষে সভানেত্রী ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করে জোনাল ইনচার্জ মৌ, আমীর হোসেন। উক্ত সভাতে ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

চট্টগ্রামে বিশেষ ওয়াকারে আমল

গত ২০/১২/২০১৫ তারিখ চট্টগ্রামের আসন্ন জলসা ও তালিম তরবিয়তী ক্লাসকে সামনে রেখে মজলিস খোদ্দামূল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪ টা পর্যস্ত মসজিদ কমপ্লেক্স-এ জামা'তের ৮০টি কম্বল ধৌত করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ১০ জন খোদ্দাম। দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল কর্মসূচীর সমাপ্ত হয়।

ইমরান সাইদ

जिंटिस प



গত ২৪. ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর-২০১৫ মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের ৩৭তম কন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ও ৩৮তম শুরা ঢাকার বকশীবাজারস্ত দারুত তবলীগে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় ২৪ ডিসেম্বর সকাল ৯-৩০ ঘাটিকায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সদর মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্র পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। উদ্বোধনী অধিবেশনের সূচনা হয় পবিত্র কুরুআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে সদর মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ বলেন, "আনসারুল্লাহ্র সংগঠন এর ৭৫ বছর পূর্তিতে আমরা এ দেশের আনসার যারা, তাদের ওপর এক গুরু দায়ভার বর্তানো আছে, কেননা এদেশেরই 'নাসের' মরহুম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেবকে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৪৪ সনে 'এযাজী মেম্বার' নিযুক্ত করেছিলেন। অতএব যে দেশের সন্তানেরা আনসারুল্লাহ্ সংগঠনের সূচনাকালের খেদমতে দ্বীনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন. যারা শাহাদতের আশিসে সিক্ত ব্রাক্ষণবাড়িয়ায়, খুলনায়, রঘুনাথপুর বাগে তাদের দায়ভার অনেক অনেক বেশী। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে সাথী করে আমাদের আরো সক্রিয় হতে হবে।"

ইজতেমা উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিশেষ বাণী

পাঠান। তিনি তাঁর এ আশিষময় বাণীতে বলেন, "জামা'তের অগ্রগতি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতি সাধনে মজলিস আনসারুল্লাহর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তরবিয়ত লাভের চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করার পর এ সংগঠনের সদস্যগণ এমন এক উৎসগীকৃত আল্লাহ্র সৈনিকে পরিণত হয়েছেন, যাদের কাছে প্রত্যাশিত যে, শান্তি ও স্বস্তির ধর্ম ইসলাম পুনরুজ্জীবিত করার যে মহান মিশন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিয়ে এসেছেন তা এরা পূর্ণ করবেন। মুসলিম দেশগুলোর সমকালীন অবস্তা ইসলামকে শান্তি ও স্বস্তির ধর্মরূপে চিত্রিত করে না। মুসলমানদের এই করুণ দশাটি চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আগাম জানাতে পেরে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যিনি ইসলামকে পুনরুখিত করে কেবল এর পূর্বের গৌরবময় অবস্থাতেই ফিরিয়ে আনবেন না বরং ইসলামকে বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দিবেন বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইসলামের পুনর্জাগরণের এ কাজটি করতে গিয়ে জামা'তের সদস্যগণ যদিও নির্যাতিত হচ্ছেন তবুও কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-ই সমগ্র-বিশ্বে এ কাজটি করে চলছে। দৃশ্যপটে কেউই আর এমন নেই, যারা ইসলামকে শান্তি ও স্বস্তির ধর্ম হিসেবে রূপদান করতে পারে বরং এর পরিবর্তে সর্বপ্রকারের নৃশংসতাই চালানো হচ্ছে আল্লাহ্র নামে।

সবশেষে হুয়র (আই.) তাঁর বাণীতে বলেন, আমি দোয়া করি, এই ইজতেমা আল্লাহ্ তা'লা সবদিক দিয়ে সাফল্যমন্ডিত করুন আর এতে অংশগ্রহণকারী এবং এর সংগঠকগণকে সেই সব পুরস্কারে ভূষিত করুন, যেসব কল্যাণ

রয়েছে আধ্যাত্মিক সমাবেশগুলোতে।

ইজতেমায় 'একামতে সালাত' বিষয় বক্তব্য রাখেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিঙ্গিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ এবং 'আনসারুল্লাহ্র ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপনে আনসারুল্লাহ্র করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ।

এছাড়া নও-মোঈনদের নিয়ে বিশেষ এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যাতে সবকিছু পরিচালনা করেন নও-মোবাঈন সদস্যগণ। এতে বেশ কয়েকজন নও-মোবাঈন সদস্য তাদের বয়াত গ্রহণের ঈমান-উদ্দীপক ঘটনাও শুনান। যার ফলে অন্যরাও এতে প্রভাবান্বিত হয়। ইজতেমায় ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। মজলিস আনসারুল্লাহর ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবারের ইজতেমা বিশেষ মাত্রা লাভ করে। ইজতেমায় আগত সকলকে ৭৫ বছর পর্তির লোগো খচিত চাবির রিং, কলম এবং টিশার্ট বিতরণ করা হয়। ইজতেমার সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয় ২৫ ডিসেম্বর বাদ জুমুআ। এতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মোহতরম সদর মজলিস^{*} আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ। এছাড়া সাবেক কয়েকজন সদরও স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। ইজতেমায় ১ জন বয়আত গ্রহণ করেন। ১০৮ মজলিস থেকে ৫৩০ জন অংশগ্রহণ করেন, নও-মোবাঈন ছিলেন ৫৪ জন এবং মেহমান ছিলেন ৯ জন।

ডেস্ক রিপোর্ট

মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুর ২০১৫ সালের শ্রেষ্ঠ স্থানীয় মজলিস নির্বাচিত



মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুর ২০১৫ সালের শ্রেষ্ঠ স্থানীয় মজলিস নির্বাচিত হয়েছে, আলহামদুল্লিলাহ্। সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গত ২৫ শে ডিসেম্বর ২০১৫ইং মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের ৩৭তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমায় সদর মজলিস মোহাম্মদ

হাবিবুল্লাহ্র নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় মজলিসের ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুরের যয়ীম আলা প্রফেসর মোশারেফ হোসেন খান। উল্লেখ্য চলতি ২০১৫ইং সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ এর ৭৫ বছর পূর্তি উৎযাপিত হয়েছে।

আবু জাকির আহমদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে

বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদামূল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্দ্যোগে গত ১৮ ডিসেম্বর, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামে মসজিদে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব ইশতিয়াক আহমদ তন্ময়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। বজ্তাপর্বে 'আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম। 'স্বাধীনতা আল্লাহ্পাকের অপার নেয়ামত' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। এছাড়া আতফালদের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ হোসেন এবং রায়হান। সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনাপর্বের সমাপ্তি ঘটে।

ইশতিয়াক আহমদ তন্ময়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে নও-মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত



গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ ঢাকা জামা'তের উদ্যোগে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে নও-মোবাঈন সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ইকরাম খান ফাহিম। স্বাগত ভাষণ দেন জনাব তাসাদ্দক হোসেন, নায়েম আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। "নও-মোবাঈনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব এস এম রহমতুল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংখ্যা ছিল নও মোবাঈন ১৯ জন, মেহমান ৪ জন এবং আহমদী ২০ জন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০/১২ জন নও-মোবাঈন আহমদী নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন। নও-মোবাঈনদের বিভিন্ন প্রশ্লের উত্তর প্রদান করেন মওলানা সালেহ আহমদ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বশীর উদ্দিন আহমদ

তেজগাঁও জামা'তে বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইংরেজী নতুন বছরকে বরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও এর উদ্দ্যোগে ইংরেজী নতুন বছরকে নামায ও দোয়ার মাধ্যমে বরণ করার লক্ষে গত ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে স্থানীয় জামে মসজিদে বিশেষ বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের আয়োজন করা হয়। এতে সদস্যরা উৎসাহ ও আনন্দের সাথে অংশ নেয়। তাহাজ্জুদ নামায ও ফজর নামায শেষে পবিত্র কুরআন থেকে দারস প্রদান করেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। নতুন বছর যেন সারা বিশ্বে শান্তি বয়ে আনে এবং আহমদীয়া জামা'তের জন্য অগনিত রহমতের বার্তা নিয়ে আসে এ উপলক্ষে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা হয়। দরস শেষে তালিম ক্রাস নেয়া হয়।

ইশতিয়াক আহমদ তন্ময়

রাজশাহীর বাগমারায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদে জুমুআর নামাযরত অবস্থায় বোমা হামলা



গত ২৫শে ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদে একটি জঘন্যতম ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আহত ও প্রত্যক্ষদর্শিদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ঐ দিন জুমুআর নামায চলাকালে মসজিদের ভিতর একজন ছদ্যবেশী নামাযি জুমুআর নামাযের ২য় রাকাতের সময় বিস্ফোরণ ঘটায়, ঘটনাস্থলেই আতা্রঘাতি বোমা হামলাকারি নিহত হয়। এ হামলায় প্রায় ১০ জন আহমদী সদস্য আহত হয়েছেন। আহতদের প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর একজন শিশুসহ ৩ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহতের মধ্যে ফয়েজ সাহেবের উরুতে এখনো একটি স্প্রিন্টার রয়ে গেছে যা আর্থোপেডিক ডাক্তারের সহায়তায় বের করা হবে বলে জানিয়েছেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেছেন, আহত সকলেই এখন আশঙ্কামুক্ত অবস্থায় আছেন। বর্তমানে সৈয়দপুরের গ্রামের সকলের মাঝে এক প্রকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। আশে পাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকেই এখন এই মসজিদটি দেখতে আসছে। অধিকতর তদন্তের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন শৃংখলার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মসজিদটি বন্ধ করে দেয়। এরপর ২৭ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্রীয় নেতুবন্দের উপস্থতিতে মসজিদটি নামাযিদের জন্য খুলে দেয়ার আগে পর্যন্ত স্থানীয় আহমদীরা প্রতি ওয়াক্ত নামায-ই মসজিদের বারান্দয় সময় মত আদায় করেছেন।

স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সৈয়দপুর গ্রামে আহমদীয়া মুসলমানদের সাথে অন্যান্য মুসলমান সহ সকল ধর্মের মানুষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই গ্রামের সকল ধর্মের মানুষরাই সুখে শান্তিতে বসবাস করছে এবং বিপদে আপদে একে অন্যের সহযোগিতা করে থাকে। এই রকম একটি শান্তিপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে তা কেউ ভাবতেও পারেন নি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষে রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন তাদের দুইজন আহমদী ও একজন অ আহমদী আত্মীয়কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যরা জিজ্ঞাসা-বাদের জন্য ধরে নিয়ে গেছে। পরবতীর্তে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদেরকে ছেডে দেয়া হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলিফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মসজিদে আত্মঘাতি এ হামলার সংবাদ পাওয়া মাত্রই সকলকে দোয়ার আহ্বান জানান।

তিনি ২৫ ডিসেম্বর জুমুআর খুতবায় এ হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আজ বাংলাদেশে জুমুআর নামাযের সময় আমাদের একটি স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদের আত্মঘাতি বোমা হামলা চালানো হয়। এতে কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের সুস্বাস্থ্য এবং ঈমানের মজবুতির জন্য দোয়া করুন।"

বোমা হামলার এ সংবাদ দেশ-বিদেশের মিডিয়াতে এবং ২৭ ডিসেম্বর দেশের সকল পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে প্রচার হয়।

ডেক্ষ রিপোর্ট



আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ১ জানুয়ারী ২০১৬-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফার পক্ষ থেকে বিশ্ব জামাতে আহমদীয়াকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

গত শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ নববর্ষের প্রথম দিন এবং পবিত্র জুমুআর দিনও বটে। জামা'তের সদস্যরা পরষ্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এবং আমার কাছেও মানুষের কাছ থেকে শুভেচ্ছা-পত্র আসছে। পাশ্চাত্বের অনুকরণে বিভিন্ন মুসলমান দেশও বিভিন্ন হৈ-হুল্লোর, বেলেল্লাপনা ও আতশবাজী পুড়িয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানিয়েছে। নববর্ষের প্রাক্কালে গতকাল দুবাইয়ের একটি বড় হোটেলে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে কিন্তু তারপরও সেখানে তারা বাজী পুড়িয়ে বিভিন্ন বেহুদা কাজ করে বর্ষবরণ করেছে। অথচ এই বেহুদা কাজে অর্থ অপচয় না করে দরিদ্র দেশের অভাবী মুসলমানদের পেছনে তাদের এই অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল।

হুযুর বলেন, অপরদিকে আহমদীরা ব্যক্তিভাবে এবং জামা'তবদ্ধভাবে তাহাজ্ঞুদ নামাযের মাধ্যমে রাত কাটিয়েছে এবং বর্ষবরণ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন নেক কাজেও তারা অংশ নিয়েছে। তাসত্ত্বেও অন্যান্য মুসলমানদের দৃষ্টিতে আহমদীরা মুসলমান নয়। কারো কাছ থেকে মুসলমানীত্বের সনদ নেওয়ার আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের জন্য শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সনদই যথেষ্ট।

হুযুর বলেন, আমাদের এই ইবাদত ও পুণ্যকাজ ১/২দিনের জন্য হওয়া উচিত নয় বরং বছরের বারো মাসই আমাদের সৎকাজে রত থাকা উচিত। এক রাতের ইবাদত দিয়ে খোদার সম্ভুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে অবিচলতা প্রয়োজন।

এরপর হুযূর যুগের সংস্কারক হিসেবে প্রেরিত হ্যরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ অনুসারীদের কাছে কিরূপ নেকী ও পুণ্যকর্মের প্রত্যাশা রেখেছেন এবং এ লক্ষ্যে জামা'তের সদস্যদের কি কি নসীহত করেছেন তা তাঁর রচনাবলী হতে স্ববিস্তারে তুলে ধরেন।

তিনি (আ.) মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বাঁচা-মরা সবই আল্লাহ্র জন্য না হবে ততদিন সে খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। পার্থিবতার পিছনে না ছুটে ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমাদের জাগতিকতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্যও যেন হয় পরকালীন কল্যাণ। যেমনটি আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ এবং পারলৌকিক কল্যাণ দান করো। জাগতিক উপার্জন বা পার্থিব নিয়ামতরাজি ভোগ করতে আল্লাহ্ বারণ করেন না বরং তিনি বলেন, এই নিয়ামত যেন ধর্মের সেবক হয়।

আজ মুসলমান দেশগুলো অর্থের অহংকারে খোদা ও রসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে শয়তানের পথ অনুসরণ করছে। অথচ মানুষের মাঝে খোদাভীতি ও খোদাপ্রেমের ফলেই সৎকর্ম করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় আর পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়।

রাগ, ক্রোধ, অহংকার, বিদ্বেষ, আত্মশ্রাঘা পরিহার করার আহবান জানিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যারা বিচক্ষণ ও খোদাভীরু তারা কখনো ক্রোধান্বিত হয় না এবং অহংকারবশে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় করে না। যারা তাকুওয়ার পথে বিচরণ করে তারা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ্ প্রদন্ত ধন-সম্পদ হতে তাঁর রাস্তায় খরচ করে। আর এরাই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতি করতে থাকে। তাই আমাদের জামাতের

প্রত্যেক সদস্যের আত্মজিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে, তার মাঝে কতটা তাকুওয়া আছে।

তিনি (আ.) বলেন, আমার জামাতের সদস্যরা পরষ্পরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করবে এটি আমি চাই না। কেউ নিজেকে বড় মনে করলেই অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে আর এমনটি মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। আসল বড় সে-ই যে, দীনহীনের কথাও পুরো মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে শোনে আর তাকে সম্মান করে, তার কথার মূল্য দেয় এবং তাকে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে।

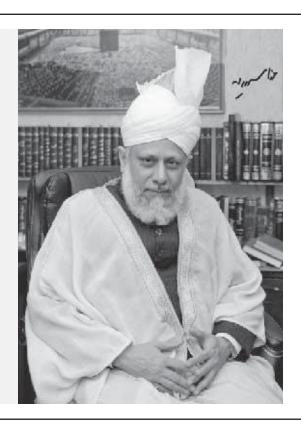
হুযুর বলেন, আজকাল শিক্ষিত সমাজ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। ফলে জীবনের কোন এক মোড়ে গিয়ে এরা জ্যোতির্বিদ বা দার্শনীকদের কোন লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয় এবং নাস্তিক হয়ে যায়। তাই পিতামাতার দায়িত্ব হলো, শৈশবেই সন্তানদের ধর্মের মর্ম শেখানো এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)—এর আবির্ভাবে মূল দু'টি উদ্দেশ্য হলো, খোদার তৌহিদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা আর পরষ্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা। আমাদের জামা'তের প্রতিটি সদস্যের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত নতুবা তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের অনুকূলে যেসব দোয়া করেছেন আমরা তা হতে বঞ্চিত থেকে যাবো।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মসীহ্ মাওউদ
(আ.)—এর প্রত্যাশা পূরণ করার এবং তাঁর
উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।
খুতবার শেষে হুযূর বিশ্ব জামাতে
আহমদীয়াকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।



رَبِّ كُلُّ شَيْئِ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحُفَظُنِیُ وَانُصُرُنِیُ وَارُحَمُنِیُ

"রাব্বি কুল্পু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভূ! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

ٱللَّٰهُمَّ اِنَّانَجُعَلُکَ فِي ْنُحُوْرِهِمُ وَنَعُوْذُبِکَ مِنْشُرُوْرِهِمُ

"আল্লাহুন্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরুরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اَتِنَافِى الدُّنِيَا حَسَنَةً وَّ فِ الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ الثَّارِ ۞

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

শ এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও
 গুরুত্বারোপ করেন।

ٱسۡتَغۡفِرُاللّٰهَ رَبِّ مِنۡ كُلِّ ذَنۡبٍ وَۤ ٱتُوۡبُ اِلَيۡمِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতৃবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।





Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin

CEO & MIS Consultants

BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000 E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965



হাড়-জোড়া. বাত-ব্যথা. স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)

এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল) এমএস (অর্থো)

সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ

সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার:

ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:

ফোন: +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭ মোবাইল: ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ) (বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)





Meer Hasan Ali Niaz Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel: 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office

Jessore.Tel:67284

Bogra Office Palbari More, New Khairtola

Chittagong Office Kanas Gari, Sherpur Road 205, Baizid Bostami Road Bogra.Tel:73315 Ctg.Tel:682216

ameconniaz@yahoo.com

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিমুবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)-১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম:

- (১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধুমপান করা যাবে না।
- (২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।
- (৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।



ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্রট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২ ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩, ০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

<u>ধানসিড়ি রেস্ভোরা-১</u>

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা) (রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্থে) ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন: ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা" আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই। –হযরত মসীহু মাওউদ (আ.)

অহমদীয়া মুসন্দিম জামা'ত, বাংলাদেশ Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও

রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন। স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**

www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik ahmadi@yahoo.com